উৎসর্গ-পত্র।

পরম শ্রদ্ধাস্পদ

রাজা শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর

মহানুভব।

রাজন্!

বঙ্গ-ভাষা ও বঙ্গ-সাহিত্যের প্রতি আপনার কতদূর অকৃত্রিম অনুরাগ——তাহার উজ্জ্বল প্রমাণ "সাহিত্য-পরিষদ্" ও "সাহিত্য-সভার" প্রতিষ্ঠায় দেদীপ্যমান। এই কারণে আমার এই নূতন নাটকখানি, আপনার মহনীয় নাম-সংযোগে অলঙ্কৃত করিতে সাহসী হইলাম।

আপনি নবীন বয়স হইতে, স্বদেশের হিত-সাধন ও দরিদ্র, অনাথ এবং বিধবাদের দুঃখ-বিমোচনে যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, স্বাস্থ্য-সম্পদে সুখী থাকিয়া ও দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া, সেই পুণ্যপ্রদ ব্রত-পালনে দীক্ষিত থাকুন, পরমেশ্বরের নিকট এইমাত্র প্রার্থনা। ইতি।

১৩০৭ সাল, ২৭শে বৈশাখ।
"ষ্টার থিয়েটার",
কলিকাতা।

অনুগত
শ্রীঅমৃতলাল বসু।
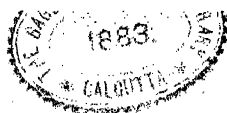
আদর্শ-বন্ধু।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

মন্দাবতীর চক।

(নাগরিকাগণ)

(গীত)

মধু যামিনী জাগো—জাগো ব্রজবালা।
আজি দোলে দোলে, হোরি খেলে নন্দলালা॥
মারে কুস্কুম পিচকারী, শ্যামলিয়া গিরিধারী,
লাল পিয়ারী অঙ্গভালা ফাগে উজালা॥
লাল তপন-তনয়াতট, লাল কদম্ব বট ;—
লাল গোপী-কটি-শোহন ঘট, লাল তনু কালা শঠ নট ;-
লাল কেশ লট পট ছোটে যুবতী-মালা॥

[নাগরিকাগণের প্রস্থা

(ভট্টদ্বয়ের প্রবেশ)

শোহন। তোমাদের মন্দাবতীতে তো হোরির ধূম খুব বেশী দেখতে পাই।

দোকান। আইয়ে ভট্টজী মহারাজ, দো এক পুরুয়া তনি সরবৎ তো পি লিজিয়ে,—সরবতে আনার, আঙ্গুর কি সরবৎ, ফলসা কি সরবৎ, সরবতে বনক্‌সা—

লছমী। চলো ভাইজী, থোড়া সরবৎ তো পিও।

শোহন। আরে সরবৎওয়ালে, তোম্ কোন জাত হো?

দোকান। কুছ ডর নেই, পি লিজিয়ে, ময়্ গন্ধি হুঁ, আইয়ে বৈঠ যাইয়ে।

(জনৈক জহুরীর প্রবেশ)

জহুরী। আরে গন্ধি ভাই এক পুরুয়া বনক্‌সা, আউর পুদিনা মিলায়কে দেও, তনি গোলাপত্তি দে দেও, আজ বড়া গরম চড়া।

দোকান। আইয়ে কহিয়ে শেঠজী, হোরিকা দিনমে বিচা কিনা ক্যায়সা ভয়া?

জহুরী। আউর বিচা কিনা! যো দেশমে রাজা নেহি, হুঁয়া জহুরীকো, আউর বড়া বড়া কারিগরকো অন্ন কাঁহা?

শোহন। দেশে রাজা নাই এ কি রকম কথা? তবে তোমাদের শাসন পালন চলে কি রকম?

লছমী। তুমি কি জাননা প্রায় ষাট সত্তর বৎসরের উপর আমাদের কচ্ছ দেশে রাজা নাই; শেষ রাজা খাঙ্গুকী সিংহ অপুত্রক ছিলেন, তিনি মৃত্যুকালে রাজ্যের সমস্ত বিশিষ্টলোককে শয্যা পার্শ্বে ডাকিয়ে বলে গিয়েছিলেন, "দেখ—পোষ্যপুত্র দ্বারা আমার বংশ ও রাজ্যরক্ষা করা চিরদিনই অনিচ্ছা; তোমরা প্রজাবর্গ আমার

সন্তান, আমি এই রাজ্য আমার সন্তানকে দান করে গেলেম। তোমরাই আমার প্রকৃত উত্তরাধিকারী, সকলে মিলে তোমাদের মধ্য হ'তে একাধিক বয়োজন সচ্চরিত্র সুবিদ্বান্ শাস্ত্রজ্ঞ সদ্বংশজ নাগরিককে সাধারণের অভিমতে সর্দাররূপে মনোনীত করবে।

শোহন। বাঃ এতো মন্দ নয়, মহারাজ ধান্নুকী সিংহ এ বুদ্ধি পেলেন কোথা থেকে?

লছমী। তাঁর বুদ্ধির যথেষ্ট প্রশংসা করতে হয় বটে, কিন্তু কচ্ছরাজ্যে এ প্রণালী একেবারে নূতন নয়। পূর্ব্বে রাজতন্ত্র বর্ত্তমানেও রাজা সকলের সম্মান ভোগী হ'য়ে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকতেন বটে, কিন্তু দুই শতাধিক উচ্চবংশজ ঠাকুরগণই রাজ্যের বিধি-বিধানাদি সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন; তবে মহারাজ ধান্নুকী সিংহ সেই প্রথা অধিক প্রসারিত করিয়া দিয়া গিয়াছেন; কেবল মৌলিক ঠাকুরগণই নয়, যোগ্য হ'লেই সকল প্রজারই সাধারণের মত লইয়া ভা'য়াতে আসন লাভ করবার অধিকার হয়েছে।

শোহন। ভা'য়াত কি?

লছমী। আগেকার ঠাকুর-সঙ্ঘকে ভাদিয়াৎও বলতো, ভাইয়াৎও বলতো; এই ভা'য়াতে প্রতিবৎসর একজন করে প্রধান নির্ব্বাচিত হয়। অধিকাংশ সর্দার যাঁর পক্ষে মত দেন তিনিই প্রধান হ'ন। এই হোরি-পূর্ণিমায় সেই নির্ব্বাচন হয়; তাই আজ এখানে অন্য দেশের চেয়ে হোরির ধুম বেশী দেখ্‌ছ।

শোহন। বটে, তাই এত উৎসাহ!

লছমী। উৎসাহ হবে না! প্রতি প্রজারই মনে আছে উপযুক্ত হলে তার, না হয় তার সন্তান সন্ততির একদিন না একদিন রাজকার্য্যে ক্ষমতা হবে।

(চটুসাঁইয়ের প্রবেশ)

চটু। হবে হবে—রাজা হবে। বাবা তোমরা দুজনে কে বাপ ? যেন এক বোঁটাতে দুটী বেগুন ; এলেবাস পোষাক, মাথার টোপর, ঠিক এক করেছ ; ভট্ট বুঝি ? তবে খট্‌কা রেখনা বাপ ; যাদুধন মোর, শিয়াল্ কি কখনও বাঘ হয় ? মনিষ্যি কি দেবতা হয় ? রাজা বলেতো একটা মানুষ ভগবান পয়দা করেন না ; যার হাতে জোর, সেই মণ ভোর ; বাপরে আমার, ক্ষমতাটা পেলেই অমনি ভারী হয়ে উঠতে হয়। এই দেখ না বাপ-মাকে ভুলিয়ে পালালেম, একটা মেয়েমানুষের কাছেও কয়েদ হলেম না, গাছপালাকে আপনার করে নিয়ে সংসার করলেম ; যতদিন লুকিয়ে ছিলেম—ছিলেম ভাল, তারপর চটুটটু পরে চিম্‌টে হাতে নিয়ে যেই দুদিনের তরে সহরে এলেম, অমনি দেশ শুদ্ধ মিলে আমায় মাটি করবার চেষ্টা করেছিল।

লছমী। সেকি সাঁইজী তুমি কৌমার সন্ন্যাসী, তোমায় মাটি করে কে ?

চটু। আর মাটি করে কে ? মাটি করে মাটি। এই মাটির দোষরে বাপ মাটির দোষ। কারুর কি এতে রক্ষা আছে, যেমন ছুঁয়েছ মাটি—অমনি হয়েছ মাটি ! দেখনা, তুই নারাণে,— অমন গোলোকের মজা ছেড়ে দীনবন্ধু হতে মাটির মানুষ হ'য়ে মাটিতে এলি, আর অমনি সে বৃকভানুর সুন্দর মেয়েটাকে দেখে মাটি হয়ে গেলি ; দুর দুর, এই মাটিই খারাপ—এই মাটিই খারাপ ! এতে রাম মাটি, কৃষ্ণ মাটি, যে আসে সে মাটি, সব মাটি।

দোকান। সরবৎ পিওগে সাঁইজী ?

চট্। কে তোর সরবৎ খায়, মাটি গোলা—মাটি গোলা ; মানুষের পেটে মানুষ হয়, ছাগলের পেটে ছাগল হয় ; তোর বনকৃসাই বল্, আর আনারই বল্, আনানাস ফল্‌সা যা'ই হোক সবতো মাটির পেটে হয়েছে ; মাটি নয়তো কি ? ওমা দেখনা কাপড় চোপড় ছেড়ে চট পরলেম, কোথায় লোকে আমায় ঘেন্না করবে, না এ আসছেন পাদোদক জল নিতে, উনি আসছেন চরণে ফুল দিতে, ইনি এলেন মুখে ক্ষীর দিতে ; রঘুয়া বলে ঔষধ দাও, স্নভদ্রা বলে ছেলে দাও, ভজুয়া বলে টাকা দাও, মুন্নালাল সভাকরে আমায় বলে ধর্ম্মের বক্তিমে দাও ; এ এসে বাজনা বাজায়, ও এসে ফুলের মালা দেয় ; আবার কারু কারুর কাছে শুনতে পাই, আমি "বুদ্ধদেব"—আবার জন্মেছি। আর মাগীদের তো কথাই নেই, পান চিবুতে চিবুতে ভক্তিভাবে নয়ন ঠেরে "বাবা" বলে আমায় প্রেমের ফাঁদে ফেলতে চায়। দূর দূর, মাটি না ছাড়লে মাটি বায় না।

শোহন। তা সাঁইজী কেন বনে যাওনা।

চট্। যাবতো মনে করি, কিন্তু মনের কোণে মাটির ঘা লেগেছে। পণ্ডিত মথুরাদাস আমার স্তোত্র লিখেছেন! জগমল ভাস্কর আমার মূর্ত্তি গড়ে বেচেছে! আর রোজ রেতে মেয়ে মানুষ পা টিপ্‌তে আসে। সংসার ছেড়ে পালিয়ে ছিলেম, কিন্তু মাটি ছেড়ে পালাতে পাচ্ছিনে ; তাই বলছিলেম তোদের মাটির রাজ্যি, এতে কোন উপায় নেই ; নামে কি এসে যায়, তোদের রাজার ছেলেই রাজা হোক, আর কেলুয়া ভুলুয়াই সর্দ্দারী করুক, যার হাতে দাণ্ডা, সেই বণ্ডামীর পাণ্ডা ; সেই কোলের দিকে টান—কাঙ্গালের মৃত্যুবাণ। মধুমল্লরাণী ধারে মুড়ি দেয়নি,—তার চাল

ফেটে দে। "জোর যার, মুলুক তার", দুনিয়ার এই আচার ;—সব ভুয়ো—সব মাটি।

(গীত)

ওরে ওরে দেহখান দর্পণে দেখে বয়ান,
ছল করে বলরে মন আমি বড় রূপবান,
কিন্তু সব মাটি—সব মাটি !
মাটিতে ফোটে ঘাস, গরু এসে করে গ্রাস,
তাতেই সে জীবন ধরে, মাটি দুধ হয়ে ঝরে,
বাবু ভাই রাজা মশাই খায় আদরে ;—
আরে সেও মাটি—সেও মাটি !!
রাজা বসে দমকে, শিরে হীরে ঝমকে,
সে ময়লা কাটা কয়লাখানা,
পোড়া মাটির বাবুয়ানা ;—
খালি চক্ চকানে ঝক্ ঝকানে মাটি !!
ওরে যার চোখটী দেখে হয়ে মাতাল,
ভাবছিস বসে আকাশ পাতাল,
করছিস মনে হলি মাটী ;
সেই কাল কেশ—এলো বেশ,
চল্ চলাচল্ মুখটী সরেস ;—
ওরে চটুসাঁই কয় আর কিছু নয় ;
সেও মাটি—সেও মাটি !!

[প্রস্থান।

কচরী। পাগলা কেয়া বোলে—মিটি মিটি ! আরে যব তক

জিন্দগি, তব্ তক্ সম্ঝো আপনা ভালাই ; বোলতে হোঁ হীরাকো কয়লা ! কয়লাকা দাম মে কভি হীরা মিল্তা হ্যায় ?

শোহন। জানৃতা হুঁ ভাই সব, আদমীকা তন আউর কুছ নেহি—স্রেফ মিট্টি মিট্টি ! লেকেন এক হাঁসিয়া আঁখি সুরতি বদন দেখ্কে কোন চুপ রহ সকে !

লছমী। জহুরী মশাই যা বলছেন ঠিক ; আর চট্সাঁই যা বলছিলেন যে ক্ষমতা পেলে সামান্যলোকও রাজার মেজাজ ধারণ করে, তা নিতান্ত মিথ্যা নয় ; এই আমরাইত মত দিয়ে একজনকে ভা'য়াতে পাঠাই, তারপর সেই আবার আমাদের চিন্তে পারে না।

জহুরী। আমার পরদাদার কাছে শুনেছি, যে আগে কেত জহরৎ—কেত বেনারসী শাড়ী—কেত তস্বীর কেত পুঁতলি এই মন্দাবতীরাজ্যে বিক্রী হতো ; রাজা আপনি নিতেন, তাই দেখে বড় বড় সর্দ্দারেরা, এমন কি ছোট ছোট রায়ৎরা থোড়া দামে কিনে নিত। কিন্তু ভা'য়াতের রাজ্য হ'য়ে সব কমিনা কর্ত্তা হয়েছে, তাদের কাছে আর আমরা সওদা বিচবো কি ?

লছমী। তা সত্য, রাজা উৎসাহ না দিলে কলা কবিতাদির আদর হয় না ; এখন চল।

(ফুলওয়ালা বালকগণের প্রবেশ)

(গীত)

দোলের দিনে ফুলের মালা গলায় দোলানা।
দুলিয়ে মালা জুয়ানবালার মনটী ভোলানা ॥
আমার মন মাতান জাঁতি ফুলের হার,
মাঝে মাঝে থাকে থাকে রমণের বাহার ;

আপনি সেজে সাজিয়ে তারে, (আয়রে আয়) শেষে ঝোলানা।
দেখ্ দেখ্ টাট্‌কা ফুল আটকা সুতোয়, কালকের তোলানা॥

শোহন। ইধার আও বাচ্চে, দেখে তেরা হার; জোড়ি কেত্তা লেওগে ?

১ম বালক। ভট্টকে পাশ দাম নেহি লেতে, এই লেও—পহিন লিজিয়ে, আশীষ দিজিয়ে—

বালকগণ। দাম নেহি লেতে, আশীষ দিজিয়ে, মেরা মালা লেও, মেরা মালা লেও। (মালাদ্বারা ভট্টদ্বয়কে সজ্জিতকরণ)

ভট্টদ্বয়। জীতা রও বাচ্চে, জীতা রও, কিষণজী মঙ্গল করে।

[বালকগণের প্রস্থান।

শোহন। আহা, ওই মালীর ছেলেগুলিতো বড় শান্ত, ভক্তি শ্রদ্ধা আছে।

লছমী। ভাইজী ভারতবর্ষে ভট্টের সম্মান এখনও মলিন হ'য় নাই।

(তিনজন সর্দ্দারের প্রবেশ)

১ম সর্দ্দার। আপনি বুঝছেন না, মতিচাঁদকেই প্রধান করা উচিত।

২য় সর্দ্দার। কেন কেন—আমি শুনতে চাই কেন ? আমি যদি শোহনলালের দিকে মত দিই ?

১ম সর্দ্দার। শোহনলাল কে ? তুমি কি দণ্ডারের কথা মানবে না ?

২য় সর্দ্দার। কেন, দণ্ডারের কথা মানবো কেন ? আমি কিছু ধারি তার—না হয় দেব—সময় হলেই দেব।

১ম সর্দ্দার। সময় হলেই দেবে কি? তিনি স্পষ্ট বলেছেন—"যে আমার দেনা রাখে আজই দি'ক—নয় মতিচাঁদকে প্রধান করুক; যে না একথা শুনবে, দেনার দায়ে সে আমার গোলাম হবে।"

৩য় সর্দ্দার। তা অনেক সর্দ্দার কাজে কর্ত্তব্যে দণ্ডারের গোলাম হয়েই আছে। মতিচাঁদ প্রধান হবেই হবে।

[সর্দ্দারগণের প্রস্থান।

শোহন। ও ভাইজী, তোমাদের প্রজাতন্ত্রতো বুঝছি; সেই গোলমাল, সেই বলের প্রভুত্ব, ধনের আধিপত্য। চট্‌সাঁই যা বলে গেল মিথ্যা নয়। ঐ শোন, কোথায় আবার হোরির গান হচ্ছে, চল দেখিগে। একে নবীন বসন্ত—তায় দোললীলা, জন সাধারণের আমোদ হবে না কেন; বৃন্দাবনের কবি বর্ণিত ছবি যেন আজ চথে আসছে!

(গীত)

সাজিয়া শ্যামল বেশে, ফুলপরে হেসে হেসে
জাগিয়ে ধরা করে ঢলমল।
মধুময় বৃন্দাবন, আনন্দেতে নিমগন
মধুমাসে মধুরসে ভাসিল সকল॥
নাশিয়ে নিশির মসী, আকাশে বসিল শশী
চাঁদির চাঁদ্‌নী ঢেলে ভুবন ভুলায়।
মৃদুল পবন বায়, দুলে দুলে ব'য়ে যায়
ব্রজের দুলালী মন মদনে দুলায়॥
তরুণ তমাল তলে, নীপমূলে দলে দলে
সেবা-কুঞ্জে গোপীপুঞ্জে প্রমোদেতে ধায়।

হাতে আবীরের থালা, প্রেমিকা গোপের বালা
আকুলিতা পুলকিতা দেখে শ্যামরায়॥
নাচে গোপী বনমাঝে, কাঁকালে মেখলা বাজে
শ্যাম সনে নাচে রাধা শুনে প্রেমগান।
নাচিতে ফেলিতে পদ, ফুটে উঠে কোকনদ
ফুল্লমদে হৃদিহ্রদে বহিছে তুফান॥
কেহ লয়ে পিচকারী, শ্যামে করে টিট্‌কারী
(বলে) কোথা দেব কানু ফাগ তব কাল অঙ্গে।
আয়,আয় সরে আলি, চাঁপায় লাগিবে কালি
কাজ নাই ওলো রাই থেকে কাল সঙ্গে॥
রাই বলে ছিছি ছিছি, ওকি কথা বল সখি
শ্যামের সুষমা যত ধলাতে কি আছে।
কাল গায় ফাগ ঘটা, জলদে বিজলী ছটা
যদি ধলা চা'স বালা যা চাঁদের পাছে॥
উঠিল হাসির রঙ্গ, বাঁধ ছাঁদ হলো ভঙ্গ
প্রেমের তরঙ্গে আজ মাখামাখি খেলা।
সরমে ভরমে ঢিল, লাজের দুয়ারে খিল
কোলাকুলি খোলাখুলি আবীরের মেলা॥

[সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

নগরপ্রান্ত।

পাহাড় সিংহ ও কতিপয় সৈন্য।

সৈন্যগণ। জয় দণ্ডার সিংহের জয়, সেনাপতির জয়।

পাহাড়। আস্তে আস্তে, এখনও সময় হয়নি, এখন অত বাড়াবাড়ি করে কাজনেই,—দণ্ডার সিংহের জয় ঘোষণার দিন শীঘ্রই আসবে;—তখন যত সাধ থাকে, যত উৎসাহে পার তাঁর জয়গান করো।

১ম সৈন্য। দিন আসবে কি—এসেছে; আমরা যোয়ান, যুদ্ধই জানি সেনাপতিকেই চিনি।

২য় সৈন্য। তা বৈকি! সর্দ্দারেরা আমাদের জন্যে কি করে-ছেন? যুদ্ধ বাধ্‌লে যে আমরা বুকের রক্ত দিতে—প্রাণ দিতে যাই, তাকি তাঁরা মনে রাখেন? একটু আমোদ করে স্ফূর্ত্তি করে বেড়ান দূরে থাক, আমরা পেটভরে খেতেই পাইনে।

৩য় সৈন্য। হুঁ, পেটভরে খাবে? আমি যা পাই তাতে আমার মাসে পোনের দিনও কুলায় না; তা তোরা দিবি না দিবি—যোয়ানের যা কাজ লুটেপুটে খাই, তাই করতে দে। তা' নয়,—সব ধর্ম্মের রাজ্য কচ্ছেন। আমি একদিন একটা চামারের খাসি কেড়ে নে গে মেরে খেয়ে ছিলেম, তা ঐ সর্দ্দার দিনকর কিনা আমায় তিন দিন কয়েদ করবার হুকুম দিলে, আর খাসীর দাম বলে আমার মাইনে থেকে কেটে আটদাম সেই পাজী চামার বেটাকে দিলে।

১ম সৈন্য। হ্যাঁ, ঐ দিনকর বেটা ধর্ম্মের ঢেঁকি। আমি

একবার একটা দোকানদারের কাছ থেকে একটা সাঁচ্চা টুপী নে হাস্‌তে হাস্‌তে মাথায় দিয়ে চলে গিয়েছিলেম, তার পর ভাং খেয়ে কোথায় পড়ে যায়, আজও খুঁজে পাইনি; তা এই জন্মে কিনা সাজা দিয়ে আমায় অপমান কর্‌লে।

৩য় সৈন্য। যা হোক বাবা, আমাদের দশুার সিংজীর জয়-জয়কার হোক, তাঁর চাঁদীতে এবছরের হোরীটে মজায় কাট্‌বে; আমি তো একঘড়া ভাং আর দুটো খাসী একলা খাব। কি বল্‌বো হাতীয়ার সব কেড়ে রেখেছে, নৈলে আজ সকলে ভাং আর খাসী খেয়ে এই ফাগুয়ার রাতে বাজারকে বাজার লুটে ফেলতেম; জঙ্গী যোয়ানের হাতে হাতিয়ার নেই—লুট করবার এক্তারই নেই, ছোঃ ছোঃ ছোঃ! কি অন্যায়—কি অরাজক!

পাহাড়। ঐ যা বল্লে অরাজক, আসল কথা—অরাজক; দেশে রাজা না থাকলে কি জঙ্গী যোয়ানের কদর হয়? সামান্য লোক সব রাজ্যের ক্ষমতা পায়, তাদের ছাতী কত? যে আমাদের খেলাত দেবে, বক্সিস্ দেবে, লুট তরাজ করবার হুকুম দেবে? রাজা চাই—রাজা চাই।

২য় সৈন্য। কিন্তু—কিন্তু একটা কথাতো মান্তে হবে? আমাদের রাজা ধানকী সিংহ তো এই মন্দাবতী সব প্রজাকে দান করে গেছেন; আমরাও তো প্রজা, একদিন না একদিন আমাদের ছেলে পুলেরাও তো সর্দার হ'য়ে হুকুম চালাতে পারবে?

১ম সৈন্য। ছাই পারবে, আমাদের কপালে ছাই হবে; এই জনকতক বড় লোক আর শাস্ত্রপড়া মুখ গোমড়ারা খালি আপনাদের ভেতর বাছাবাছি করে সর্দার হচ্ছেন, সভাপতি

হচ্ছেন, আর মজাকরে আপনাদের যে যেখানে আছে তাদের পেট ভরাচ্ছেন।

পাহাড়। আর আমাদের তো ভাঁয়াতে প্রবেশ করবার অধিকার নেই; সৈন্যদের জন্য ভাঁয়াতের দরজা চিরকালের জন্য বন্ধ।

৩য় সৈন্য। দেখদেখি কি অন্যায়, শত্রুর মুণ্ড নিতে আমরা, বুকের রক্ত দিতে আমরা, আর আমাদেরই কখনও সর্দ্দার হবার সম্ভাবনা নাই? অরাজক!—অরাজক!!

পাহাড়। ঠিক্—ঠিক্, অরাজক!—অরাজক!! রাজা চাই—রাজা চাই।

১ম সৈন্য। সে আর আমাদের অদৃষ্টে হবেনা, রাজ-বংশ তো লোপ হয়েছে।

পাহাড়। তোমরা কি জাননা, যে আমাদের দণ্ডার সিংজী পুরাতন রাজবংশীয়?

সকলে। সেকি! সেকি!

পাহাড়। খুব নিকট, বার পুরুষ ছাড়াছাড়ি; তার উপর আমার বোধ হয়, যে—চামুণ্ডা মায়ীর ইচ্ছা—দণ্ডার সিংজীই মন্দাবতীর রাজা হন।

১ম সৈন্য। চামুণ্ডা মায়ীর ইচ্ছা! তিনি কি কোন স্বপ্ন টপ্ন দিয়েছেন?

পাহাড়। না; কিন্তু সে বড় অদ্ভুত কথা, তোমরা শুনলে আশ্চর্য্য হবে।

সকলে। কি রকম? কি রকম?

পাহাড়। ভাঁয়াতের সর্দ্দারদের নিকট তিনি মন্দুরা হ'তে

দুঃখী সৈন্যদের জন্য খাদ্য, অর্থ ও অস্ত্র শস্ত্র চাইবার জন্য এখানে আসছিলেন, পথে মধুবনের ভিতর দিয়ে আসতে আসতে সিংজী বড় ক্লান্ত হয়ে একটী গাছতলায় শয়ন করে নিদ্রা যান; মুখের উপর রৌদ্র পড়েছে দেখে একটী রাজসাপ তাঁর মাথার কাছে এসে ফণাধরে রৌদ্র নিবারণ করে।

সকলে। কি আশ্চর্য্য! কি আশ্চর্য্য!

পাহাড়। তার পর শোন, এমন সময় কোথা থেকে একটী নীলকণ্ঠ পাখী উড়ে এসে সেই ফণার উপর নৃত্য কর্ত্তে থাকে।

সকলে। অদ্ভুত! অদ্ভুত! জয় চামুণ্ডা মায়ীকি জয়! জয় নাগরাজকি জয়! জয় নীলকণ্ঠকি জয়!

পাহাড়। এমন সময় একটা রাখালের গোরু সেই খানে ছুটে আসাতে সিংজীর নিদ্রা ভঙ্গ হলো, অমনি পাখীটে—

৩য় সৈন্য। ফড় ফড় করে উড়ে গেল?

পাহাড়। আর সাপটা?—

৩য় সৈন্য। সড় সড় করে গর্ত্তে গেল? আর সন্দেহ নেই, আর কথায় কাজ নেই; একে রাজার জ্ঞাতি, তার উপর সাপের ফণা—পাখীর নাচ, আর তার উপর রাজার মতন দুহাতে আমাদের অর্থ দিয়েছেন। আমরা দণ্ডার সিংহ মর্‌তে বল্‌লে মর্‌বো, বাঁচতে বল্‌লে বাঁচবো; আমরা আর কারেও চাইনে।

পাহাড়। দেখ ভাই যোয়ান সব, আপাততঃ মহারাজজী তোমাদের বড় অল্প অর্থই দিতে পেরেছেন, তিনি এতে বিশেষ লজ্জিত; কিন্তু শীঘ্রই তাঁর জায়গীরের খাজনা এসে পৌঁছিবার কথা,—তখন তিনি তোমাদিগকে এ অপেক্ষা বেশী অর্থ দেবেন; আর যদি সে দিন হয়—বুঝেচ—তখন—

সৈন্যগণ। আর বল্‌তে হবেনা, আর বল্‌তে হবেনা, খুব বুঝেছি শীঘ্র সে দিন হবে ;—জয় মহারাজ—

পাহাড়। আবার ? যাও এখন তোমরা খুব আমোদ করগে, কিন্তু খুব হুঁসিয়ার থেকো, কাছাকাছি থেকো, যা বলেছি মনে আছে তো ?

২য় সৈন্য। খুব মনে আছে, একবার সঙ্কেত পেলে হয়।

পাহাড়। আচ্ছা তবে আমি এখন চল্লেম, সিংজীকে তোমাদের কথা বলিগে।

৩য় সৈন্য। হ্যাঁ যাও, বহুত বহুত রাম রাম বোলো—বহুত বহুত রাম রাম বোলো।

[পাহাড়ের প্রস্থান।

একবার হুকুম পেলে হয়, আমাদের জঙ্গী লোকের হাতীয়ার কেড়ে নিয়ে অপমান! আমাদের গড়ে আমাদের যায়গা নাই! আর ভয় কি ? দণ্ডার রাজা হবেই হবে, সাপের কথা শুন্‌লিনি ?

(চট্টসাঁইয়ের প্রবেশ)

চট্ট। ঐ সাপের কথা—ঐ সাপের কথা, ভারি ঠিক্—ভারি ঠিক্ ; খতিয়ে দেখিস্ মিলিয়ে নিস্ ; ফক্কাক্ নয় এদিক ওদিক্।

১ম সৈন্য। কি সাঁইজী কি বল্‌ছো ? তুমি আবার সাপ দেখ্‌লে কোথায় ?

চট্ট। দুনিয়াময়—দুনিয়াময়!

বাপ, খালি সাপ—খালি সাপ।
উড়ছে দু দশটা চিল,
বাকী সব সাপ কিল্ বিল্।

কেউ আছেন মুস্‌ড়ে মাথা,
কেউ ধরেছেন ফণা ;—
দেখতে দেখতে ছাড়বে বিষ, একটু চেপে র'না।

২য় সৈন্য। সাঁইজী তুমি কি বল টল আমরা বুঝ্‌তে পারিনে ; আমরা জঙ্গী যোয়ান লোক মার কাট করে খাই, তোমার হেঁয়ালী কি বুঝি ?

চটু। বুঝ্‌বি বুঝ্‌বি বাপ, চোখ বুঝ্‌লেই বুঝ্‌বি।

১ম সৈন্য। আপাততঃ তো সাঁইজীর ভাং খেয়ে আধখানা চোখ বুজে এসেছে।

চটু। আক্কেলও তাই খুলেছে, রাজ সাপ দেখ্‌তে পাচ্ছি।

১ম সৈন্য। (জনান্তিকে) ওহে সাঁইটে বোধ হয় সিদ্ধ পুরুষ ; কি হবে সব—জান্‌তে পেরেছে, তাই পাগলামী করে বল্‌ছে।

২য় সৈন্য। চল, আর এখানে গড়িমাসী করে কাজ নেই। আর একটু ভাং টাং খেয়ে আমোদ করে সেই ঠিক জায়গায় যাওয়া যাক ; লড়ায়ের গন্ধ পাচ্ছি। [প্রস্থান

চটু। ভাং খাস্‌নি, সিদ্ধি খা বুদ্ধি বাড়বে। আগে ঘরের শত্রু তাড়া,—তারপর রাজ্যের শত্রু তাড়াবি ; সিদ্ধি খা আর ধর খাঁড়া, ঘরের শত্রু তাড়া। খুব রাগ, খুব রাগ, রাগ দেখবি আর তেড়ে লাগবি ; আগে ছিল পাঁচ বেটা, ফের জুটলো এসে ছটা ঠৈটা ; নয় হেজি পেঁজি,—এই এগার বেটা ভারি তেজী। আমি দিন রাত করছি লড়াই—এই তাড়াই—আবার আসে, ফের তাড়াই—ফের আসে,—ফের তাড়াই,—উঃ বাপ্‌রে বাপ, কার মাইনে খাই যে এত লড়াই।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

ভাঁয়াতসভার সম্মুখ।

দণ্ডার সিংহ।

দণ্ডার। বটে—

দুই দিন তরে পাইয়া প্রাধান্য
আমারে নগণ্য কর!
ইতর সমান,
সাধারণে হই অপমান;
কপটী আমারে বলে,—
ঘোর অত্যাচারী ব'লে ঘোষণা আমার!
দুর্দান্ত দণ্ডারে—দিয়ে গণ্ডার উপাধি
করে লোকে উপহাস।
দেখিব এবার—দেখিব এবার
কোথা যাও সর্দারের দল?
এক বর্ষ হয় নাই পূর্ণ,
দর্প চূর্ণ—
দেখি, পারি বা না পারি করিবারে?
বড় বটে বিদ্যাবল!—
শাস্ত্রের শোলক আর বেদান্ত আলোক;
দেখি শস্ত্র বলে, শাস্ত্র বল
হয় কি না হয় পরাজয়।
ছড়াইয়ে রজতের রাশি
একত্র করিব অসি,

কুটীল কৌশল তায় সহায় আমার ;—
এ রণে কে জিনে—কে হারে—
দেখি একবার।
নির্ব্বাচন—নির্ব্বাচন—
এই শেষ নির্ব্বাচন ;—
প্রজাতন্ত্র বিসর্জ্জন !
তবেত দণ্ডার নাম ধারণ আমার।
কে না হয় অর্থে বশীভূত ?
কয়জন দিনকর ভা'য়াত সঙ্গতে ?
মতিচাঁদ যদি আজি হয় সভাপতি,—
ভীরুর সমান না করি পাতক ভয়,
মম খাতক নিচয়
করে তারে নির্ব্বাচন,
করে যদি সম্ভাষণ প্রধান বলিয়া ;—
কৌশলে উঠিয়া বসি রাজার আসনে,
বলিদান দিব এই স্বায়ত্ত শাসনে।

(পাহাড়ের প্রবেশ)

কি সংবাদ, কি সংবাদ পাহাড় তোমার ?

পাহাড়। শুভ সমাচার—শুভ সমাচার !
প্রতিযোদ্ধা দাস আপনার ;
পর্ব্বদিনে গর্ব্ব ক'রে করে জয় গান;—
দণ্ডার দিয়েছে সবে পার্ব্বণের দান ;
ব্যঙ্গ ক'রে কয় সবে ভা'য়াতের কথা।
ইঙ্গিতে তোমার আজ্ঞা পেলে,

জনে জনে—
প্রাণপনে প্রবেশিবে গড়ের ভিতর।

দণ্ডার। কিন্তু আশঙ্কা হ'তেছে মনে;
আজিকার নির্ব্বাচনে
মতিচাঁদ যদি নাহি হয় হে প্রধান;
আমার স্বপক্ষ সবে—
এক রবে যদি নাহি দেয় মত?
কর্ত্তব্যের ব্রতে—বচনের স্রোতে
যদি সবে মাতায় সে দিনকর;—

পাহাড়। তা হ'তে কঠিন ফাঁদ পাতিয়াছ তুমি
রচি রজতে শৃঙ্খল;
সর্দ্দারের দল
অধিকাংশ কিঙ্কর তোমার;
ক্ষীণ শীরে বহে তব ঋণ ভার।
স্বাধীনতা অধিকার,
মনুষ্যত্ব সদাচার,
বন্ধক দিয়েছে তব সিন্দুকের পায়;
তব বাসনার দাস রসনা তাদের।

দণ্ডার। বলেছ কি সৈন্যগণে
আরও অর্থ দিব জনে জনে?

পাহাড়। অক্ষরে অক্ষরে আজ্ঞা করেছি পালন।

দণ্ডার। অক্ষরে অক্ষরে!—
অসিধারী! মসীপাত্র সাথে
কতদিন সম্বন্ধ তোমার?

কবে হ'তে পরিচয় অক্ষরের সনে?
ভাল থাক—
বলেছ কি ফণাছত্র নীলকণ্ঠ কথা?

পাহাড়। অসিজীবী, হলধর, গ্রাম্যকুট,
সহজ বিশ্বাসী সবে,—
লক্ষণালক্ষণ বড় মানে মনে;
শুনি—
ফণীফণা ছত্র'পরে নীলকণ্ঠনৃত্য
সিদ্ধান্ত করেছে স্থির,
তব শিরে বীরবর
রাজছত্র শোভিবে সত্বর।

দণ্ডার। রাজছত্র! রাজছত্র!
নহে শুধু দুর্গাধীপ কিল্লাদার;
রাজা—
দণ্ড করে—ছত্র শিরে
সিংহাসনে অধিষ্ঠান!
উচ্চ আশা
পুরুষকার সাধনা যাহার,
জনগণ মন,
যেই জন জানে কিনিবারে
কিবা অসম্ভব তার পক্ষে?
কে বলিতে পারে ভাগ্যের ভাণ্ডারে
কি আছে সঞ্চিত তার তরে?
মন্দাবতী রাজরক্ত

সঞ্চালিত শিরায় আমার,
সিংহাসন অধিকার
কেন হবে অসম্ভব?
যাক্,—সেতো, দূর ভবিষ্যৎ কথা।
আজিকার নির্ব্বাচন ফলে
ঝুলিতেছে অদৃষ্ট আমার।

পাহাড়। বৃথা চিন্তা কেন কর বীরবর?
আশঙ্কার—সংশয়ের নাহি কিছু হেতু!

দণ্ডার। কিন্তু কি হেতু বিলম্ব এত?
এখনও কি তর্কাতর্কী মতামত—
হয় নাই শেষ?
হাঃ হাঃ হইয়াছে সভাভঙ্গ;—
জয় চামুণ্ডা জয়দে!
আসে দ্রুত মতিচাঁদ
জয়োল্লাস সহাস্যবদনে,
ফুল্লমুখ দুলাল পশ্চাতে চলে।
কি সংবাদ কি সংবাদ বন্ধুবর?

(মতিচাঁদ ও দুলাইয়ের প্রবেশ)

বল শীঘ্র প্রধান হয়েছ তুমি,
বল মিত্র মতিচাঁদ?

মতি। হয়েছি হয়েছি প্রভু রাজ্যের প্রধান।
সমধিক সর্দ্দারের সাধু অভিপ্রায়ে,
এবে বিশ্বাসের সম্মানের

আদর্শ-বন্ধু।

অতি উচ্চতরপদে প্রতিষ্ঠিত আমি ;—
তুষিতে তোমার মন,
সাধিতে তোমার কার্য্য, সেবিতে তোমায়,
আজ্ঞা করিতে পালন।
বার বার—
কত উপকার পাইয়াছি তব করে,
এই বার সেই ধার
স্বল্পমাত্র শুধিবারে করিব সাধনা।

ছুলাই। আশা-গিরি-উচ্চশিরে উঠিয়াছ প্রভু ;
চড়ি চূড়া'পরে—
বিস্তার বাসনা তব, উদ্দাম উদ্দেশ্য,
দিক্ দৃষ্টি সীমা শূন্য কর্ম্ম ক্ষেত্র পানে।

দণ্ডায়। বড়ই বন্ধুর এই পর্ব্বতের পথ ;
ভর করি ভীষণ সাহসে,
বহুদিন হ'তে
বিপদ শঙ্কুল এই পথে,
উপেক্ষিয়া শৈলাঘাত কণ্টকের ক্লেশ,
তীব্রতর পতন যন্ত্রণা,—
ধৈর্য্য ধরি
ধীরে ধীরে আরোহণে করেছি আয়াস ;
দেখিতেছি আশার আলোক—
ক্ষীণ প্রভা দূরে,
তবু নাশিয়াছে তামসের সীমা।
জাল—ভা'য়াতের অভিপ্রায়

হইয়াছে মনোমত মোর।

ঢুলাই। কিবা বলে সেনাদল?

দণ্ডার। লহ এই নায়কের সাক্ষ্য।

পাহাড়। সঙ্কেতের প্রতীক্ষায় প্রস্তুত সকলে।

দণ্ডার। যাও দ্রুত পাহাড় আবার;
মম ভাণ্ডার হইতে
লহ প্রচুর কাঞ্চন,
বণ্টন করহ গিয়া সৈন্যগণ মাঝে।
পূর্ব্বের রজত দানে প্রস্তুত তাহারা—
স্বর্ণের উজ্জ্বল বর্ণে হবে মাতুয়ারা;
মুক্ত হস্তে কর বিতরণ।

[পাহাড়ের প্রস্থান।

এস মিত্র মতিচাঁদ কোল দাও মোরে
কৃতজ্ঞ রহিব তব পাশ।

মতি। ঋণী আমি তোমার নিকটে।

ঢুলাই। আমারও রেখেছ মান,
অর্থ দিয়ে বিপদ সময়ে।

দণ্ডা। তবে পর ভাব তোমরা আমায়;
এই কি জগৎ—
মিত্রে মিত্রে শ্রেষ্ঠার সম্বন্ধ!
কেন তুচ্ছ সে সাহায্য কথা?
তোমার সহায়ে
হাসিবেন ভাগ্যলক্ষ্মী আমাপানে চাহি।
গিয়েছে সে দিন,

এক বর্ষ পূর্ব্বে—
যবে লক্ষ্য করি ধর্ম্মাধ্যক্ষগণে,
করি আমি অভিযোগ,
যোগাযোগ অপরাধে—শত্রুগণ সনে
অপবাদ মিথ্যা বলি সর্দ্দারের দল,
লোক চক্ষে
ক'রেছিল নিন্দার ভাজন মোরে,
বঞ্চিত করিয়া
উচ্চপদ হতে হীন জন প্রায়।

ফুলাই। স্পর্দ্ধাত কম নয়—
আপনাকে পদচ্যুত।
কে দিনকর ?

দণ্ডার। হ্যাঁ হ্যাঁ চিরশত্রু মোর।
স্বদেশহিতৈষী—ভণ্ড—
বক্তৃতা বাগীশ—বিদ্বান্,
চিরদিন মম কার্য্যে দিয়েছে সে বাধা,
কখন' প্রসন্ন নয় নির্দ্দয় বঞ্চক।
কিন্তু গিয়েছে সে'দিন
সে'দিন গিয়েছে;
আমার ইচ্ছার পদে
এবে রাজবিধি হবে অবনত;
মন্দামতী রাজতন্ত্র—
মম মন্ত্রে হইবে চালিত,
আমিই গঠিব তারে নবকলেবরে।

শুন হে দুলাল,
বাক্‌পটু—বিজ্ঞ মূর্ত্তি—গম্ভীর দর্শন
সর্দ্দারের দল
ভৃত্য ভাবে নিত্য যারা সেবে দিনকরে,
দেখিবে বিষাদে—
দণ্ডারের স্মৃতি-হুতাশন
কভু নাহি যায় নিভে ;
মর্ম্মাঘাত সে কভু না হয় বিস্মরণ।

দুলাই। বুঝাও বুঝাও দেব,
বিক্রম তোমার ঐশ্বর্য্য অপার
একবার দুষ্টগণে দাও বুঝিবারে।

দণ্ডার। বহুদিন হ'তে পুষেছি হৃদয়ে বিষ
কাল সর্প দন্ত হ'তে তীব্র তীক্ষ্ণতর,
অজ্ঞাতে দংশন হবে ;
কিন্তু শিরে শিরে
ধীরে ধীরে প্রতিগ্রন্থি করিয়া জর্জ্জর,
সাংঘাতী গরল
কলেবর করিবে বিনাশ।
বহুদিন হ'তে
এই চিন্তা চক্রান্ত আমার
বিজড়িত প্রতিশিরাসনে।

(নেপথ্যে) জয় জয় সেতাপতির জয়।

মন্ত্রি। শোন শোন বীর, অধীর সৈনিক দল
অবিবাদে উচ্চনাদে

করে তব জয় জয় ।

দণ্ডার । (আনন্দোৎফুল্ল কণ্ঠে)

ভাল ভাল হে পাহাড় সিং
বুঝিলাম করিতেছ কর্ত্তব্য পালন,
আজ্ঞামত সাধিছ আমার কাজ ।
হে সাধু দুলাই, মিত্র মতি চাঁদ
ডা'কাতের সর্দ্দার তোমরা—
হেথা আর রহিতে উচিত নয়,
প্রস্থান করহ ত্বরা ।
নব রঙ্গ হইবে সূচনা ;
মম সঙ্গে সাধারণে যদি দেখে দোঁহে,
বুঝে যদি মম কার্য্য—সহযোগী
বিস্তর বিতণ্ডা হবে ;—
হবে আশা সিদ্ধির ব্যাঘাত ।

নেপথ্যে । চল চল গড়ে গিয়া পড় ।

(পাহাড় সিংহ ও সৈন্যগণের প্রবেশ)

দণ্ডার । কে, কে বলে গড়ে চড়ায়ের কথা ?

পাহাড় । এই এই দেখ ভাই সব
বীরেন্দ্র কেশরী
সেনাপতি দণ্ডার স্বয়ং ।
জয় জয় সেনাপতি !
আমাদের—আমাদের সেনাপতি ।

সৈন্যগণ । জয় জয় সেনাপতি !
আমাদের—আমাদের সেনাপতি ।

দণ্ডার। দে'খ দে'খ বন্ধুগণ,
যেন বদ্ধ হয়ে তব ভালবাসা পাশে
চিরারাধ্য সত্যে
অদ্য নাহি দিই বিসর্জ্জন।
যেন গলি স্নেহ-ভাবে—
ধর্ম্মে এবে মর্ম্ম হতে না দিই ভাসান,
না লেপি কলঙ্ক পঙ্ক নিষ্কলঙ্ক কুলে।
যদি মম মনে না হতো ধারণা,
বারিতে তাড়না, সাধিতে রাজ্যের হিত
দিতে প্রপীড়িত সৈন্য চিত্তে প্রীত,
বাসনা সবার দূর্গ অধিকার তরে ;
তবে জানুপাতি যুড়ি কর,
তুলি করুণার স্বর
মাগিতাম তোমা' সবে হইতে নিবৃত্ত।
কিন্তু বৃথা আশা! বৃথা প্রবোধিব মনে!
সঘনে বলিছে কাল, ঘুচাও অজ্ঞান
না কর বিলম্ব আর।
সহি অত্যাচার, হাজার হাজার
বীরবাহু আছে প্রতীক্ষায়,
অসীম আশায় রুষি আসে তোমা পাশে ;
বড় ব্যস্ত অস্ত্র হাতে দিতে যোগদান
তোমা সবা সাথে ; গৌরব অর্জ্জন করি
রাখিবে জাতির মান ;
কিন্তু কি জানি ভা'গ্যত যদি,—

পাহাড়। ভা'য়াত নিপাত যাক্,
অঙ্গ জ্বলে শুনিলে ও নাম।
তোমার, তোমার অধীন মোরা—
নহে ভা'য়াতের দাস;
অস্ত্রধারী মোরা
ঘৃণা করি বাক্যের সর্দ্দারে।
আগুয়ান আগুয়ান জয় সেনাপতি।
সৈন্যগণ। আগুয়ান আগুয়ান জয় সেনাপতি।
দণ্ডার। কোন দিন কবে আহবের রবে
নিদ্রিত আছিনু আমি,
কোন দিন হীন প্রাণ সম
শুনি নাই বীর আবাহন,
কোন দিন অনীকিনী
শুনি দুন্দভীর ধ্বনি
আছিনু বধির আমি,
কোন দিন শুনি তোমাদের স্বর
আসিনি' সত্বর
দিতে কায়মন এ হৃদয় ভুজদ্বয়
স্বদেশের তোমাদের ক্ষত্রিয়ের কাজে;
কিন্তু মেনো বোধ
রেখো মোর এক অনুরোধ;
নিষ্কোষিত অসি তব
ঝলিবে ভাস্কর করে,
হুঙ্কারে কাঁপিবে মেদিনী,

দেখি শুনি পাবে ভয়
ভণ্ড পাষণ্ডের দল,—
ছিদ্রান্বেষী বীরদ্বেষী সবে ;
অহেতু আঘাত না কর কাহারে,
রক্তপাত নহে সুলক্ষণ ;
ব্রজেৎ ব্রজেৎ হয়ে সমবেত
হও দুর্গে আগুয়ান।

সৈন্যগণ। দুর্গে আগুয়ান! দুর্গে আগুয়ান!
জয় সেনাপতি বীরেন্দ্র দণ্ডার!

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

নগরের উপকণ্ঠস্থ পথ।

দিনকর।

দিন। অবশেষে হায়—
দণ্ডারের অভিপ্রায় হইল সফল,
মতিচাঁদ হয়েছে প্রধান।
বুঝেছিনু পূর্ব্বে আমি
ঘটিবে এ অঘটন ;
কালচক্রের কুটিল ঘূর্ণনে
অসম্ভব কিবা!
পলায়েছে ধর্ম্ম এবে মন্দাবতী হ'তে
স্বদেশের হিত, জাতির মঙ্গল

স্বার্থ স্রোতে গিয়েছে ভাসিয়া ;
আত্মসুখ আশ, বিলাসের দাস
নাহিক ধর্ম্মের ভয় ; নিজের সম্মান
দেছে বলিদান যেই সব নিচাশয়,
কি আশা তাদের হতে ?
উচ্চবংশ অবতংশ কত যুবাজন
ধ্বংস করি কুলের গৌরব,
বিলাসের ক্ষণিক সৌরভ লোভে—
করিছে বিক্রয় সম্মান মর্য্যাদা পদ,
হৃদয়ের স্বাধীনতা, রাজ্যের মঙ্গল
হীন চাটুকার প্রায় ধনী জন পায়
দণ্ডেকের আমোদের তরে।
স্রোতস্বিনী ধায়বেগে মিশিতে সাগর,
কিন্তু তা হতে দ্বিগুণ বেগে
যায় বিলাসের দাস—
যশী জন হাসি আশে,
লুঠিতে চরণে তার—
লিখে দিতে দাসখত
বিকাইতে আত্মা মন কায়।
দেখে শুনে জ্বলিছে অন্তর মোর!
আহা আহা মন্দাবতী
আর আশা নাই তোর ;
ডুবিল সৌভাগ্য রবি!—
গৌরবের ছবি হলো অন্ধকার!

কিন্তু তবু—

তবু জনমের ভূমি তুমি মোর !

লালন পালন হইয়াছি তব কোলে ;

এখনও—এখনও

তুমি মাতৃভূমি মোর।

নিদয়া হইয়া মাতা

আমারে ঠেলিছ পায়,

তবে জনমের সনে শিরায় শিরায়

সেই স্নেহ—

স্বদেশের প্রেম আছে মা জড়িত,

বিদূরিত পারি কি মা করিবারে তার !

শোকেতে তোমার, নয়নেতে বহে ধার

ঘৃণার ভাজন নহে তুমি কভু মাতা।

নেপথ্যে। (কোলাহল ধ্বনি)

জয় জয় সেনাপতি।

(লটকার প্রবেশ)

দিন। লটকারে কি সংবাদ

কিসের এ গোলোযোগ ?

লটকা। হুলথুল গোল—ভারি গোল।

দিন। কি কি শীঘ্র বল।

লটকা। আর বলবে কি—সে সব হয়ে গেছে।

দিন। কি কি, হয়ে গেছে কি ?

লটকা। আর কি ? কাস সেরে দিয়েছে।

দিন। খুলে বল ভাল করে?

লট্‌কা। আর খুলে বলবো কি, তারা খুলে ঢুকেছে, দলকে দল ঢুকেছে।

দিন। কে ঢুকেছে? কোথা?

লট্‌কা। কুথা আর?—কিল্লা—কিল্লা—কিল্লা দখল করেছে!

দিন। কিল্লা! কোন কিল্লা?

লট্‌কা। আউর কোন্ কিল্লা? গড়—গড়-মাদার গড়।

দিন। মান্দার গড় দখল! সে কি? কে কর্‌লে?

লট্‌কা। আউর কে করবে? যে মন্দাবতীর মাথা খাবো—গণ্ডার সিং।

দিন। অ্যাঁ দণ্ডার সিং?

গড়মান্দার দণ্ডারের করে!
একি কথা শুনি?
কেমনে?—কোথায়?—কখন?
দণ্ডারের করে!
প্রতারক দণ্ডারের করে!
অত্যাচারী দণ্ডারের করে!
কেমনে? কেমনে?
বল্ বল্ লট্‌কা শীঘ্র করে বল।

লট্‌কা। বজারে হুই চুই পড়েছে; সব বুলছে হাজার হাজার জুয়ান জঙ্গী লিয়ে গণ্ডার সিং গাঁ গাঁ করে কুঁদে কুঁদে গড়ে ঢুকিয়েছে। হাতিয়ার সব হাত করেছে, ধন কৌড়ী সব লুঠ লিয়েছে।

দিন। সে কি? যা দেখে আয় ভাল করে।

বজ্রাহত প্রায় আমি হয়েছি অবাক,

চৈতন্য বিকল!
মান্দারের গড়—
স্তূপাকার অস্ত্র শস্ত্র সহ,
শোণিত পিপাসু সেই সৈনিকের করে!

নেপথ্যে। (কোলাহল শব্দ) জয় জয় সেনাপতি।

দিন। আবার—আবার ঐ দস্যুর গর্জ্জন,
দেবগণ! একি দেখি?—
পতাকা নিজের
উড়ায়েছে গড়ের চূড়ায়!
অই না আইসে রাহুর উপগ্রহ দল
বাহু ভরি লয়ে লুণ্ঠনের দ্রব্য যত,
আর অস্ত্র রাশি রাশি!
হায় কি করিলি—কি করিলি
মাতৃঘাতী ক্রীতদাস দল।

(পাহাড় সিংহ ও কতিপয় সৈনিকের প্রবেশ।)

পাহাড়। জয় দণ্ডারের জয়! জয় দণ্ডারের জয়!!

সৈন্যগণ। জয় দণ্ডারের জয়! জয় দণ্ডারের জয়!

দিন। বাকরোধ হ'ক!
গণ্ডগোল করি ভণ্ড প্রতারক দল,
না করিস পাপকণ্ঠে
নগরের শান্তিনাশ;
আরে দুষ্টদল নেতা
চলিয়াছ আগে আগে;

বল দে উত্তর আমায়
সর্দার আমি—এ রাজ্যপালক,
কি দুষ্কর্ম্ম করেছ সাধন ?

পাহাড়। বিদ্যা গর্ব্বী—বক্র তাবাগীশ
শুষ্ক দর্শনের দাস,
কোন বীরকর্ম্ম মোরা করেছি সাধন
বলিতাম বুঝে নিতে নিজ বুদ্ধি হ'তে;
কিন্তু বড় সুখ
ঢেলে দিতে বিষ তব কানে—
দেখিতে গম্ভীর চক্ষু রোষেতে রক্তিম,
জ্বালাইতে হৃদে তব রোষের অনল।
বলি তাই,—তব আজ্ঞায় ঢালিয়ে ছাই
আয়ত্ত করেছি মোরা মান্দারের গড়।

দিন। দেবগণ, দেবগণ! ধৈর্য্য দাও হৃদে,
ভুলিয়া গাম্ভীর্য্য, স্থৈর্য্য, শিক্ষা, অভিমান
রোষ বশে—
খণ্ড খণ্ড নাহি করি এ পাষণ্ড দেহ।
রে ভুজ! হও স্থির হও স্থির,
ক্ষমিলাম তোরে ভীরু পিশাচের দাস।

পাহাড়। শুন সৈন্যগণ—দেখ সৈন্যগণ
কে ভীরু ?
আমারে দিয়াছ গালি
দিব তব মুখে কালি,
বীর দণ্ডারে আবার রয়েছে পিশাচ;

এই মন্দাবতী রাজ্যে,
দাঁড়াইয়া রাজপথে সবার সমক্ষে
উচ্চ কণ্ঠে বলি আমি তোরে
মিথ্যাবাদী প্রবঞ্চক।

দিন। বেয়াদব দাস—

পাহাড়। সৈন্যগণ! ঘায়ে ঘায়ে কর খণ্ড খণ্ড।

সৈন্য। মার মার কাট কাট।

(সকলে দিনকরকে আক্রমণোদ্যোগ,
অপর দিকে পৃথ্বীধরের প্রবেশ)

পৃথ্বী। হট হট—যদি থাকে জীবনের ভয়;
ভীরু বিশ্বাসঘাতক পাতকীর দল—
হট ভীরুগণ, হুকুম আমার।
চেন কি আমায় সবে?
দেখ মুখ পানে,
চেন কি ধর্ম্মের তরওয়াল
ফিরে যাহা করেতে আমার?
আছেতো স্মরণ—
দেখেছত খেলা এর কত রণ ক্ষেত্রে,
কি সাধ এখন?—করিবে কি অনুভব
সুতীক্ষ্ণ শীতল পরশ ফলকের
কম্পান্বিত কলেবর সবে।
এই দেহ, এ হৃদয়—
হৃদয়ের মর্ম্মের শোণিত,
দুর্ভেদ্য বর্ম্মের প্রায়

আবরিবে ও পবিত্র অঙ্গ।
অসি করে এই দাড়ানু সম্মুখে,
সাধ্যকার হও আগুয়ান।
তুমি না পাহাড় সিং?
ছিঃ ছিঃ তোমারও কি নাহি লজ্জা!
দেখেছিতো যুদ্ধকালে সাহস তোমার,
তবে কোন লাজে দলবল সাজে
কাপুরুষ ভীরুর সমান
একজনে কর আক্রমণ?
নাহি লজ্জা! ধিক্‌ধিক্‌ ধিক্‌হে তোমার,
পাহাড়—পাহাড়
হায় এই জনে আমি যোদ্ধা ভেবেছিনু!

পাহাড়। বীরবর পৃথ্বীধর অসিধারী তুমি,
নায়ক মোদের; আজ্ঞায় তোমার
ক্ষমিলাম আজি এই মসিজীবি জীবে,
প্রসন্ন শঙ্কর আজি পণ্ডিতের প্রতি;
তাই খণ্ডিতে উহার গ্রহ
মন্দুরা নগর হ'তে
আচম্বিতে উপনীত মহাশয়
রক্ষিবারে শাস্ত্র দক্ষ প্রাণ।
চল চল সৈন্যগণ,
এতক্ষণ
বীরেন্দ্র দণ্ডায় আছে অপেক্ষায়।

[পাহাড় সিংহ ও সৈন্যগণের প্রস্থান।

পৃথ্বী। ভাই, ভাই—

শত সহোদরাধিক সুহৃদ্ আমার,

হৃদয়ের আধ, বন্ধু দিনকর

নিরাপদ এবে তুমি,

উন্মত্ত ঘাতকদল গিয়েছে চলিয়ে।

দিন। ধন্য ধন্য মিত্র—

ধন্য ধীর-মতি বীর আদর্শ সুধীর!

অদৃষ্টের ফলে

ইষ্টদেব মম তোমারে আদিষ্ট করি,

পাঠালেন রাজ্যের এ অসময়

সাহায্য করিতে মোরে।

দৈবের ঘটন বিনা কে আনে তোমায়

মন্দুরা বন্দর হ'তে—

দূর মন্দাবতী ধামে!

পৃথ্বী। রণশ্রম হ'তে

কিছুদিন লইয়াছি অবসর;

বলিব কি কেন ভাই?—বলিব কি কেন?

অন্তরের অতি অভ্যন্তরে

আছেত তোমার স্থান;

আসিয়াছি যাপিবারে কসুম বাসর

প্রেম পরিণয়ে—

আশাবতী পাণি করিয়ে গ্রহণ;

বড়ই হরষে

প্রিয়তমা আশে এসেছিনু দেশে,

কিন্তু তা হ'তে সহস্রবার
আনন্দ অপার হ'তেছে আমার মিত্র,
আসি তব ঘোর দ্বন্দ্ব সন্ধিস্থলে
দেববৃন্দ কৃপাবলে।
কিন্তু কিসের কলহ?
কি কারণ
রাজ্যমাঝে হেন রূঢ় আচরণ?

দিন। হা পৃথ্বীধর—
বড়ই বিপদে মাতৃভূমি আমাদের;
মন্দাবতী ভাগ্য ঘোর অন্ধকারে!
কিন্তু বলিলে না তুমি
আসিয়াছ বিবাহ করিতে?

পৃথ্বী। হাঁ ভাই, হইয়াছে ধার্য্য
গোধূলিতে আজি
আশাবতী হবে ভার্য্যা মোর।

দিন। তবে তব হৃদে নাহি দিব তাপ
পাপ কথা ব্যক্ত করি,
দেখাইয়ে প্রাণের এ অগ্ন্যুৎপাত
হর্ষে তব দিব না ব্যাঘাত;
সে কথা বলিলে জ্বলিবে হৃদয় তব।
অই প্রাণময় কায়া
ধরে স্বদেশের মায়া;
অস্থির হইবে বীর।
পারিবে না অক্ষত শরীরে,

ফুল্ল-প্রাণে ধরিতে হৃদয়ে
প্রণয়-মগনা বরাঙ্গনা তব।
আহা!
কেন আমি এতদিন লইনি বিরাম,
(আরামদায়িনী মম মমতা-প্রতিমা)
সে সতীর স্নেহমাখা হৃদে!
কেন নাহি সন্তানে করিয়ে কোলে,
তার সুমধুর বোলে গ'লে গিয়ে
ভুলি নাই কূটমন্ত্র রাজ্য তন্ত্র কথা!
কেন যাইয়ে সুদূরে প্রকৃতির ঘরে
করি নাই শান্তি কুঞ্জে প্রেম আলাপন!
এ গুরু বেদনা—বিষের যাতনা
তবে আজি নাহি হ'ত ভোগ।
কিন্তু—
উহু উহু একি মায়া ঘিরেছে আমায়!
এ বন্ধন ছেদা নাহি যায়;
ওহো মিত্র পৃথ্বী—
প্রজাতন্ত্র ভিত্তি বুঝি ভেঙ্গে যায়!
সম্মুখে—সম্মুখে দেখি ভীষণ আঁধার
বিষাক্ত কণ্টকবন।
আত্মজন করে ঘর নাশ,
জ্বালি গরলের বাতি
চির অমারাতি—
আনিতেছে আশু-বাড়ী ভাগ্যের আকাশে!

কি ক'বহে মিত্র, কি কহিব আর
ইহা হ'তে শত গুণে হ'ত শ্রেয়স্কর
হইতাম ভিন্ন জাতি তস্করের দাস!
কি কথা বলেছি হায়—
বিদেশীয় দাস!
তা হ'তে——
শতেক গুণ সহস্র সহস্রবার
ভাল আত্মীয়ের অত্যাচার।
আহা আহা
স্বাধীনতা! কি সুন্দর নাম তোর—
কি মধুর ছায়া!
বিদায়—বিদায়—বিদায় এখন ভাই। (প্রস্থানোদ্যত)

পৃথ্বী। না—না—যা'ব আমি তব সাথে
শুনিব সকল কথা,
সামান্য কারণে
প্রশান্ত হৃদয়ে তব জ্বলেনি অনল।

(চট্টসাঁইয়ের প্রবেশ)

চট্ট। কিরে বাপ কি জ্বল্‌ছে? আগুন,—কোথায় জ্বেলেছিস? বুকের ভিতর,—এত কাঠ পেলি কোথা?

দিন। সাঁইজী কাঠ আপনার লোক যোগাচ্ছে আর পা'ব কোথা।

চট্ট। তবে তোর ভাগ্যি ভাল, ভাগ্যি ভাল; প্রাণের ভিতর হলি জ্বেলে এত রোস্‌নাই করেছিস; আমি একটা সলতে

পাকিয়ে প্রাণের প্রদীপে দিয়ে রেখেছি—আর চক্‌মকি ঠুকছি; জ্বলে আর নিভে যায়, জ্বলে আর নিভে যায়;—যে অন্ধকার সেই অন্ধকার। তুই কাঠের পাঁজায় বুকটা বোঝা করে রেখেছিস, আর আমি একেবারে আকাট মেরে গেছি।

পৃথ্বী। সাঁইজী তুমিত আর সত্য পাগল নয়; তুমি নিজে বলছ অন্ধকার, কিন্তু আমরা জানি যদি কারুর প্রাণে আলো থাকে সে তোমারই। আচ্ছা—বল দেখি আমাদের দেশের দশা কি হবে?

চট্। দেশের দশা? খুব হবে—জাঁকিয়ে হবে; শুধু দশা কি? মেয়েরা চতুর্থী করবে, বড় ছেলে দশা করবে, নাতিপুতিতে মিলে শ্রাদ্ধ করবে, তারপর যে যেখানে আছে সকলে মিলে ধূমধামে সপিণ্ডকরণ সারবে। কিছু ভাবিসনি—কিছু ভাবিসনি, ভারি ঘটা—পাত পেতে বসে থাক; কণ্ঠশ্বাস হয়েছে—এই ম'ল ব'লে; তারপর চতুর্থী, দশা, শ্রাদ্ধ, সপিণ্ডকরণ। শেষ লুচি মণ্ডা মিঠাই বলিদান, লাড্ডুর পিত্তেস থাকে দুএকটা পাবি; পাত পেতে রাখ, পাত পেতে রাখ।

দিন। বুঝেছ পৃথ্বী, সাঁইজী যা বলছে তা মিথ্যে নয়, সত্যই স্বদেশের মৃত্যু আসন্ন।

চট্। এ্যাঁ স্বদেশের মৃত্যু আসন্ন! তোর দেখছি মতিচ্ছন্ন ধরেছে। চল যাবি? দেশে যাই।

পৃথ্বী। আবার দেশ কোথায়?

চট্। আমাদের দেশ, বাবা দুদিন বিদেশে এসে সব ভুলে যাচ্চ; চ—চ দেশে যাবি, চ—চ।

এক রাজার প্রজা মোরা, এক চালাতে ঘর করি।
একটী ঘাটে-দেয়রে খেয়া, একখানি বই নাই তরী॥

ফেলে বিষয় আশয় আপনার জনে।
কলার বাসনা চড়ে এসেছিরে ঘোর বনে॥
এখন আঁদাড়েতে পাঁদাড়েতে দিনে রেতে ঘুরে মরি।
কাজ নেই আর ছদ্মবেশে এ বিদেশে, চুপটী ক'রে সরে পড়ি॥

পৃথ্বী। কোথায় তোমার দেশ শুনি?

দিন। ওহে পৃথ্বী বুঝতে পাচ্ছনা, চটসাঁই পরকালের কথা বলছে; ওঁর কি সংসারে মায়া আছে।

চটু। না তোদেরই আছে; ওকি সহজে যায়, ও রক্তবীজের ঝাড়—যত কাটি তত বাড়ে। মনে কল্লুম একেবারে দুটোকে পারব না, 'ম্যা' বেটাকে কেটে 'মা' বেটীকে রাখি; ওমা! 'মা' বেটী কল্লে কি—না জীব বেটার উপর চড়ে না বসে বল্লে যাবি কোথা—থাকনা; "ম্যা" কাটালি দিনকতক "মা" "মা" বলনা, পাঁচজনকে শোনানা। ঐ "ম্যা" বেটা এসে 'মা'র ডাইনে বসলো, আর নে যায় কে? চল ছুটে পালাই—ছুটে পালাই, নইলে যেতে পারব না।

দিন। সাঁইজী যা বলছ সত্য, কিন্তু কাজ ফুরাবার আগে পালাবার একার কি? সংসারে যতদিন থাকতে হবে, ততদিনই কর্ত্তব্য পালন কত্তে হবে।

চটু। কর্ত্তব্যটা কি শুনি,—'আমি' আর 'তুমি' বলে দুটো পুঁতুল গড়ে মাথা ঠোকাঠুকি করান; তা বুঝেছি, তোর এখন ঠোকাঠুকির সাধ মেটেনি, তা কর—খুব ঠোকাঠুকি কর। আমার কথায় কাজ কি? আপনি আগুন জ্বালাবি—পুড়বি পোড়াবি। তা পোড় পোড়,—পুড়তে পুড়তেও খাদ কেটে যায়। দেখ যদি আপনার খাদ কাটিয়ে পরের খাদ কাটাতে পারিস।

[চটুসাঁইয়ের প্রস্থান।

পৃথ্বী। ওর সব কথা প্লাগলামী নয় ভিতরে অর্থ থাকে; যা বল্লে তা'তে যেন বিপদের আশঙ্কা বোধ হচ্ছে।

এস মিত্র শুনিব সকল কথা,
প্রাণে যদি থাকে তব ব্যথা
অধিকারী আমি তব পাইবারে ভাগ।

দিন। সেকি কথা!
আজি তব বিবাহের দিন
বাড়িতেছে বেলা;
নহে দূর বধূটীর ঘর—
ঐ দেখা যায় কুঞ্জ মনোহর,
আসিলে প্রবাস হ'তে বহুদিন পরে
অবশ্য উৎসুক বালা দেখিতে তোমায়;
যাও ত্বরা সম্ভাষিতে তারে।

পৃথ্বী। কিন্তু মিত্র তুমি—

দিন। আহা—আহা
ঐ দেখ আপনি আসিছে বালা।

পৃথ্বী। কি?—কোথা?—আশাবতী!
না—কই—আমি নাহি দেখি;
সে কেন আসিবে পথে?
ভাল পরিহাস বটে।

দিন। দেখ এই দিকে—বৃক্ষাবলী মাঝে।

পৃথ্বী। সেই, সেই বটে!
বিশ্ব-বিমোহিনী—
মম মমতার ধন।

(সম্ভাষণ করিতে অগ্রসর হওন ও আশাবতীর প্রবেশ)

আশা। জয় ভগবতি
নিরাপদ দুই জন!

পৃথ্বী। কেন আশাবতী কিসের আপদ?

আশা। বড় ভয় হয়েছিল মনে
শুনি দাসী-মুখে—
বিবাদ কি বাধিয়াছে পথে
বিদ্রোহী সৈনিকগণ সাথে।

পৃথ্বী। কিছু নয়—কিছু নয়।

আশা। ভাল প্রিয়বর
প্রবাসে ছিলে তো ভাল
ভুলি দুঃখিনী বালায়?

পৃথ্বী। ভুলিব তোমায়!
ভালবাসা সনে ভুলের আলাপ কোথা!
স্থির বিজলীর ছটা
মধুর মাধুরী ঘটা,
প্রফুল্ল অধরে—
ধীর ভাষে প্রেম সম্ভাষণ,
প্রাণে প্রাণে প্রিয় আলাপন—
উভয়ের হৃদয়ের প্রথম বিকাশ
কে পারে ভুলিতে?

আশা। বিজয়ীর বেশে, মাতি রণোল্লাসে
ফিরিয়াছ কত দেশে,
খুলি রূপের পশরা, কতই অপ্সরা

করিয়াছে বীর শিরে পুষ্প বরিষণ,
কি জানি কেমনে কোন কাল আঁখি
ফাঁকি দিয়ে ভুলায়েছে
আমার সাধের বরে।

পৃথ্বী। শোন আশাবতী,
জানি—
শরতের শশধর বড়ই সুন্দর;
জানি সরসীর বুকে
ফুল্লমুখী সরোজিনী বড় মনোহর;
জানি তারামালা করি ঝল মল
বড়ই উজ্জলরূপে—
বিভাসে তামসী নিশি;
জানি চম্পকের কলি
ডালে ডালে দুলি ছড়ায় মাধুরী;
জানি নবীন নীরদে মারি উঁকি ঝুঁকি
চপলা চমকি—
হেলে দুলে তোলে রূপের লহর;
জানি সুনীল ফেনিল জলধির জলে
কমলা কমলদলে হইয়া প্রকাশ—
অঙ্গের সৌরভে, রূপের গৌরবে
করেছিল বিশ্ব বিমোহন;
নিঃশব্দ নিস্তব্ধভাবে
দেবাসুর নর,
করেছিল রূপ সুধাপান।

কিন্তু স্বভাবের সৌন্দর্য্যের,
কবিতার ঐশ্বর্য্যের,
সমস্ত মাধুর্য্য ঘটা,
পায় পরাজয় নয়নে আমার
তোর ছটা পাশে,—
ভালবাসা আশা-কুল আশাবতী মোর।

আশা। তবু তো হে আসিয়া স্বদেশে
প্রথম সম্ভাষ তুমি করনি আমায়,
আগে আলিঙ্গন পাইয়াছে বন্ধু তব।
যে হবে বনিতা—হৃদয় সবিতা
না দিল তাহারে কর,
আমারে অন্তরে রাখি বর মোর
বন্ধুবরে টানিল অন্তরে আগে;
আমি কিন্তু শুনি তব বিপদের কথা,
খাইয়া লাজের মাথা, না বলিয়া মা'য়
আসিয়াছি ত্বরাত্বরি ভেটিতে তোমায়।

দিন। (একান্তে) ঠিক—ঠিক
পাঠালে দণ্ডারে যমের ভাণ্ডারে
পাপমুক্ত হয় মাতৃভূমি।
বনিতা বালক—মায়ার পুতুল হটা
পাঠাইব কানন বাটীতে,
নিরাপদে রহিবে তাহারা;
আমি হেথা
নিশ্চিন্তে করিব এই প্রাণ বিসর্জন

বঞ্চক রুধিরে করি মাতার তর্পণ।

পৃথ্বী। বল আশাবতী
জননী তোমার আছেন কুশলে?

আশা। জননী আমার বড়ই ব্যথিতা
পরে দিতে একমাত্র দুহিতা তাঁহার;
কিন্তু সেই পর তুমি মোর বর,
এই ভেবে বিষাদে হরষ তাঁর।

পৃথ্বী। জান কি সংবাদ কিছু পিতার আমার?

আশা। জানত
প্রাচীন অতি সেই মহামতি বীর,
কাল করিয়াছে গ্রাস হর্ষ ত্রাস তাঁর;
বুদ্ধি হ্রাস হইতেছে দিনে দিনে।
অতি ক্ষীণ কলেবর
দুগ্ধ শুধু আহার এখন;
কি জানি কি কথা আসি মনে
বিকাশে সরল হাসি প্রশান্ত বদনে;
(আহা যেন ভাষাহীন শিশুর সে হাস!)
কিন্তু প্রিয়তম হয় ত্রাস,
ঐ হাসি হেসে নর প্রবেশে ধরায়;
কুশলে মর্ত্তের লীলা হ'লে অবসান,
ঐ অর্থহীন হাসি হেসে
শেষ চ'লে যায়।
অনন্ত বিদায় আগে দ্বিতীয় শৈশব!
সেই আধ হাসি—সেই ভোলা রব।

পৃথ্বী। আহা আদরিণী মোর
না হ'তে বাসর ভোর,
ছাড়ি বধূর মধুর খেলা
করিবি গো গুণবতী
স্থবির শ্বশুরে শুশ্রূষা।
আহা!
শৈশবে আমার ছাড়িয়া গিয়াছে মাতা,
কে মমতা করিবে তোমায়!

আশা। কোন্ ভাগ্যবতী নারী
পায় হেন অধিকারি
বল প্রাণসখা দয়িত আমার।
কার ভাগ্য ধরে পেয়ে নববরে
ঘরেতে যাইয়ে তার হইতে ঘরণী;
সব স্নেহে তোর আমি হব চোর,
রজনী করিব ভোর প্রেম আলাপনে।
পুনঃ সারাদিন ধ'রে,
প্রাণপণ ক'রে পালিব সংসার-কাজ।
ওহে হৃদিরাজ,
কন্যার সমান
করিয়ে যতন সেবিব জনকে তব;
ভুল ভ্রান্তি না গণিয়া কিছু
করিব গো জীবনের ক্লান্তি শ্রান্তি দূর।

পৃথ্বী। ধন্য ধন্য আমি!
এ হেন রতন

আলোকিবে আলয় আমার,
ফুল্লমুখী বালিকা গৃহিণী মম!

দিন। (একান্তে স্বগত) আর কি—আর কি?
সাহসে করিয়া ভর একটী আঘাত,
বস্ কার্য্য শেষ;
দেবগণ দাও বল,
নহেক অধিক
সাংঘাতিক একই আঘাত—
মন্দাবতী স্বাধীন আবার,
দণ্ডার শমন ঘর।

পৃথ্বী। (দিনকরের অঙ্গস্পর্শ করিয়া)
কেন, কেন ভাই দিনকর?

দিন। কেও—কেও—পৃথ্বীধর?
আহা, আর কে এখানে,
গুণবতী রূপবতী ভগিনী আমার;
হয়েছে স্মরণ—
হবে তোমাদের পরিণয়।
প্রাণের অধিক মিত্র,
সোদরের স্বর্গ চিত্র,
প্রণয় বিজয় দুই মুকুট উজ্জ্বল
সুখ মনে
একসনে পর ধীর বীর শিরে।
কল্যাণীয়া আশাবতী হও সাবধান;
দিওনা পতিরে তব

জটিল কুটীল রাজতন্ত্রে দিতে মন।
বড় জ্বালাতন! বড় জ্বালাতন!
এই শাসন পালন তন্ত্র
যন্ত্রণা দিবার যন্ত্র;
কুশলের কথা বটে
কিন্তু কৌশল কেবল।

পৃথ্বী। হৃদয়ের আধ দিনকর!
অর্দ্ধেক আমোদ মম হবে তিরোধান,
(হবে যবে আমাদের শুভ পরিণয়)
বিবাহ সময় তুমি যদি
নাহি হও অধিষ্ঠান।

দিন। নিমন্ত্রণে কিবা প্রয়োজন,
না ডাকিতে আগে আমি যাইব যে সেথা।

পৃথ্বী। ভাল কথা,—দেখ আশাবতী
গম্ভীর পণ্ডিত বন্ধুর সম্মুখে মোর
এত ভালবাসাবাসি,
প্রণয়ের হাসি,
মাখামাখি হৃদয়ে হৃদয়ে,
বড়ই লজ্জার কথা!

আশা। তবে বলিব কি, বলিব কি পৃথ্বীধর?
বন্ধু তব বড়ই গম্ভীর ধীর;
মনে নাহি আন, পুঁথীগত প্রাণ
দর্শনে মগন চিত;
কঠোর হৃদয়, হাসির উদয়

লজ্জা করে ও অধরে করিতে বিকাশ।
কিন্তু ভাণ ভাণ ভাণ,
আছে ঐ হৃদে সুকোমল প্রাণ;
কতবার দিয়ে ফাঁকি,
দেখিয়াছে ঐ আঁখি,
লক্ষিতে লুকায়ে হিরণ্ময়ী পানে
ভালবাসা-ভরা প্রাণে।
অলক্ষিতে এসেছে চকিতে
প্রেম জল আঁখি ভ'রে,
কাঁপিয়াছে ভুজ যুগ,
যেন হৃদে ধরে ধরে ধরে!
হৃদয়ের সাধ—
প্রতিপদ চাঁদ নবীন কুমারে,
লইতে হৃদয়ে হয়েছে হে আশ।
তবু মনে ত্রাস
পাছে হয় পাণ্ডিত্য বিনাশ,
তাই রোধি গাম্ভীর্য্যের শ্বাস,
তাই—
হিরণ্ময়ী-প্রেমদাস ফিরায়ে নয়ন,
অন্তভাবে ভুলায়েছে স্বাগত স্বজনে;
বল দেখি পতির সুমিত্র মোর
পড়েছ কি না পড়েছ ধরা মোর হাতে?
কিন্তু রেখো মনে
আজি যদি নাহি আ'স আমাদের বাড়ী,

এই আড়ি—আড়ি—আড়ি।

পৃথ্বী। সখা তবে আশায় রহিব আমি,

চল আশা।

[পৃথ্বী ও আশার প্রস্থান।

(লট্‌কার পুনঃ প্রবেশ)

লট্‌কা। এই যে সর্দ্দার তুই এথানে এথনও আছিস্? ভারি গোল বাঁধ্‌ছে;—সর্দ্দার সর্দ্দার কি হবে বাবা?—

দিন। কেন তুই এমন কচ্ছিস্ কেন, কি হয়েছে?

লট্‌কা। তুহার কি একটা আপৎ পড়েছে; দেখ বাবা আমি তুহার গোলাম ছিলো, বহুত চাঁদি দিয়ে কিনিয়ে ছিলি;—কিন্তু কি জানি তোর প্রাণটা কেমন! কিন্‌লি—আর আমায় খোলসা দিলি, বলি, "তু যা ঘর, তু খোলসা।" কিন্তু বাপ্‌রে হামার, তোকে হামি ছাড়তে পাল্লেনা; তুহার গুলামের গুলাম হোয়ে, ছেলিয়ার ছেলিয়া হোয়ে মু তুহার কাছে আছে।

দিন। ও সব পুরাণ কথা কেন? বাড়ীতে এ সব কথা যেন গোল করিসনি।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

কক্ষ।

হিরণ্ময়ী ও অংশু।

অংশু। (বসিয়া) আমি যাব—বাবা যাবে, আমি যাব—নট্‌কা যাবে, নট্‌কা পাখী ধরে দেবে; রাঙ্গা পাখী, রাঙ্গাফুল

মাকে দেব, বাবাকে দেব, আমাকে দেব, বাবা দুষ্টু হ'লে বাবাকে দেব না।

হিরণ। কি ব'লছ অংশু, কি কাকে দেবে না?

অংশু। (হাসিয়া) না—না কিছু না, তুমি কেন শুনলে, কেন শুনলে?

হিরণ। তাইত শুনে ফেলেছি, এখন কি হবে? আমি বলে দেব এখন অংশু তোমায় ফুল দেবেনা বলেছে;—ও গো দেখ অংশু তোমায়—

অংশু। (হিরণ্ময়ীর মুখ চাপিয়া) না—না ব'লনা ব'লনা, মা আমার—মা জননী আমার—লক্ষ্মীটী আমার ব'লনা ব'লনা, বল্লে তোমায় কোলে ফেলে চেপে ধরে দুধ খাইয়ে দেব।

হিরণ। আর আমায় দুধ খাইয়ে দিলে যে আমি কাঁদব।

অংশু। কাঁদনা—কাঁদনা, কাঁদলে আমি ঐ বটগাছের উপর বসিয়ে দেব। হাঁ মা বটগাছ কে মা?

হিরণ। বটগাছ—গাছ বাবা, আর কে! ছায়া হয়—পাখীতে ফল খায়।

অংশু। তা বটগাছের মা কোথা?

হিরণ। বটগাছের মা সেই—সেই মাঠে আছে।

অংশু। ওকে কোলে করবে না? হাঁ মা, মা কোলে করে কেন মা!

হিরণ। এই যে তুমি আমার কোলে এসেছ; (অংশুকে কোলে লইয়া) ছেলেকে কোলে কল্লে মার প্রাণ জুড়িয়ে যায়।

অংশু। কই মা দেখিনা কোথায় জুড়িয়ে যাচ্ছে, তোর প্রাণ কোথায় মা?

হিরণ। প্রাণ কি দেখা যায়, সে বুকের ভিতর আছে।

অংশু। হ্যাঁ হ্যাঁ আমি বুঝি জানিনি, সেইখান থেকে দুধ আসে। মা কেউ নেই একবার লুকিয়ে মাইটা দেনা মা, কেউ কোথাও নেই।

হিরণ। ছি বাবা বড় হয়েছ, এখন কি আর——

(ভাগীরথীর প্রবেশ)

ভাগী। ও অংশুর মা অংশুর মা, তুমি নিশ্চিন্দি হ'য়ে ছেলে কোলে করে বসে রয়েছ কিগো!

হিরণ। কেন কেন কি হয়েছে?

ভাগী। কি হয়েছে জাননা!—দেশসুদ্দ লোক শুনলে আর তুমি জাননা! বলে

যার বিয়ে তার মনে নেই।
পাড়া পড়সীর কাটনা কামাই॥

হিরণ। কি তোমাদের বাড়ীতে কিছু—

ভাগী। বালাই বালাই আমাদের বাড়ী কেন কিছু হতে যাবে; আমাদের আজ বে; আমোদ ঘটা—কত কুটুম আসছে।

হিরণ। তবে—তবে কি বল।

ভাগী। এই দেখলেম দইয়ের ভার ঢুকলো, আমি চারখানা নূতন কাপড় পেয়েছি, আবার চাঁদীর হাঁসুলিও পাব।

হিরণ। তা পা'স পাবি বেশ করবি, এখন কি হয়েছে তা বল; আমাদের রাওজীর কিছু অসুখ টসুখ শুনেছিস নাকি?

ভাগী। অসুখ কেন হ'তে যাবেগো, মস্ত মরদ—দাঙ্গা করেছেন, অসুখ কোথা?

হিরণ। দাঙ্গা!—কিসের দাঙ্গা? কোথায়? তা'য়াতে কিছু হয়েছে নাকি? ক'দিনতো মন ভার ভার দেখছি।

ভাগী। ওগো ব'লব কি,—একি বলবার কথা, আমার মুখ দিয়ে কি বাক্যি সরছে! এই নাপিত-বউকে ডাকতে গিয়েছিলুম; তার পর মালী-বউকে ফুলের কথা বলে এলুম; সে কি গোলগো কি গোল বাবা! আজ কোথায় না আমাদের বাড়ীতে বে, আর এই দিন বই গোল করবার সময় পেলিনি; হাড়হাবাতে দাঙ্গা-বেজে খুনেরা সব।

অংশু। ওমা কোথায় গোল হচ্চে মা, আমি দেখতে যাব।

ভাগী। হাঁ তা যাবে বইকি? যেমনি বাপ তেমনি বেটা দাঙ্গার নাম শুনলেই নেচে উঠে; দিদিঠাকরুণ তুমি কিছু ভেব না, যা কপালে আছে তা হবেই; দাও ছেলে দাও আমাদের বাড়ী নিয়ে যাই, প্যাঁড়া ট্যাঁড়া খাইয়ে ভুলিয়ে রাখব এখন।

অংশু। না মা না আমি যাবনা।

হিরণ। ভাগীরথী কি হয়েছে বল, মীনারা কি আবার উৎপাত করতে এসেছে?

ভাগী। তা'রা কেন গো? আপনা আপনি হুটপাট করে মরছে; সেই পোড়ারমুখো মিন্সে গুণ্ডার,—কেল্লা চড়াও হয়ে তরোয়াল টরোয়াল বের করে এনে কতকগুলো গোঁয়ারের হাতে দিয়েছে, তারা যাকে পাচ্চে তা'কেই খুন কচ্ছে; তোমাদের রাজাকেও নাকি ঘেরাও করেছিল, এতক্ষণ আছে কি না আমি ব'লতে পারিনি।

হিরণ। এঁ্যা এঁ্যা কি বলিস! না—না।

ভাগী। ওগো হ্যাঁ হ্যাঁ, আমাদের বরও নাক তার সঙ্গে

জুটে হ্যাঙ্গাম করেছে; তোর বাপু আজ বে, দই এল—মিঠাই এল—নাচ হবে—গান হবে।

হিরণ। ভাগী ভাগী বল বল কোথায়—কোথায়—কোথায় তিনি? পৃথ্বীধরও কি সঙ্গে আছেন?

অংশু। ও মা চল মা চল বাবাকে কে মারছে, চ' মা চ' তাকে মারবি চ'।

ভাগী। খবরটা শুনলে দিতে হয় দিদি তাই দিলুম, আমার ঢের কাজ—আর দাঁড়াতে পারিনে।

[প্রস্থান।

অংশু। ওমা চল না মা।

হিরণ। কোথায় যাব? মহেশ্বর কি কল্লে কি কল্লে? কিসের লজ্জা—আমার স্বামীর বিপদে লজ্জা কিসের! আয় অংশু তা'য়াতেই যাই। (অংশুকে কোলে লইয়া যাইতে উদ্যত)

(দিনকরের প্রবেশ)

এই এই এই যে আমার পতি!
নাথ নাথ,
ভগবান শুনেছেন
দুখিনীর দীর্ঘশ্বাস।

দিন। প্রিয়তমে, আছে আছে,—
ঘুচে নাই সিঁথির সিন্দুর তব।

হিরণ। কি লজ্জা কি লজ্জা!
ছি ছি
হেন অমঙ্গল কথা কেন আন মুখে?

বিশৃঙ্খল সৈনিক সকল
তোমা সম ধর্ম্মবীরে করে অপমান!
কিন্তু—
তবু ভাল, তবু ভাল নিরাপদ তুমি,
মন্দিরে মন্দিরে দিব দেবপূজা আমি।
কিন্তু হে পুরুষ!
তব পৌরুষের দায়,
চিরদাসী প্রেম অভিলাষী—
রমণীর প্রাণ যায়।
যবে সম্মানের আশে
উচ্চ অভিলাষে প্রবেশ সংসার-রণে;
একবার নাহি ভাব মনে,
আছে ঘরে
আঁখিধারা ঝরে—
ভালবাসা-আশী প্রণয়ের দাসী,
আদরেতে তুলে পাদুখানি কোলে
সতত সোহাগে সেবিতে প্রয়াসী।
সুধু পেতে উচ্চপদ হৃদি গদ গদ;
প্রেমনদে না পাইয়া কূল,
আকুল রমণী মোরা,
কভু নাহি ভাব মনে।
কিন্তু,
সে যে প্রতিক্ষণে আঁখিধারা বরিষণে
ডাকে ভগবানে তোমারে রাখিতে সুখে।

কভু নিন্দে বিধাতায়,

বলে,—কেন করে পুরুষে কঠিন এত

দিয়ে

দুর্দ্দম দুরাশা-ভরা অশান্ত-হৃদয়।

অংশু। বাবা বাবা তোমায় কে মেরেছে ?

দিন। এস বাবা কোলে এস, কেউ মারেনি—মারবে কে ?

অংশু। হ্যাঁ বাবা কে মেরেছিল, ভাগী বলছিল; দাঁড়াও না আমি বড় হয়ে তা'দের খুব মারবো, তোমার সেই খুব বড় তলয়ারখানা দু'হাতে ধ'রে ধুপ ধুপ করে মারবো।

দিন। (অংশুর প্রতি) তা মের বাবা।

দেখ হিরণ্ময়ী

নগরের রুদ্ধ বায়ু বড় অপকারী ;

মম মনে হয়

ক্ষীণ অতি হতেছে তনয়,

আমাদের প্রাণাধিক আঁখির মাণিক

যেন হারায়েছে সে লাবণ্যছটা।

হিরণ। না না নাথ

হইয়াছে নয়নের ভ্রম তব,

বড় ভালবাস তাই সদা শঙ্কা মনে।

চেয়ে দেখ বদন তাহার,

ফুটিয়াছে যুগল গোলাপ,

ধোয়া যেন শিশিরের জলে।

দিন। দেখ হিরণ্ময়ী

আমি করিয়াছি স্থির,

বাছারে লইয়ে তুমি কিছুদিন তরে
যাবে মোর কানন-বাটীতে ;
করি পান নির্ঝরের নিরমল নীর,
সেবি
কুসুম সুরভি ভরা শীতল সমীর,
খেলাইয়ে ফুল্লমনে
গিরি বনে তৃণদলে,
সবল সুন্দর হবে
স্নেহের পুতলি মোর।
তুমিও লো প্রিয়তমে
পাবে বল ও কোমল কায়।

হিরণ। ভাল ভাল
তুমিও তো র'বে সাথে ?

দিন। জান হিরণ্ময়ী
হৃদয়ের বাতি চির-সাথী মোর !
তিল নাহি চাহে প্রাণ
নয়নের আড়ে রাখিতে তোমারে,
প্রাণের বাছারে মোর।
কিন্তু তাও জেন গুণবতী,
পতি তব যেই ব্রত করেছে গ্রহণ,
সেবিবারে মাতৃসম জনমের ভূমি ;
প্রাণের মায়ায় ত্যজিয়ে তাহার
যাইতে সে পারেনা কখন।
কঠিন কর্ত্তব্য হেথা বিরোধী হৃদয়মনে।

(লট্‌কার প্রবেশ)

লট্‌কা। এ রাজা!

দিন। চুপ! যাও সরে।

(হিরণ্ময়ীর প্রতি)

এইক্ষণে তব সনে না পারি যাইতে;
রাজকার্য্য-ভার মস্তকে আমার
যাইবার নাহি অধিকার।
নাহি অধিকার
প্রিয়া সনে করিতে বিহার
ফুল্লমনে কুসুম-কাননে;
খেলিতে খেলাতে
সন্তান লইয়ে নিশ্চিন্তে বসিয়া।
কিন্তু
ত্বরিতে ত্যজিতে তোমা হইবে নগর
শিশুরে লইয়ে কোলে;
সেবক লট্‌কা অবশ্য যাইবে সাথে।

হিরণ। প্রাণনাথ কিছু কি হয়েছে?

দিন। ওকি ও!—
কেন প্রিয়ে বিরস বদন
কেন দেখি এসেছে আঁখিতে জল?
শুন মোর কথা রয়োনাক হেথা।

হিরণ। ক্ষম নাথ অপরাধ!
চুরি করে চখেতে এসেছে জল;
রমণীর মন সহজে দুর্ব্বল

কিন্তু
হৃদয়ের আরাধ্য আমার
আজ্ঞাবাধ্য চিরদাসী তব।
"কেন" "কি" "কিসের জন্য"
কখন কি জিজ্ঞাসা করেছে দাসী ?
তুমি ভর্ত্তা কর্ত্তা দেবতা ধরায়,
আমি বিক্রীতা তোমার পায় ;
পতি সদা দিবে অনুমতি
সতী তাহা করিবে পালন ;
সর্ব্বস্ব সম্পত্তি, তুমি গুণনিধি
এই মাত্র জানি আমি দাম্পত্যের বিধি।

দিন। সংসার অরণ্যে বহু বহু পুণ্যে
মিলে পুরুষের ভাগ্যে তোমা সম সতী।
হিরণ্ময়ী ! হিরণ্ময় প্রাণ মোর—
একে প্রেম ডোরে আছি বাঁধা তোর,
তাহাতে অধিক জোরে ক'রেছ বন্ধন,
করি দান
নন্দন প্রদ্যুম্ন সন্তান রতনে।
কতক্ষণ রব আমি একা ?
যাব সদা জানিতে কুশল ;
আজি যদি পায় অবসর,
তব প্রাণেশ্বর হয়ে অগ্রসর
চুমিবে আদরে চাঁদের কোলেতে চাঁদ।

হিরণ। যাবে—যাবে নাথ

এত ভাগ্য মোর!
আজই তবে পাব দরশন?
দেখ আশা দিলে মোরে, রহিব আশায়।

দিন। নিশ্চয়;
কিন্তু দেখ না কর বিলম্ব আর,
শুভযাত্রা কর ত্বরাত্বরি।
কিন্তু তবু—তবু
ক্ষণিক এই বিচ্ছেদের আগে
একবার প্রাণাধিকে করিব চুম্বন।
হিরণ!
একটী রতন মাত্র দেছেন বিধাতা
তোমায় আমায়,
এ যুগল হৃদয়ের একমাত্র ফল;
অমৃতের প্রায় ওই শিশু হায়!
দে'খ দে'খ সদা রে'খ মনে,
অতি সযতনে রেখে নয়নে নয়নে
করিবে পালন।
আপদে সম্পদে, গৃহে কি বাহিরে
আঁখি রাখিবে উহার 'পরে;
গুণবতী সতী তুমি, কি আর বলিব।
জেন জেন জেন—স্থির জেন মনে,
সন্তানের মন করিতে গঠন
একমাত্র পারে জননী তাহার।
স্বভাব তাহার

মাতার ব্যাভার করে চির অধিকার।
স্তন ক্ষীর সনে, শিশুদের মনে
প্রবেশে মায়ের মন;
দিবে হেন উপদেশ,
যেন অবশেষ
হয় শিশু রাজা হতে রাজা,
উচ্চ হতে উচ্চ,
শোভে এ ধরায় উজ্জ্বল বিভায়।
তুচ্ছ করি অবনীর সাম্রাজ্য মুকুট,
পরে শিরে
অমরার দেব-বিভাছটা।
হেলায় ঠেলিয়ে প্রলোভন ঘটা,
করে একমাত্র উপাধি ধারণ
"ধার্ম্মিক মানব" ব'লে।

অংশু। হাঁ৷ বাবা, মা কোথায় যাবে।

দিন। সেই যে তোমার পাহাড়ের বাড়ীতে, তুমিও যাবে—তোমায় কি আর ফেলে যাবে?

অংশু। আর তুমি?

দিন। আমিও যাব; যাব আসবো কেমন? সে বাড়ী ভালতো?

অংশু। হাঁ৷ ভাল—বেশ ভাল; কত ফুল রাঙ্গা রাঙ্গা, কেমন ঝর ঝর করে জল পড়ে, লট্‌কা রাঙ্গা পাখী পেড়ে দেবে, আমায় নিয়ে ঘোড়া ঘোড়া খেলবে; লট্‌কা ঘোড়া হ'বি [illegible]?

লট্‌কা। হুঁ।

দিন। হিরণ নাও তুমি আর বিলম্ব কর না; আজ পৃথ্বীর-বে, আমাকে সেখানে একবার যেতে হবে।

হিরণ। যাবার সময় দেখা হবে না?

দিন। এই যে হ'ল।

হিরণ। তবু—

দিন। ছি ও কি! লক্ষ্মীটী; চোকের জল ফেলতে নেই, অংশু থাওতো ও চথে একটা চুমো, দুষ্টুমি করে কাঁদচে!

অংশু। এঁ্যা মা।

দিন। (চোখের জল মুছাইয়া) ছি ছি একবার হাস দেখি, এই অংশু হেসেছে রে—আমি আসি।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

অন্তঃপুরস্থ উদ্যান।

কুন্ত সিংহ ও আশাবতী।

আশা। এই—এই কেমন দেখুন দেখি, কেমন কত ফুল ফুটেছে, কত পাখী ডাকছে। এইথানে এক জায়গায় বসিয়ে দিই, ব'সে ব'সে দেখুন কেমন।

কুন্ত। হাঁ হাঁ ঐ নৌকা যাচ্ছে না?

আশা। নৌকা কোথা বাবা?

কুন্ত। ঐ যে মস্ত মাস্তল—কেমন দুলছে দেখ দেখি, আহা ডুবে যাবে না ত।

আশা। নৌকা ডুববে কি? দেখতে পাচ্ছেন না ওটা মস্ত ঝাউগাছ, কেমন বাতাস সোঁ সোঁ কচ্ছে।

কুম্ভ। ও বাবা সোঁ সোঁ কচ্ছে, তবে আমি কোথায় লুকোব? তাইতো ভারি শীত কচ্ছে, একখানা কম্বল মুড়িদে আমায়।

আশা। শীত কই বাবা? আপনার কপালে ঘাম বেরুচ্ছে, দাঁড়ান, আমি মুছিয়ে দিই।

কুম্ভ। মুছিয়ে দিবে? দে'খ যেন আবার চখের কাজল মুছে যায় না।

আশা। কই চখেত কাজল নাই।

কুম্ভ। হ্যাঁ আছে বই কি, মা যে আমায় দুধ খাইয়ে, গা মুছিয়ে, কাজল পরিয়ে দিয়েছে। দোলায় শুয়ে ছিলুম, কেন আমায় তুলে আনলি?

আশা। আহা একেবারে যেন শিশু! সেই তখনকার কথা আসছে। বাবা বাবা।

কুম্ভ। কেন মা আমার, তুমি তো আমার মা? কে জানে কেমন ভুলে যাচ্ছি!

আশা। হ্যাঁ আমি আপনার মা, এখন থেকে আমিই মা হ'ব।

কুম্ভ। তা আমায় মারবে না?

আশা। কেন মারবো কেন?

কুম্ভ। যদি আমি দুষ্টমি করি। দেখ মা আমি লড়াই করতে গিয়েছিলুম,—হামাগুড়ি দিয়ে লড়াই করতে গিয়েছিলুম,—তুই জানতে পারিস নি? তা মা আমি ছেলে মানুষ কি না—একশটা, ছ'শটা, দু'শটা, এগারটা বই দুষমনদের কাটতে পারিনি। তা রাজা কল্লে কি না—আমায় কোল্লে

করে তুলে আমার গলায় একছড়া ঝকঝকে মটরের মালা দিলে।

আশা। মটরমালা তুমি তারপর কি কল্লে?

কুন্ত। ওমা পিসিমাকে বলিসনি কেড়ে নেবে, তোকে পরতে দেবে না। তোর জন্যেই লুকিয়ে রেখেছিলুম।

আশা। কৈ মটরমালা তোমার মাকে দিলে না?

কুন্ত। ও মা দেব কি, সে কথা কাউকে বলিসনি; একটা মা ছোট ছেলে, আমার চেয়েও ছোট—সে নাচতে নাচতে আমার গলাটা মা জড়িয়ে ধরে বল্লে,—'বাবা'! আর অমনি কেঁদে ফেল্লুম; কেন মা আমি কাঁদলুম? সে ত আমায় মারেনি।

আশা। আহা এ আমার প্রিয়তম। তাঁকেই রণজয়ের পুরস্কার মতির মালা দিয়েছিলেন, তাই এখন মনে হচ্ছে। তা বাবা তুমি কাঁদলে কেন?

কুন্ত। কান্না যে এল তা আমি কি করব; একটা ছোট ছেলে যদি অমনি তোর কাছে নাচতে নাচতে এসে মা বলে, তুই কি কাঁদিসনে? এই দেখ না তুই এখনি কাঁদবি আমি তোর গলা জড়িয়ে ধরি। মা—মা—মা।

আশা। কেন কেন বাবা আমার, বাবা কুমারাকে তুমি সন্তানস্নেহ আগে বুঝিয়ে দিলে।

কুন্ত। হ্যাঁ মা যে আমায় ফুল দেয়, সে আজ দিলে না?

আশা। আমি তোমায় ফুল তুলে তোড়া বেঁধে এনে দিচ্ছি তুমি এখানে ছায়ায় ব'সো।

[কুন্তকে বসাইয়া আশাবতীর প্রস্থান।

কুন্ত। চাঁদি মামা চাঁদি মামা টি দিয়ে যা।
কোলে দোলে রতনমণি চুমো খেয়ে যা॥

(অরুন্ধতী ও ভাগীরথীর প্রবেশ)

অরু। কই আশা কোথায় গেল? ভাগীরথী তোর কি ভীমরতি হয়েছে—দেখ না খুঁজে; আজ তার বে সাজবে গুজবে, না এই ঠিক দুপুর বেলায় বাগানে এল। তবু ভাগী দাঁড়িয়ে রইলি, আশাকে খুঁজে ডেকে আন না।

কুন্ত। মা মা কোথায় গেলি? বড় ক্ষিদে পেয়েছে একটা আমায় পেঁড়া দে।

ভাগী। ও বাবা একি! ওমা ঐ দেখ দেখ, ঝাউবনের ভিতর শাদাপানা কি নড়ছে। ও বাবা ও বাবা রাম রাম রাম। (পলায়নোদ্যত)

অরু। ও ভাগী তুই কোথা যাস কোথা যাস? ভয় কি, তোর চুলে বাবা ঠাকুরের মাদুলি আছে।

ভাগী। আর মাদুলি আছে! ঘাড় ভাঙ্গলে তখন কি হবে?

কুন্ত। ওমা দোলাটা দুলিয়ে দে?

অরু। রাম রাম ওকি সত্যি ভূত নাকি? আমার বাড়ীর ঈশান কোণে কালভৈরবের নো পোঁতা আছে, ভূত আসবে কেমন করে? ভাগী আমি যাই, তুই মেয়েকে খুঁজে নিয়ে আয়।

[প্রস্থান।

ভাগী। ও গিন্নী ওই ব'লে পালালে বুঝি, পালালে বুঝি! রাম রাম।

(পুরোহিত উদরায়ণশর্ম্মার প্রবেশ)

উদ। উঃ ভারী তেজ! দিগ্‌গজ সব পণ্ডিত এসেছেন, আমার সঙ্গে সব তর্ক! ক চ ট ত প, ঝ ঢ় দ ঘ ভ, সহর্ণের্থ ইতি পরাশরের রঘুবংশের সমস্ত শ্লোকই আমার কণ্ঠাগত, আমায় কি না বিবাহ শাস্ত্রের মন্ত্রার্থ জিজ্ঞাসা করে! আরে দূর দূর, লোমহর্ষণের মুদ্রারাক্ষস তন্ত্রের নিরুক্ত অধ্যায়ে বিবাহের সমস্ত মীমাংসাই খণ্ড খণ্ড খণ্ডীকৃত বিভঞ্জিত বিবস্থত হয়ে আছে, তা সকলই আমার উদরস্থ। কই গৃহকর্ত্রী অরুন্ধতী কই?

ভাগী। ওমা পুরুতঠাকুর যে, ও উদরাময় ঠাকুর।

উদ। উদরাময় নয়—উদরায়ণ।

ভাগী। তা হ'লই বা তোমার উদরাময়, ক্ষতি কি?

উদ। ক্ষতি প্রতিদিন একটী করে পক্ক বেল আবশ্যক; উদরাময় কি সহজ বস্তু! জ্বরাতিসারের বিনিময়, আমি তা নই তা নই।

কুম্ভ। ওমা তবে আমায় শিয়ালে নিয়ে যাক।

উদ। ও ভাগীরথী মধ্যাহ্নকালে একি ভূতোক্তি!

ভাগী। পুরুতঠাকুর আমায় ধর আমায় ধর, আমার চুলে বাবাঠাকুরের মাদুলি আছে, তাই ধরে মন্তর পড়। (পুরুতকে জড়াইয়া ধরা)

উদ। একি একি তুমি যে আমায় চপেটাঘাত কল্লে? আরে বিচ্ছেদ হও বিচ্ছেদ হও, আমার সতীত্ব নাশ হবে—সতীত্ব নাশ হবে।

ভাগী। ও উদরাময় ঠাকুর, ও উদরাময় ঠাকুর আমায় রক্ষা কর রক্ষা কর, আমার চোখ টিপে ধর।

উদ। আরে বিচ্ছেদ কর বিচ্ছেদ কর, ব্রাহ্মণী দেখলে আমায় কি বলবে! আরে সতীত্ব নাশ হ'ল সতীত্ব নাশ হ'ল।

কুম্ভ। (অগ্রসর হইয়া) ও হাড়গিলে ও হাড়গিলে তোমরা দুজনে ঝটাপটী করছো কেন? শোন শোন, মা—আমার মা কোথায় গেল? আমায় কে দুধ খাইয়ে দেবে।

উদ। ভাগীরথী ভাগীরথী এ বালভূত, মহাকালের মাসতুতো সোদর; আমায় ছাড় অত পেট টিপ না, আমার গর্ভস্রাব হবে। (ভাগীরথীকে দূরে নিক্ষেপ)

ভাগী। আমি নেই আমি নেই চোখ বুজেছি; কেউ যেন আমায় দেখতে না পায়। রাম রাম রাম।

উদ। ধূল মন্তর ধূল মন্তর যা যা উড়ে যা,
ভূত, প্রেত, চড়েল, হাঁ করে গে খা;
কেওড়াগাছের পাতা, কেউটেসাপের মাথা,
গেঁড়ী গুগলীর হাড়, গিরগিটের ঘাড়,
ছাড় ছাড় যা যা তফাৎ তফাৎ যা।

(পৃথ্বীধরের প্রবেশ)

পৃথ্বী। বাবা বাবা আমি জানতেম না আপনি এ বাগানে আছেন, কোথায় আপনি?

ভাগী। ও জামাই ও জামাই এখান থেকে পালাও, আজ তোমার হাতে সুতো।

পৃথ্বী। তুমি ও যে এখানে?

ভাগী। ও জামাই পালাও, সোঁদা ছেলেকে আগে ধরে; আমায় নিয়ে চল, প্যা নেতিয়ে পড়ছে—চলতে পাচ্ছিনে।

পৃথ্বী। সে কি তোমার কি হয়েছে? বাবা কোথায়? বাবা বাবা আপনি এখানে? সঙ্গে কেউ নাই? (প্রণাম)

উদ। ধরেছে ধরেছে বরকে ধরেছে এ বাবা সোজা ভূত নয়! পলায়তঞ্চ, কচ্ছং খুলিতং টিকিং তুলিতং যৎপলায়ন্তি সজীবতি। (উদরায়ণের পলায়ন)

ভাগী। ও পুরুত ঠাকুর আমায় একেলা ফেলে একেলা ফেলে।

[প্রস্থান।

পৃথ্বী। ভয় নাই ভাগীরথী আমার বাবা, বাবা বাবা আপনার আশীর্ব্বাদে আজ যে আমার বিবাহ; আপনি যে আমার শ্বশুরালয়ে এসেছেন বুঝুননা বুঝুননা, আপনি নব বধূ ঘরে নিয়ে যাবেন, সে কত যত্ন করবে।

(আশাবতীর প্রবেশ)

আশা। বাবা বাবা এই দেখ আমি কত ফুল এনেছি; একি একি তুমি এখানে!

(যমুনা, কমলা, ভদ্রা প্রভৃতি পুরকন্যাগণের প্রবেশ)

যমুনা। ভোমরা আসে মধু আশে
পেলে ফুলের বাস।
যার যেখানে সেই, সেই
ছোটে তারির পাশ॥
কে জানে ভাই নাম করবো না
যদি রাগে কেউ।
স্রোতের মুখে বাতাস পেলে
আপনি উঠবে ঢেউ॥

আশা। পিতা বড় ফুল ভাল বাসেন তাই আমি ওঁর জন্যে নানা রকম ফুল তুলে এনেছি।

পৃথ্বী। আশাবতী তুমি এর মধ্যেই পিতার সেবা আরম্ভ করেছ, ওঁকে এখানে আনলে কে?

আশা। আমিই লোক পাঠিয়ে আনিয়েছি।

পৃথ্বী। মিছে আনা, আহা কিছুই বুঝতে পাচ্চেন না!

আশা। তবু তবু—

পৃথ্বী। তবু তুমি বেশ করেছ।

কুন্ত। আমার ঘুম পাচ্চে বড্ড ঘুম পাচ্চে, কে আমায় শুইয়ে দেবে?

আশা। ঘুম পেয়েছে—শোবেন? (পৃথ্বীর প্রতি) তুমি এই খানে থাক আমি বাবাকে শুইয়ে রেখে আসি। বাবা উঠুন, চলুন আমি আপনাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে আসি।

[প্রস্থান।

ভদ্রা। এরা ভাই আর ঠিক বর কনে নয়, ছেলে বেলা থেকে যাওয়া আসা, একসঙ্গে খেলা, এ যেন ভাই বোনে বে। কেমন ভাই তোমাদের ভাই বোনে বে হচ্চে না? এতে বড় আমোদ—কেমন?

পৃথ্বী। কি করে বলবো বল, তুমি তোমার জগধর দাদাকে বিয়ে করে দেখনা, ভাই বোনে বেতে কেমন আমোদ হয় বুঝতে পারবে।

ভদ্রা। যাও।

পৃথ্বী। কেন তার বেলা যাও কেন, হাঁ যমুনা আমি

কি মন্দ বলেছি? ভদ্রাই তো বল্লে ভাই বোনে বেতে বড় আমোদ, আমিও ওকে সেই আমোদই করতে বলছি এ আর অন্যায়টা কি?

যমুনা। তোমার সঙ্গে আর আমি কথা কব না। আমাদের খেলার সাথী আ৺াবতীকে ভুলিয়ে ভালিয়ে কেড়ে নিয়ে যাচ্ছেন, আবার সেধে সেধে ভাব করতে আসছেন; এমন বেহায়া পুরুষ দেখিনি।

পৃথ্বী। বেহায়া পুরুষ না দেখতে পার, কিন্তু বেহায়া মেয়ে তো দেখেছ?

যমুনা। হ্যাঁ দেখিছি কোথায় দেখিছি?

পৃথ্বী। কেন তোমার আরসীতে।

যমুনা। কোথায়?

কমলা। হ্যাঁলা যমুনা তুই এমন ন্যাকা, তোকেই বেহায়া বলে গাল দিলে বুঝতে পাচ্ছিসনি?

যমুনা। আমি তো অত শাস্ত্রও পড়িনি, মন্দুরানগর থেকে রঙ্গও শিখে আসিনি।

পৃথ্বী। তা চল তোমায় সখীর সঙ্গে আমাদের ঘরে চল, যত চাও রঙ্গ শিখিয়ে দেব এখন।

যমুনা। যাকে শিখাবার তাকেই আগে শিখাও, আমাদের রঙ্গ শিখাবার লোক আছে।

কমলা। দূর পোড়াকপালী কি বলছিস।

যমুনা। কেন আমায় ঝাঁটায় কেন?

কমলা। তা ও কথার কি ঐ জবাব? বল, যে আমায় রঙ্গ শিখাবে সে পূর্ব্ব জন্মে অনেক তপস্যা করেছে।

(ভাগীরথীর পুনঃ প্রবেশ)

ভাগী। তা তপিস্যে কর—এইখানে বসেই তপিস্যে কর, খুব কর; মুণ্ডমালা টালা ছাই টাই এনে দেব নাকি?

কমলা। তোর খাওয়া হয়ে গেছে না?

ভাগী। কেন হবে না, কারুর তো আর ধার করে খেতে হয় না? খেটেছি খুটেছি পেট ভ'রে খেয়েছি।

কমলা। তবে আর ছাই পাবি কোথায় যে আনবি?

ভাগী। আমি কি ছাই খাই নাকি?

কমলা। তা তুই আপনি বোঝ আমি কি কিছু বলেছি, এখন কি দরকার বল।

ভাগী। দরকার আর কি,—বর কার?

যমুনা। কেন আশাবতীর।

ভাগী। তবে তোমরা তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে কুঞ্জের ভিতর তপিস্যে ক'চ্ছ কেন?

কমলা। তোর জন্যে, আমরা সকলে প'ড়ে হাতে ধ'রে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বলছিলুম, "যে দেখ ভাগীরথী থাকতে আশাবতীকে বে করাটা তোমার ভাল দেখায়না; লোকে বলবে পৃথ্বীধরের চোখ নেই, তাই সুন্দর কুৎসিত চিন্তে পারে না; বল্লুম ভাগীরথীর চেহারার চটকে কত বড় বড় ভূত প্রেত আটক পড়ে"।

ভাগী। ওগো ওগো ওগো, থাম থাম থাম; আমরাও পুরুষ দেখেছি—ঠাট্টাও বুঝি,—আমাদেরও বয়স ছিল মার পেটে থেকে পড়েই বুড় হইনি।

পৃথ্বী। কই তুমি তেমন বুড়ো কই? তোমার তো এখন বয়স হয়েছে দেখায় না।

ভাগী। শোন শোন শোন ভদ্রলোকের কথা শোন, যা'রা রূপ চেনে, যা'দের চোখ আছে তা'দের কথা শোন; যৌবনের গুমরে ফেটে পড়লেই হয় না। রূপ যৌবন চিরদিন থাকে না থাকে না— ঐ যে কি গান আছে না—কি, যৌবন কি?—

কমলা। (ভাগীর হাত ধরিয়া) কি গান বল না ভাই গেয়ে বল, তোর পায়ে পড়ি।

ভাগী। আমি কি গান গাইতে জানি।

পৃথ্বী। তা গাও না, তোমার গলা তো মন্দ নয়।

ভাগী। না—না অমনি এক রকম, অভ্যাস নেই—কসলৎ নেই।

কমলা। তা বই কি, শুনেছি সেকালে ভাগীরথী দু'হাতে দুটো তানপুরা নিয়ে তানসেনের গোয়ের উপর বসে মহম্মদী খেয়াল গাইত।

যমুনা। আর শিয়াল গুলো সব বাহবা বাহবা করতো।

ভদ্রা। এই যে, তবে নাকি যমুনা কথা কইতে জানে না? খন ভাগীরথী দিদি গাক, শোন।

ভাগী। এঁ্যা—উঁ—হুঁ—(সুরে) তানা নানা দিন নানা না—

সকলে। বাহবা বাহবা।

ভাগী। ধুম তানা নানা নানা—এঁ্যা এঁ

(গীত)

এ যৌবন চিরদিন নয়।
(সব) যৌবন চিরদিন নয়।
তাই করি মানা করিসনেকো অপচয়॥

যেমন ভাদ্দর মাসে ভরা গাঙ্গে ষাঁড়াষাঁড়ির বাণ,

এক জোয়ারে আসে ছুটে,

উথলে ওঠে বাড়ায় নারীর মান ;

আবার দেখতে দেখতে পড়ে ভাঁটা

তখন কাদা ঘাঁটা হয়।

নবীন নারী কেঁদে মরে যৈবন হ'লে ক্ষয়॥

সকলে। বাহবা বাহবা কে বলে তোমার বয়স গিয়েছে ?

(গীত)

কে বলে যৌবন গিয়েছে চলে।

শ্রাবণে প্লাবন যেন কূলে কূলে উথলে॥

পুরন্ত বাসন্তীলতা, আগা মূলে ভরা পাতা,

বদনে চাঁদিনী খেলে, আঁখিতে জোনাকী জ্বলে।

(রস) ঢল ঢল ঢল ঢল চলকে পড়ে,

(রূপ) টল টল টল টল দোলে ঝড়ে,

বয়স গিয়েছে, গেছে সরস প্রাণে প্রাণ তো দলে॥

যমুনা। ওমা ওমা মাসী যে।

(অরুন্ধতীর পুনঃ প্রবেশ)

অরু। বাঃ বাঃ বাঃ তোদের কাণ্ডখানা বেশ যাহোক ; এঁ্যা অবাক কল্লি যে! ওদিকে সব প'ড়ে রয়েছে আর তোরা এখানে ধেই ধেই ক'রে নেচে গান কচ্ছিস ? আর বাবাজী তুমিও নিশ্চিন্দি হ'য়ে এদের রঙ্গ দেখছো, তোমার না আজ বে ?

পূর্ণী। না মা এই আমি বাড়ীর ভিতর যাচ্চি।

[প্রস্থান।

ভাগী। তাই তো বল্লুম, যে জামাইজী তোমার আজ এই খীতিকিচ্ছি বিপদের দিন।

অরু। ওকি কথারে মাগী? শুভদিন—বিপদ কিরে!

ভাগী। ও তাই হ'ল একটা বিটকেল কাণ্ড তো আজ হবে, তা আজ আর গান শুনে কাজ নেই, আর একদিন তখন শোনাব।

অরু। এঁ্যা তুই কি বলছিস? হাঁারে যমুনা আমি ঘুমিয়ে না জেগে? ভাগী গান গাচ্ছিলো নাকি? ভাগী ভাগী ভাগী গান গাচ্ছিলি কিলো! হাঁারে মাগী তুই গান গাচ্ছিলি কিলো?

কমলা। তা মাসী সেটা যেন আমাদের দোষ, আমরা যেন গাইতে বলেছিলুম, কিন্তু ও নাচলে কেন? আমরা তো আর নাচতে বলিনি।

অরু। এঁ্যা নাচলে! ভাগী নাচলে!

কমলা। ঘুরে ঘুরে মাসী ঘুরে ঘুরে, চোক ম'টকে, কাঁকালে হাত দে।

ভাগী। আর তোমরা নাচনি?

অরু। বেশ করেছে নেচেছে, ওদের নাচবার বয়স নেচেছে তা বলে তুই? আজ আসুক দিনকর, তাকে ব'লে মাগীকে ঠাণ্ডা গারদে পাঠাচ্ছি।

ভাগী। কি ঠাণ্ডা গারদে পাঠা'বে, আমি পাগল নাকি? আমার খুসি আমি গাইবো, আমার খুসি আমি নাচবো। আজ বাসর ঘরে নাচবো গাইবো; আমার আশাবতীর বে আমি নাচবো না? ওরা নাচের কি জানে?

যমুনা। হাঁা ভাগী দিদি তুমি নাচ শিখেছিলে কার কাছে?

অরু। ওর সেই মিন্‌সে যখন বেঁচেছিল সে যে ভাল্লুক নাচা'ত, তাই দেখে শিখেছে। এখন আয় সব গোছগাছ করবি আয়, আজ কি বসে গল্প করবার সময়? আয় সব আয়।

[ভাগীরথী ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

ভাগী। গাব না, কেন গাব না?
যৈবন চির দিন রয় না।
শোন হীরেমন নুরী ময়না॥

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

অলিন্দ।

(পৃথ্বী ও আশাবতী।)

আশা। স্ত্রীলোকে সন্তান গর্ভে ধ'রে মায়ের সুখ মায়ের আহ্লাদ বুঝতে পারে, কিন্তু আমি কি ভাগ্যবতী! বাবাকে পেয়ে আমি মালা বদলের আগেই সেই অনির্ব্বচনীয় মধুর আনন্দ উপভোগ কচ্চি।

পৃথ্বী। স্নেহময়ী আশাবতী—মমতা মাখান আশাবতী আমার, জানতুম তুমি কেবল খেলিয়ে বেড়াও; গান গাওয়া ফুল তোলা আমোদ করা যেন তোমার জীবনের সর্ব্বস্ব, এই মনোহর কুঞ্জই যেন তোমার সমস্ত জগত, কিন্তু জানতুম না ঐ শূন্য-গর্ভ বিম্বলহরী, এই নৃত্যশীল বীচিমালার গভীর তলে এত রাশি রাশি উজ্জ্বল

রত্ন লুকাইত আছে! কোথায় পেলে তুমি এই মধুর গাম্ভীর্য্য, কোথায় পেলে তুমি এই কোমল স্নেহের সৌন্দর্য্য! জননী খেলা খেলতে কোথায় শিখলে তুমি প্রিয়তমে? পিতা আমার এরই মধ্যে অঞ্চলের স্নেহে আবদ্ধ হয়েছেন, এরই মধ্যে তোমার ঈঙ্গিত আদর বুঝতে শিখেছেন, এরই মধ্যে সত্য সত্যই যেন তোমাকে আপনার মমতাময়ী মা ব'লে চিনেছেন; তুমি যেমন আদর ক'রে ভুলিয়ে সহজে আজ দুধ খাওয়ালে, মাতা আপনার ক্রোড়স্থ শিশুকে পারে কি না সন্দেহ!

আশা। পৃথ্বীধর তুমি আমার বাল্যসখা—আজ আমার প্রাণসখা, রজনীতে আমার প্রাণপতি হবে। তোমার কাছে আমি লজ্জা জানি না, মান জানিনা, ভাণ জানিনা; সরল মনে বলছি যে এ আনন্দ আমার হৃদয়ে ধরছে না; কিন্তু প্রিয়তম, এই সুখের উপরও যদি কিছু সুখ থাকে সে পিতাকে যত্ন ক'রে, তাঁর এই বিষাদ মাখা মধুর শৈশবের সেবা ক'রে সে সুখ আমার হচ্চে! আমি সত্য বলছি, আমার মনে হচ্চে আমি একটী সদ্য প্রসূত নব-কুমার কোলে পেয়েছি; প্রিয়তম আমার এক একবার ভয় হচ্চে,—এত সুখ এত আনন্দ এত সৌভাগ্য তো কারুর ললাটে ঘটেনা, আমার কি সহিবে?

পৃথ্বী। ছি ছি কুসুমকলি আমার, ও কথা কি মনে আসতে আছে! তোমার মত মাধুরীময়ী সরলার পানে দেবতারাও সহাস্যে দৃষ্টি করেন; আনন্দিনী! পূর্ণচন্দ্রের কিরণ, বসন্তের সমীরণ, কমলের সৌরভ, কমলার গৌরব, দেবতার দয়া, মানবের মায়া, জগতের অমরার সমস্ত সৌন্দর্য্য যদি একীভূত হয় তা হলে তার নাম হয় আশালতা।

আশা। দেখ তুমি অমন ক'রে বেশী আদর দিলে আমার মাথা ঘুরে যাবে, আমি দুষ্ট হব।

পৃথ্বী। তুমি দুষ্ট হও রুষ্ট হও, আমি সবে তুষ্ট থাকবো; এখন বল দেখি তোমার সেই সাধের বাগান বাড়ী নেওয়াই কি স্থির হ'ল, সেই খানেই কি সংসার পাতবে?

আশা। প্রিয়তম অতি মনোরম স্থল!
স্বচ্ছজলে টল টল হ্রদ
শুয়ে আছে গিরি কোলে,
হ্রদে ফুল্ল কোকনদ
হাসিতেছে রাশি রাশি;
তলে বালু দেখা যায়,
রজত শফরী খেলিছে তথায়,
তীরে বসুমতী তুলিছে তরঙ্গ;
শৃঙ্গের উপরে শৃঙ্গ সুরঙ্গে বিহরে,
শ্যাম তৃণদলে আবরিত কায়
তরুলতা কত শোভা পায়,
থরে থরে
পাতার মাঝারে ফুটিয়াছে ফুলদল,
পরিমল পবন ছড়ায়।
শাখী পরে
ঝাঁকে ঝাঁকে বসে নানা পাখী—
বিবিধ বরণ নয়ন রঞ্জন,
খেয়ে বিনিমূলে কেনা ফল
প্রকৃতির উপহার,

আদর্শ-বন্ধু।

মন সুখে তোলে স্বর লহরে লহরে।
সেই গানে মিলাইয়া তান
নির্ঝরিণী গিরি-গায় গড়াইয়া পড়ে।
ছাওয়া উলুখড়ে,
রমণীয় মণ্ডপ তথায়
ভরা নব তৃণ বাসে,
সুখের আবাস স্বপনের ছবি মম!
নিরজনে
প্রেম আলাপনে রহিব দুজনে।
আহা মনে হয়
যবে চন্দ্রিকা নিশায়,
পাতায় পাতায় রজত মাথায় শশী;
নীরদ ঘোমটা খুলি
হ্রদ জলে দেখে নিজ মুখ;
ছাড়িয়া অমরা,
আসিয়া অপ্সরাদল
সেই জলে করে স্নান;
করে গান নেচে নেচে
সুকোমল গিরিতলে
দলিয়া ঘাসের কুসুম চরণে।

পৃথ্বী। কল্পনা লইয়ে খেলা
সদা তব দেখি বালা।

আশা। সত্য বটে
স্বভাবের মাধুরীতে যোদ্ধার কি কাজ;

রণ হুহুঙ্কার, ধনুক টঙ্কার
নৃত্য গীত যার ;
শত্রু করে পলায়ন
সেই চিত্র দরশন,
কি সম্বন্ধ তার কল্পনার সনে!
কিন্তু আছে প্রভু
অন্য প্রলোভন টানিতে তোমায় সেথা;
মিত্র প্রেম—
ফাঁদে বাঁধা যার তুমি,
অভিন্ন হৃদয় অন্য কলেবর তব,
সেই দিনকর
করিয়াছে কানন রচনা তথা।
আহা আহা হাসি আসিয়াছে মুখে,
আহ্লাদেতে গদ গদ দেখি!
প্রণয়ে আমার নাহি কিছু ধার,
কিন্তু রবে বন্ধু সন্নিধানে
তাই এ আনন্দ তব।

পৃথ্বী। আপনি কি দিনকর
করেন তথায় বাস?

আশা। না।
কিন্তু প্রেমময়ী হিরণ্ময়ী তাঁর
ল'য়ে আপন সন্তানে
(মরি মরি কি সুন্দর সোণার সে শিশু!)
গেছে জুড়াইতে সেথা,

আদর্শ-বন্ধু।

ত্যজি
নগরের বদ্ধ বায়ু, ঘোর কলরব।
পেলে অবসর তব বন্ধুবর
যান তথা দেখিতে তা'দের।
এখন্—এখন বল পৃথ্বীধর
প্রণয়ের ঘর মোর বাঁধিবে সেথানে?

পৃথ্বী। আদর আমার
হ'য়ে তুমি কর্ণধার যদি ধর হাল,
সুখে তুলে পাল হেলায় যাইতে পারি
সুদূর সাগর পারে,
রামচন্দ্র সেতুবন্ধ করি উত্তরণ;
নিকটে বিপিন বাস
নিতান্ত সামান্ত কথা।

আশা। ভাল জান
ভুলাইতে সুমধুর তোষামোদে;
দেখ পুনঃ
স্বভাবের সেই খেলা ঘরে,
খেলিবে আদরে
আমাদের স্থবির সন্তান,—
ভোলা মন দ্বিতীয় শৈশবে।

পৃথ্বী। বড় সাধ হ'তে সন্তানের মাতা।

(লতিকার প্রবেশ।)

আশা। কিরে লতিকা।

লটকা। হামার রাজা কুথা? হামি যে শুনলো সে তোদের কাছে আছে, আর একটা সর্দার হামারে বোল্লো তু তাকু ডাকি আন, বড়া ভারি কাম আছে।

পৃথ্বী। তিনি এইখানেই আছেন আমাদের সঙ্গে দেবদর্শনে যাবেন; যদি নিতান্ত প্রয়োজন হয়, যাও পিছনে ঐ নেবু-বাগানে তাঁর দেখা পাবে।

লট্কা। ভাল।

[প্রস্থান।

পৃথ্বী। আবার কি হ'ল এখন কি প্রয়োজন? আমাদের এই শুভকার্য্যে বন্ধু উপস্থিত থাকতে পারবেন না নাকি?

আশা। ইস থাকবেন না—কেন থাকবেন না? তাঁকে খুঁজতে এসেছে লোকটা কে?

পৃথ্বী। ওটা একটা ভীল, ওকে ছেলেবেলা ডাকাতরা ধ'রে এনে এখানে বিক্রী করে, তার পর দিনকর কিনে নেন; একটু বড় হ'লেই দিনকর ওকে স্বাধীনতা দিয়েছিলেন; কিন্তু ও কোন মতেই গেলনা স্বেচ্ছায় ভৃত্য হ'য়ে রইলো; ও বলে দিনকরের মত সদয় হৃদয় মহাপুরুষের সেবা করায় স্বাধীনতা অপেক্ষা অধিক সুখ, অধিক আনন্দ।

আশা। দেখ তুমি থাম, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কোন মতে বন্ধুর একটা কথা পেলেই অমনি তাঁর গুণ ব্যাখ্যা আরম্ভ হলো। দেখ সত্যি বলছি আমি যদি তোমায় ঘোড়াকে, কি একটা পাখীকে বেশী আদর করতে দেখি তা হলেও আমার মনে মনে বিষ হবে, আমি ভারী রাগ করবো; কেন তুমি আর কা'কেও আমার চেয়ে ভালবাসবে?

পৃথ্বী। কা'কে তোমার চেয়ে ভালবেসেছি ?

আশা। কেন তোমার বন্ধুকে ? তাঁকে তুমি প্রাণের চেয়ে বেশী ভালবাস না ?

পৃথ্বী। বাসি, সত্য বাসি, সেও আমায় তেমনি ভালবাসে।

আশা। তবে আমাকে কেমনি ভালবাস।

পৃথ্বী। তোমায় আমি শুধু ভালবাসি, কেমনিও নেই এমনিও নেই।

ভালবাসা তোরে জীবন আমার,
অন্য প্রাণ নাহি মোর।
আশাবতী তুমি তুমি,
আমিও যে তুমি,
তব মুখ চুমি
পৃথ্বীধর নাহি আমি আর,
আমিত্বও গিয়েছে আমার।
হৃদয় কলস ভরি ভালাবাসা জল
ঢালিয়া দিয়াছি তব প্রণয় ক্ষীরোদে ;
মিশে গেছে জলে জল।
সুধাময় হয়ে গেছি মিশিয়া তোমাতে,
নাহি ভিন্নকায় ভিন্ন প্রাণ
ভিন্নবৃত্তি ভিন্ন পৃথ্বী আর।

আশা। কথক ঠাকুর নমস্কার নমস্কার !
তবে আর কেন
ওই ওই আসে দিনকর।

(দিনকরের প্রবেশ)

দিন। পৃথ্বি—
আশাবতী না জানিবে কিছু।
আশাবতী করি আশীর্ব্বাদ
অবিবাদে অবিচ্ছেদে ভুঞ্জ পতি সুখ ;
দেবগণ
কৃপা বরিষণ করুন তোমার শিরে,
দেব কৃপা রহুক তোমারে ঘিরে,
দিবারাতি সাথে সাথে
দেবগণ রক্ষুণ তোমারে।
পৃথ্বী বলি শোন,—
(জনান্তিকে) জান কি—জান কি পৃথ্বী,
এই মাত্র কি শুনিনু আমি !

আশা। হে ধার্ম্মিক
তব আশীর্ব্বাদ বিফল না হবে।
দেখ সখা এই পৃথ্বী তব
সারা বেলা ধ'রে বিমুক্ত অন্তরে,
কেবল বলিতে ছিল কত ভক্তি ভরে
ভালবাসে সে তোমায় ;
"দিনকর ভাই দিনকর ভাই"
আর কথা নাই।

দিন। কি আর কথা নাই এই সারা বেলা ?
প্রেমের প্রলাপে
করেনি আলাপ আশাবতী সনে ?

(জনান্তিকে) সর্ব্বনাশ আমাদের!
সুধু আমাদের নয়—
অভাগী জনম ভূমি পৃথ্বী!

পৃথ্বী। সে কি কথা বল স্পষ্ট করি।

দিন। (জনান্তিকে) বুঝেছ কি পৃথ্বীধর
রাজার রাজত্ব পুনঃ!

পৃথ্বী। সেকি? কোথায়? কে রাজা? অসম্ভব।

দিন। সত্য সত্য
সত্য আমি বলি শুন,
দণ্ডার পরিবে আজি রাজার মুকুট;
তারি আজ্ঞাধীন সৈন্যগণ
সারি দিয়ে দাঁড়ায়েছে পথে।

পৃথ্বী। কিন্তু ভা'য়াত!—
ভয়াতুর দুর্ব্বল ভা'য়াত
সত্যই কি মত দেবে ইথে?
নাহি—নাহি কি হে কেহ
একজন বাধা দিতে তারে?

দিন। বাধা দিবে তারে!
(প্রকাশ্যে) দেবগণ দেবগণ
হও সহায় আমার,
কিম্বা করহ বিনাশ,
আমি বাধা দিব তারে।
আমি—আমি—আমি—
অনল গহ্বর গিরি

করে যদি অগ্ন্যুৎপাত স্বপক্ষে তাহার।
আসে ভৈরব বেতাল
দধিচীর সমস্ত কঙ্কাল,
বজ্ররূপে পুরে তার অস্ত্রাগার,
বিপক্ষে একাকী দাঁড়াব আমি।
একাকী—একাকী!
হাঃ হাঃ কোথা গেল,
ভুলিয়াছি ছুরিকা আমার।

আশা। একি একি পৃথ্বীধর!

পৃথ্বী। অকস্মাৎ ঘটেছে ঘটনা,
রাজ্যে গোলযোগ
আলোড়িত হৃদি তাই হয়েছে সবার;
ধৈর্য্যধর আশাবতী কিছু নাহি ভয়।

দিন। পৃথ্বীধর
এসেছিনু শুভকার্য্যে বিবাহ সভায়,
শান্তির আবাসে
শান্তবেশে আসিতে উচিত,
সে কারণ নিরস্ত্র এখন;
সখা দেহ মোরে তব তরবারি।

পৃথ্বী। কেন—কি করিবে?

দিন। যা করি—দাও—দাও।

আশা। পৃথ্বীধর! পৃথ্বীধর
মোর দিবা
বল কিবা অভিসন্ধি বন্ধুর তোমায়?

পৃথ্বী। দিনকর কোথায় যাইবে বল ?

দিন। ভা'য়াত সভায়।

পৃথ্বী। তবে আমি যাব তব সাথে।

আশা। কথনই না!

দিন। না—ভাল বলিয়াছ সখী,
কথনই না।
(জনান্তিকে) না না কখন হবে না তা ;
কি করিবে গিয়া সাথে ?
ভা'য়াতের বিধিমতে
যোদ্ধার নিষেধ
অস্ত্র হাতে প্রবেশিতে সভাতলে ;
তবে মম সনে গমনে কি ফল ?
আশাবতী
লও লও, লয়ে যাও বরে ধ'রে,
দেবগণ রাখুন দোঁহারে সুখে।

পৃথ্বী। ভাল প্রতিজ্ঞা করহ তবে,
আবাল্য সখ্যতার করহ শপথ,
ধৈর্য্য ধ'রে র'বে কার্য্যকালে ;
উন্মত্ত ক্রোধের বশে না করিবে কিছু ;
দুঃসাধ্য দুষ্কর কার্য্যে ভুলিবে না কর।

দিন। স্থির কর মন,
ক্রোধে বোধাবোধ শূন্য নাহি হব।
(উভয়ের হাতে হাতে মিলাইয়া।)
ভাগ্যবতী স্নেহের পুতলি।

প্রিয়তম পৃথ্বীধর
এতদিন আছিল আমায়,
প্রফুল্ল হৃদয়ে
আজি হ'তে দিলাম তোমায়।
আসি তবে—বিদায় এখন।

পৃথ্বী। না—
আমি যাব তব সাথে—

দিন। আশাবতী লয়ে যাও হাত ধ'রে,
আদর জাননা?
হয় তো
লগন সময় পুনঃ হব উপস্থিত
হইতে মগন তোমাদের সাথে সুখে।

[পৃথ্বী ও আশার প্রস্থান।

দিন। এই বার—
এই বার মন্দাবতী তোমার সেবায়
থাকে কিম্বা যায় প্রাণ, তুচ্ছ এই কায়!

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

ভা'য়াত সভা।

মতিচাঁদ, দুলাই, সর্দ্দারগণ ও দণ্ডায় সিংহ।

দুলাই। এঁ্যা, না করিতে আক্রমণ,
এত শীঘ্র
পলাইল শত্রুদল আগে হ'তে!

দণ্ডার। হে সুধীর সর্দ্দার মণ্ডলী
রাজ্যের ভূষণ সবে,
কি কবে অধিক দাস;
সবে মাত্র করেছি সজ্জিত
অসীম সাহসী রাজ্যের হিতৈষী
মম বীরদলে,
কোথা হ'তে
ঠিক যাদু বলে যেন
বার্ত্তা গেল চ'লে বিপক্ষ শিবিরে
ছিল ক্রুদ্ধ, পেলে শঙ্কা
থামিল যুদ্ধের ডঙ্কা,
তাম্বু তুলে পলাইল পাহাড়ীয়া দল,
বন্ত পশুর সমান
আপন বিবরে সবে;
চর মুখে পেয়ে সমাচার
করিলাম সসন্ত্রমে সবার গোচর;
রাজ্যের মঙ্গল হেতু হয়ে জ্ঞানহারা
লঙ্ঘন করেছি বিধি;
প্রস্তুত শাস্তির তরে।

মতি। হে পণ্ডিত সর্দ্দার সজ্জন,
ভ্রাতৃগণ করহ শ্রবণ!
সত্য বটে
তা'রাতের অনুমতি আগে,
প্রবেশিয়া গড়ে

খুলি অস্ত্রের ভাণ্ডার,
বিধি বহির্ভূত কাজ করেছে দণ্ডার;
সত্য বটে
আপনার মনের মহত্ত্ব গুণে,
দোষ করিয়ে স্বীকার
যাচিছে আপন মুখে আপনার দণ্ড;
কিন্তু সবার ইচ্ছায়
ভা'য়াতের সভাপতি আমি;
শুন সবে মম অভিপ্রায়।
দূরে যাক দণ্ডারে দণ্ডের কথা,—
যেই ভীষণ বিপদে
আজি সবে পেনু পরিত্রাণ,
হ'ল রক্ষা মন্দাবতী বিপক্ষের করে,
বিনা রক্তপাত প্রজাক্ষয় অর্থ ব্যয়,
একমাত্র
সেনানীর অপূর্ব্ব বুদ্ধির বলে।
উচিত সবার হয় এই সভাতলে
প্রদানিতে বীরমাল্য সেনাপতি গলে।
দণ্ডার!—
আজি প্রকাশ্য সভায়
এ ভা'য়াত ধন্যবাদ দিতেছে তোমায়।

দণ্ডার। মান্যবর সভাপতি!
অতি দীন যোদ্ধা আমি,
ভৃত্য তব এ রাজ্য সেবক,

পালন করেছি মাত্র কর্ত্তব্য আমার
ইথে আর পুরস্কার কিবা প্রয়োজন!
কোন গুণে ল'ব ধন্যবাদ?
কর্ম্মফলে প্রভুদল সন্তুষ্ট সবাই,
ধন্যবাদ এ অধিক নাহি আমি চাই।

দুলাই। না না
তব কর্ম্মফলে এখন (ও) জীবিত মোরা,
ধন্যবাদ অবশ্য দানিব।

মতি। হে বীর দণ্ডার
হায় কত গুণ বাখানি তোমার!
হয় মনে
রাজ্যেশ্বর বলি তোমা করি সম্বোধন;
ভুজ বলে বুদ্ধি বলে
কর প্রজার রক্ষণ;
এ বিপত্তি কালে
রাজ্য ঘেরা শত্রু জালে,
যুদ্ধের আশঙ্কা সদা।

দুলাই। অন্তরের অন্তর হইতে
সুন্দর প্রস্তাব করি আমি সমর্থন,
ল'য়ে রাজার আসন
করুন দণ্ডার সুখে প্রজার পালন।

দণ্ডার। হে পণ্ডিত সর্দ্দার মণ্ডলী—

দুলাই। মহামতি সেনাপতি
করি হে মিনতি ক্ষণেক নীরব রহ;

এ সভায় জানি মোরা সবে
নিজ বিনয়ের গুণে কিবা কবে তুমি।

দিন। (নেপথ্যে) নীচাশয় দাস কারে দিস বাধা?
চণ্ডালের হাতে করাইয়া বেত্রাঘাত
দ্বিধা ক'রে দিব শির।

সকলে। ওকি কি কি কি?

মতি। গভীর যুক্তির কালে
মন্ত্রণা আগারে,
অসভ্যের ন্যায় করি কলরব
কে করে প্রবেশ?

(দিনকরের প্রবেশ)

দিন। কেহ নয়, সর্দার জনেক।
প্রথম জিজ্ঞাস্য কিছু আছয়ে আমার,
কেন দেখিলাম পথে, আসিবার কালে
বসিবার তরে
তোমা সবাকার সাথে পবিত্র সভায়?
কেন দেখিলাম পথে পথে?
অস্ত্রধারী সৈন্যগণ করে বিচরণ?
সুধু পথে নয়,
এই পবিত্র মন্দির দ্বারে
কাতারে কাতারে
নগ্ন-অসি সৈন্যবৃন্দ দিতেছে পাহারা!
পুনঃ জিজ্ঞাসি সবার,

শান্তভাবে ধীরে ধীরে চিন্তায় মগন,
কর্ত্তব্য সাধনে
প্রবেশিতে যাই এই সভার ভিতর,
কেন
অসি তুলি দস্যুদল রোধিল আমায় ?
সর্দ্দারের অধিকার গিয়েছে কি মোর ?
মন্ত্রাগারে নাহি মম স্থান ?
কাহার স্পর্দ্ধায় আমার গলায়
নরঘাতী যুদ্ধের নফর
অসি তোলে করিয়া সাহস ?
নাম তার পাষণ্ড পাহাড়
কলঙ্কী নারকী নীচ বিশ্বাসঘাতক !
কার বলে
সৈন্যদলে ঘিরেছে ভা'য়াত সভা ?

মতি। ভ্রাতৃগণ কঠিন সমস্যা !
শুভাশুভ দেশের মোদের
নির্ভর যাহাতে করে,
হইবে অচিরে করিতে পূরণ।
বাতুলের প্রলাপ বচন
শ্রবণের যোগ্য নহে এবে !

দুলাই। এক কথা শুধু আমি করেছি জিজ্ঞাসা,
যদি ভুজবলে বুদ্ধির কৌশলে
না রক্ষিত দণ্ডায় মোদের,
কি হইত এতক্ষণ দশা সবাকার ?

দিন। কি হইত দশা ?
অধীনতা হীনতার বিপরীত দশা !
আর কোন দশা !
স্বাধীনতা গরিমায় হইয়ে উজ্জ্বল,
অবহেলে
ভুঞ্জিতাম স্বাধীন জাতির সুখ ;
বিধিদত্ত মানবের সত্ত্ব সমুদয়
নিজের রাজ্যের কার্য্যে নাহি হ'ত ক্ষয়।
মুক্ত প্রাণে
রাজপথে করিতাম বিচরণ,
মুক্তদ্বার হ'ত মন্ত্রাগার,
মুক্ত কণ্ঠে কহিতাম কথা
মুক্ত করে কাজ।

মতি। সম্ভাষি জিজ্ঞাসি আমি সচীব সকলে,
সহিব কি স্থিরভাবে
বিদ্রোহীর বিদ্বেষ বচন ?

দিন। বিদ্রোহী ! বিদ্রোহী !
হাঁরে মতিচাঁদ কে ছিল বিদ্রোহী,
যবে
মম অভিযোগে সমগ্র ভা'য়াত সভা
ষড়যন্ত্রকারী ব'লে,
এক বাক্যে
সৈন্যাধ্যক্ষে করেছিল কর্ম্মচ্যুত ?
যবে বর্ষণ বিহীন কর্কশ গর্জ্জনে,

কুতিক্ত বক্তৃতা তব
গিয়েছিল আকাশেতে ভেসে,
তবে কে ছিল বিদ্রোহী ?

দুলাই। চুপ চুপ চুপ দিনকর
সভাকার্য্যে হতেছে ব্যাঘাত ;
নহে—

দিন। কি—কি, কে বলে আমারে চুপ ?
দুলাই চাঁদ ?—
বচনের ছাঁদে মিঠি মিঠি বুলি,
যেন ভূমিগতা লক্ষ পাদুকার ধুলি ;
তুমি ?
ভাল ভাল শুনি কি তব প্রস্তাব ;
ভাল রহিনু নীরব।
বল।

মতি। এইবার কর স্থির
প্রবীণ সচীবগণ।
যোগ্যতর কেবা আর
মহাত্মা দণ্ডীর চেয়ে ?—
আমাদের শীর্ষস্থান করে অধিকার,
দেখে রাজকার্য্য আমাদের হ'য়ে ;
সুধু কেন তাই ?—
সম্পূর্ণ প্রভুত্বে করে রাজ্যের শাসন ;
যেই কার্য্যে
বহুদিনে প্রমাণ হয়েছে ধার্য্য

অন্যায্য অযোগ্য রূপে ব্রতী মোরা এবে।
যদিও
মনে মনে অনেকের আছে অভিমান,
নাহি
মোদের সমান কেহ শাসক পালক,
বল একমাত্র মহান্ দণ্ডার
হয় কিবা নয় যোগ্যতর ?

দুলাই। কে তবে অধিক যোগ্য ?
বীর ভোগ্যা বসুন্ধরা,—
এ বিপত্তি কালে একমাত্র স্তম্ভ হ'য়ে,
কে আর ধরিবে শিরে
বিপুল ক্ষমতা ভার ?

মতি। যদি তাই হয়,
কিবা চায় রাজ্য আর মঙ্গল অধিক
সাধারণ প্রজাগণ তরে !
কি অভাব আমাদের—কি করি আমরা !
মন্ত্রণার ভাণে
এক সঙ্গে বহু লোক করিয়ে জনতা,
কেবল কলহ তর্ক বাচাল বক্তৃতা
এই তো মোদের কাজ !
তাই বলি ওহে সর্দ্দার মণ্ডলী,
ওহে স্বদেশীয়গণ,
চাই
করিতে বরণ হেন জন উচ্চপদে,

যিনি ভুজ বলে বুদ্ধির কৌশলে
সমস্ত প্রভুত্ব পেয়ে করতলে,
আমাদের চেয়ে
ভালমতে করিবেন রাজ্যের শাসন ;
তাই স্বার্থে দিয়ে বিসর্জ্জন,
সাধারণ হিতের কারণ,
এই শুভক্ষণে, আজি প্রকাণ্ড সভায়
সভাপতি রূপে আমি করি হে প্রকাশ—
এইক্ষণ হ'তে হ'ক ভায়াতের নাশ।
কেশরী বিক্রমে, বুদ্ধে বৃহস্পতি
ঐশ্বর্য্যে কুবের সম,
রাজ জ্ঞাতি মহান্ দণ্ডার
আজি হ'তে
হইলেন মন্দাবতী রাজ্যের ঈশ্বর।

দিন। রাজ্যেশ্বর ! রাজা।

১ম সর্দ্দার। এতে সম্পূর্ণ সম্মতি মোর।

২য় সর্দ্দার। এ প্রস্তাবে আমিও সম্মত।

ভুলাই। সকলেই সকলেই সন্তুষ্ট ইহাতে।

দিন। সকলে—সকলে !
সত্য কিহে সন্তুষ্ট সবাই ?
হ'ল সর্ব্বনাশ ;
জাতির জাতিত্ব প্রজার স্বাবত্ব,
সমুদয় সত্ব
[illegible] হ'ল বিসর্জ্জিত

ছুড়ি দিয়ে নিল কাড়ি প্রজা অধিকার।
আর সন্তুষ্ট সবাই!
আরে রে রে ক্রীতদাস দল,
ও হো
পিতৃহন্তা মাতৃঘাতী পাতকী নিচয়,
ওহো ভগবান ভগবান
কি বলিব আর!
মুখপানে চাহিয়া এদের
সম জাতি মনুষ্য যে আমি,
এ কথা বলিতে হইতেছে লজ্জা মোর!
হাঃ হাঃ কি করিলি কি করিলি,
স্বহস্তে স্বেচ্ছায় দিলি কি না ডালি
প্রাণাধিক প্রিয়তর স্বাধীনতা ধন?
রাজ্যের প্রধান ভিত্তি করিলি খনন?
ঠেলে ফেলে
দিলি ওরে গৌরবের চূড়া তার!
স্বেচ্ছাচার অত্যাচার,
রক্তারক্তি একাকার,
পীড়িতের হাহাকার,
হবে এবে পবিত্র মন্দিরে!
কেন কিসের কারণ,
ওহে ভাইগণ
নিজ করে বাঁধি শিলা আপন গলায়,
ডুবিতেছ অনয়ের মত

আদর্শ-বন্ধু।

অতল গরল সাগর আঁধারে!
কভু কি পাইবে কূল,
কভু কি ভাসিবে আর?
যদি কভু ভাস হায়
পূতিগন্ধ শব প্রায়,
জগৎ কুঞ্চিবে নাসা দেখিয়া ঘৃণায়;
কেনরে কেনরে ভাই
স্বহস্তে রচিয়া চিতা অগ্নি জ্বালি তায়,
দিতেছ ইচ্ছায় ডালি আপনার কায়?

৩য় স। আমি কভু দিই নাই মত।

৪র্থ স। না—না আমিও না।

৫ম স। না—না—

দিন। হও চিরজীবি লও ধন্যবাদ।
কেরে ভাই
ক্ষীণ কণ্ঠে উৎকণ্ঠা করিলি বারণ!
কিন্তু হায় হায় হায়,
কয়জন মাত্র পাত্র
দুর্ব্বল ভাষায় তুলিল আশার রব!
ছি ছি মন্দাবতীবাসী!—
না না কর মাপ,
নাহি দিব শাপ না বলিব কটু।
করপুটে জানুপাতি করি নিবেদন,
ওহে স্বদেশীয়গণ
ভ্রাতার সমান সবে জীবনের ধন,

দেখ অন্ধ আঁখি অশ্রুতে আমার,
কণ্ঠে বাক নাহি সরে আর ;
দেখ হীনজন প্রায় লুণ্ঠিত ধরায়
ধরি সবাকার পায়,
বচন না যুয়ায় আমার !
কি বলিব আর—
জ্ঞানহীন বাক্যে দীন আমি !
দেখি আজিকার এই ব্যবহার
স্বর্গে বসি শোকে সবে ফেলে অশ্রুধার !
সন্তানেরে স্বাধীনতা দিতেছে বিদায়,
দেখে—
স্বর্গ-আত্মা করে হায় হায় !
গৃহেতে রমণী আছে
কেমনে যাইবে কাছে ?
শিশুসুত ল'য়ে কোলে
চখের সুমুখে তুলে
কেঁদে কেঁদে সুধাইবে যবে সবে,
কেন পুত্র কেন নাথ কেন ভাই,
কোন দোষে
এ সবারে করিলে হে চিরদাস ?
কি উত্তর দিবে তবে,
কেমনে লজ্জায় তুলিবে বদন হায় ?

মন্ত্রি। প্রধানের পদে প্রতিষ্ঠিত আমি ;
তুই এক ক্ষুদ্রজন হইলে অমত

প্রভৃত আমার মতে হবে তা' খণ্ডন ;
আমি বলি এইমত এইমত,
রাজদণ্ড দণ্ডারের করে।
জানুপাতি করি নমস্কার
বলি রাজ্যেশ্বর সম্ভাষি তোমায় ;
জয় মহারাজ দণ্ডারের জয়।

সকলে। জয় মহারাজ দণ্ডারের জয়।

দণ্ডার। বন্ধুগণ স্বদেশের সজ্জন সকল
কৃতজ্ঞ রহিনু আমি সবাকার ঠাঁই।

দিন। হা দেবগণ হা ভগবান!
হা—হা মাতৃভূমি জননী আমার।

দণ্ডার। অবসর মতে মুকুট পরিব শিরে;
রাজদণ্ড করিব ধারণ,
যোগ্যজনে মিত্রগণে করিব সম্মান ;
কিন্তু চাহি এবে
করিবারে দূর এই পুরী হ'তে,
যা'দের উৎপাতে
শান্তিভঙ্গ হয় রাজত্বের,
যা'রা চীৎকার কলহ করে
প্রতিদ্বন্দ্বী হ'তে রাজশক্তি সনে।
(অগ্রসর হইয়া দিনকরের প্রতি)
যাও যাও চলে

দিন। ভা'রাতের সভ্য আমি,
ভা'রাতসভার মাঝে

রহি দাঁড়াইয়ে নির্ভীক অটল।

দণ্ডার। বেয়াদব বিশ্বাসঘাতক,
সম্মুখে আমার
মুখের উপরে হেন কথা কও?

দিন। বিশ্বাসঘাতক!—কা'কে? কা'কে হেন কথা?
বুকে হাত দাও আপনার,
দেখিবে
বিশ্বাসঘাতক কোথায়!
মন্দাবতী মন্দাবতী!
মাগো এই ছিল ভাগ্যেতে তোমার!
হা ধর্ম্ম—স্বাধীনতা!
তোমাদের নামে
আজি হ'ল হেন ব্যভিচার!
যেই নাম নিলে রসনায়
পুলকেতে প্রাণ ভেসে যায়,
মানব হৃদয়
উচ্চ হ'তে উচ্চস্তরে করে আরোহণ;
মাতা মন্দাবতী সতী
হারালে মা হারাইলে চিরদিন তরে!
নারে নারে দণ্ডার
আমি নহি প্রতারক,
কিন্তু মাতৃভূমি ভক্তিবলে
এই সভাতলে
ডেকে বলি প্রতারক তুমি।

দণ্ডার। রক্ষীগণ রক্ষীগণ।

দিন। বাঃ বাঃ হইয়াছে সুরু,

গুরু ডাকিতেছে নরঘাতী চেলা দলে!

(পাহাড় সিংহ ও কতিপয় সৈন্যের প্রবেশ।)

দণ্ডার। বন্ধন কর।

দিন। বটে!

তবে লহ লহরে পামর,

একজন স্বাধীনের

এই শেষ—শেষ উপহার!

(দণ্ডারকে ছুরিকা হস্তে আক্রমণ, সৈন্যগণ
কর্ত্তৃক দিনকরকে বন্ধন।)

নে—নে, ভাগ্য তারা তোর উন্নত এখন;

মন্দাবতী—প্রাচীন নগরী

আজি হ'ল ধূলিসাৎ!

বস্! হ'য়ে গেছে,

আর কি?

অধম গোলাম মোরা জনমের তরে!

দণ্ডার। শুন সভাস্থ সকলে,

যদি কেহ থাকে হে বিদ্রোহী

গর্ব্ব খর্ব্ব হবে তার এবে।

দৃষ্টান্ত দেখা'ব আজি অতীব ভীষণ,

সাবধান হ'বে যা'তে

রাজদ্রোহী নরঘাতী নীচাশয় যত।

এই দিনকরে দিব জল্লাদের করে ;
ঘাতকের জঘন্য কুঠার,
সামান্য তস্কর সম
কাটিবে ইহার শির ;
না দিব যোদ্ধার মত অসির সম্মান।
ইতর জনের প্রায় লইয়ে মশানে
অদ্যই ঘাতক ছেদন করিবে শির।

দিন। স্বদেশীয়গণ, সর্দ্দারের দল
পুতিয়াছ বিষবৃক্ষ—হাতে হাতে ফল !
আনন্দে ভক্ষণ করি নিদ্রা যাও
পার যদি বিষাক্ত বহ্নির মাঝে!
দাসের শৃঙ্খল
করিতে ধারণ হইয়াছি বাদী,
ভুঞ্জ দাসত্বের সুখ, ক্ষম অপরাধ।
ওগো মা জনম ভূমি!
আজি মনে রেখ তুমি,
তোমার উদ্ধার তরে
অনেক যতন ক'রে না পেয়ে উপায়,
ম্লান রাঙ্গাপায়
এই দেহ দিব বলিদান।
চলরে পাহাড় লয়ে চল কারাগারে।

[দিনকরকে বেষ্টন করিয়া পাহাড় সিংহ ও
সৈন্যগণের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

অলিন্দ।

(পৃথ্বীধর।)

নেপথ্যে। জয় মহারাজ দণ্ডারের জয়। (কোলাহল।)

পৃথ্বী। কিসের এ কোলাহল!

বরিষার কালে ভীষণ কল্লোলে

নামে যথা জলস্রোত পর্ব্বত হইতে,

সেই মত

গোল আজি হ'তেছে নগর ময়!

দেবগণ কি হ'ল কি হ'ল!

সখার কারণে

উৎকণ্ঠায় কাঁপিতেছি আমি;

কে আছ ওখানে?

(একজন ভৃত্যের প্রবেশ)

তা'হাতের সমাচার শুনিলে কি কিছু?

ভৃত্য। না প্রভু।

পৃথ্বী। হ'ল বহুক্ষণ,

পাঠায়েছি সংবাদের তরে

ফিরেছে কি কেহ?

কাম চোট্টা অলসের দল!

ভৃত্য। এখন (ও) ফিরেনাই কেহ।

পৃথ্বী। যাও শীঘ্র দ্রুতগতি

সৌমিত্রে সত্বর ডাকি

জানত সর্দ্দার দিনকরে,
দেখ ভাল ক'রে তাঁরে,
কি বলেন কি করেন তিনি ;
যাও যাও—

ভৃত্য। যথা আজ্ঞা প্রভু। (যাইতে উদ্যত)

পৃথ্বী। আর শুন—বেশ করে বুঝ
ক্রোধের লক্ষণ উত্তপ্ত বচন
হয় যদি কিছু তাঁর দণ্ডারের সনে।

[ভৃত্যের প্রস্থান।

যাও যাও—
যৌবনের উন্মাদ শোণিত
না বহে শিরায় আর ;
স্থির বুদ্ধি দর্শন শাস্ত্রের জ্ঞানে ;
তথাপি সথার আমার
হৃদয়ের তেজ বড়ই প্রখর।

(অপর ভৃত্যের প্রবেশ)

২য় ভৃত্য। প্রভু!

পৃথ্বী। কি সংবাদ কি সংবাদ—
এলে কি ভা'য়াত হ'তে ?

২য় ভৃত্য। না প্রভু
ভা'য়াত সভায় যাই নাই আমি।

পৃথ্বী। কি যাও নাই ?
আমি আজ্ঞা দিয়েছিনু যাইতে তথায়

২য় ভৃত্য । আমি নহি, অন্য একজন ।
আমি আসিয়াছি প্রভু নিবেদন হেতু
সকলে প্রস্তুত ;
পুরোহিত—
কুটুম্ব সমাজ উপস্থিত সবে ।
কন্যা হয়েছে সজ্জিত,
দেব দেবী প্রণামের তরে
মন্দিরে হইবে যাত্রা, আসুন সত্বর ।

পৃথ্বী । কি হয়েছে সময় ?

২য় ভৃত্য । লগ্ন ব'য়ে যায় প্রায়, বিলম্ব না সহে ।

[প্রস্থান

পৃথ্বী । ধৈর্য্যহারা কখন কি বর
হইয়াছে হেন বিবাহ বাসরে !
ভগ্ন মন—শুভ লগ্ন হ'ল উপস্থিত ;
কিন্তু কি করিব আমি চলে না চরণ,
দোলায় দুলিছে প্রাণ
দিনকর আশাবতী মাঝে ।
সখার না পাইলে সংবাদ
কোন সাধে মন নাহি যায় ;
বিষম বিপদে তিনি,
হয় ত বা মৃত্যু-মুখে !
আর প্রেম-ফাঁসি পরিবার আগে
নিশ্চিন্তে হেথায় আমি !
মৃত্যু-মুখে—সখা মৃত্যু-মুখে !

কেন হেন কথা এল মম মনে!
আর না আর না এখনি যাইব আমি।
পাথর বাঁধিয়ে পায়
আজি চলিছে সময়;
প্রতীক্ষায় উৎকণ্ঠায়
যখন অস্থির প্রাণ,
পল চলে মন্থর গমনে।
হা জগদীশ!
কেহ নাহি আসে, কেহ নাহি বার্ত্তা আনে
হৃদয়ের ভার মোর করিতে লাঘব!
কি করি—কি করি?
একি আশাবতী!

(আশাবতীর প্রবেশ)

আশা। প্রিয়তম পৃথ্বীধর!

পৃথ্বী। কেন আদরিণী?

আশা। শুনিনু গোপনে জননীর ঠাঁই
অসুস্থ হয়েছ তুমি,
তাই দেখ এই কন্যা সাজে
না করিয়া লাজ,
না করিয়া বাজ,
(আসিতে হেথায় যদিও উচিত নয়,)
তবু আইলাম ত্বরাত্বরি দেখিতে তোমায়;
সুধাইতে দেহের কুশল
করিতে সান্ত্বনা।

পৃথ্বী। কি বলিব জননী তোমার,—
কেন বৃদ্ধা হেন কালে
দিল ক্লেশ কোমল প্রাণেতে তব?
ছি ছি নাহি কিছু বিবেচনা!
প্রাণাধিক আছি আমি সুস্থ সুখে,
মহাসুখে—মহাসুখে!
শশীকলা না হও উতলা।

আশা। আর বলিতেছিলেন মাতা,—
কিন্তু সে কথায় আমি নাহি দিছি কাণ।

পৃথ্বী। কি—কি সে কথা?

আশা। বলিতেছিলেন
বসি চণ্ডীর ঘটের কাছে,
পাছে আছি আমি—না জানেন তিনি;
কেঁদে কেঁদে বলিলেন মাতা চণ্ডীকায়
খণ্ডিতে আপদ গ্রহ,
ফিরাতে বরের মন
যদি
বিবাহে বিরক্তি কিছু হ'য়ে থাকে তাঁর।

পৃথ্বী। আহা আহা সরলা আমার
কেন নয়নেতে বহে ধার?
শশীকলা হ'ওনা বিকলা,
উতলা অধিক ক'রনা আমায়
ফেলে তুমি আঁখি জল।
শুন সুকুমারী

এ হৃদয় দিয়েছি তোমায়,
বিকায়েছি কায়,
বাঁধা আমি রূপ-ফাঁদে তোর!
বালক বয়সে খেলিতে খেলিতে
গলায় দিয়েছি মালা,
পুনঃ আজি বালা পরা'ব যে হার
জীবন থাকিতে টুটিবে না আর;
জীবনের পারে সেই হেমহারে
অমরায় র'ব গাঁথা দুই জনে!
হাসিলে কি শশীমুখী?
শুখা'ল শিশির, ফুটিল কমল!
দেখে ওই হাসি, প্রেম ফাঁসি পরিবারে
হৃদয়ে ধরিতে তোরে হইনু অধীর।
চল চল আশাবতী
চল আনন্দ দায়িনী
আমাদের অপেক্ষায় রয়েছে সকলে। (গমনোদ্যত)

(লট্‌কার প্রবেশ)

কোথা লট্‌কা—
বল বল কোথা তোর প্রভু?
ক'বঁ দুটো কথা, বল কোথা তিনি;

লট্‌কা। সর্দ্দার হামাকে তোকে লিয়ে যেতে বলেছে।

পৃথ্বী। কোথায়—কোথায়?

লট্‌কা। সে—সে আপনি বল্‌বো।

আদর্শ-বন্ধু।

পৃথ্বী। কোথায় ?—
কখন হইবে দেখা ?
এক কথায় পার না বলিতে ;
ও হো হো হো
বুঝিয়াছি বুঝিয়াছি আঁখি দেখে তোর,
মৃত্যু ! মৃত্যু !—
প্রাণ দণ্ড হইয়াছে সখার আমার !

লট্টকা। রাজা—রাজা—হ্যাঁরে হামার রাজা—
রাজারে হামার—
বাপারে হামার—

পৃথ্বী। দিননাথ দিননাথ
এই হ'ল অবশেষ !
হা সখা—হা সখা
ছি ছি বিশ্বাসঘাতক স্বার্থপর আমি !—
অচল অটল দেখিনু দাঁড়ায়ে,
যবে বন্ধু পতঙ্গের প্রায়
গেল বেগে জ্বলন্ত পাবক মুখে !
যথা দেখে লোক দীপ্ত দিনকরে,
সেই মত সুস্পষ্ট বুঝিনু আমি,
অসংখ্য নৃশংস বিপক্ষ সমাজে
ক্রোধে একা গেলে
সখা নিশ্চয় হারা'বে প্রাণ।
ধিক ধিক ভীরু প্রাণ !
আমার বিপদে

কভু সখা না করিত হেন ব্যবহার !

ধিক্ ধিক্‌রে আমায় !—

লট্‌কা। শুন সর্দ্দার—

পৃথ্বী। ব'লনা—ব'লনা—কিছু না বলিতে হবে,

জানি আমি কিবা আসে তব রসনায়।

হায় পক্ষীর সমান

যা'ব আমি সখার সদনে,

নহে শবদেহ তার

নীরবেতে তিরস্কার করিবে আমায়।

আশা। পৃথ্বীধর পৃথ্বীধর কি কর কি কর ?

পৃথ্বী। আর না—আর না—ধ'র না আমায়,

যেতে দাও সখার সকাশে।

আশা। শুন প্রিয়তম—

পৃথ্বী। ছেড়ে দাও, শুন কথা—

নহে

তুমি আমি সম পাপী বন্ধুর মরণে;

রূপের ছটায় মধুর কথায়

তুমি ভুলায়ে রাখিলে মোরে,—

বিশ্বাসঘাতক অন্ধ পাতকী যে আমি

রহিলাম ভুলে রমণী অঞ্চলে বাধা !

কামিনী—কামিনী জগৎ ভুলানি

রহ দূরে ;— (কিঞ্চিৎ সরাইয়া দেওন)

আশা। হা নির্দ্দয় !

পৃথ্বী। কেঁদেছ—কেঁদেছ ?

আশাবতী কাঁদাইনু তোরে !

ক্ষমা কর,

দয়া কর, বাতুল উন্মাদ আমি।

কি করি কি করি ? ওহো আশাবতী

নাহিক উপায়,

প্রাণ যায় সখার আমার !

অদৃষ্ট আকাশে মোর

উঠেছে রাক্ষস গ্রহ,

লয়ে যায় ছিঁড়ে মোরে তোর হৃদি হ'তে !

চল চল লটুকা চল চল।

[পৃথ্বীধর ও লটুকার প্রস্থান।

আশা। পৃথ্বীধর পৃথ্বীধর

ছায়া যাবে সাথে সাথে।

[আশাবতীর প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কারাগার সম্মুখস্থ পথ।

(দিনকর।)

দিন। (স্বগত) পা'বনা পা'বনা দেখিতে আর,

মুদিবে কি আঁখি না দেখে সে শেষ দেখা ?

বুঝ তো পতির প্রাণ পিতার মমতা,

তবে হেন ব্যথা কেন দিতেছ অপরে ?

হ'লনা স্মরণ ?

মম আবেদন যবে করিলে অগ্রাহ্য

মাৎসর্য্যের ভরে হে দস্তার,
আছে নিজ ঘরে বনিতা দুহিতা!
ভাল কেন এ পিয়াসা,
আঁখি মুদিবার আগে দেখিতে বাসনা!
যা'ব কোথায় যে চ'লে কোন্ অন্ধকারে!
বিস্মৃতি-সাগরে
কিছুক্ষণ পরে হইব মগন!
কেন তবে এই দরশন আশ?
সকলি তো বুঝি সকলি তো জানি,
কেহ কারু নয় মিছা অভিনয়;
তবে নির্ব্বোধের প্রায়
এখনও হৃদয়
কামনায় কেন কাঁদে সাধে?

(চট্টসাঁইয়ের প্রবেশ)

চট্ট। কাঁদে কি সাধে, ঐ এক জায়গায় বাধে!
বুদ্ধিফুদ্ধি চিত্তশুদ্ধি শুনতে বড় বেশ।
পরের বেলা বুঝিয়ে দিতে, নাইক জ্ঞানের শেষ॥
কি বুদ্ধি থাকে মাথার ভিতর, আর একটা কে বুকে।
সেইটে দেয়না হেসে খেলে যেতে শিঙ্গে ফুঁকে॥
তারি বাপ তারি মা তারি মাগ ছেলে।
বেরাল কুকুর কোলে করে এসব না পেলে॥
সেই পাঠায় ঠোঁটে হাসি, চোখের কোণে জল।
চট প'রে তার খটকাতে ভাই হ'য়েছি পাগল॥

দিন। কি সাঁইজী যে, আপনি তো মহাজ্ঞানী।

চট্। তা ঠিক জ্ঞানের আমার অবধি নাই, তা না হ'লে অজ্ঞান হ'য়ে ঘুরে ঘুরে মরি?

দিন। আপনি যে যথা তথা ভ্রমণ করেন তা জীবের হিতের জন্য।

চট্। এ বদনাম কেন বাবা!—কোন্ দিন তোমার কি হিত করেছি? খামকা একটা দাবী ঘাড়ে চাপাও কেন? তুবড়ী-বাজীতে আগুণ দিয়েছ, জ্বলন্ত ফোয়ারা ছুটেছে, ফুল কাটছে; বারুদও ফুরুবে, অন্ধকারে খোলটা প'ড়ে থাকবে।

দিন। কিন্তু আপনার ঐ তুবড়ীর আলোয় অনেকে পথ দেখতে পায়।

চট্। আর খুদে খুদে পোকামাকড় বেচারাও বিস্তর মারা পড়ে; সে যা হ'ক এখন তোমার কি জ্ঞানটার আবশ্যক?

দিন। জানেন কি আমার আসন্নকাল নিকট!

চট্। বেশ তো, আর কাঁটাখোঁচা ভেঙ্গে পথ চলতে হবেনা, ঘরে পৌঁছে নিশ্চিন্ত হ'বি।

দিন। কিন্তু পথে যা'রা সঙ্গে ছিল, তা'দের জন্যে প্রাণ এত আকুল হচ্ছে কেন?

চট্। বারণ করনা।

দিন। বারণ শোনে কই?

চট্। তোর অত বুদ্ধি, এত বড় একটা রাজ্যি চালালি, আর এইটে ঠিক করতে পাচ্ছিসনি? কত শাস্ত্র পড়েছিস, জানিস তো সব মায়া!

দিন। জানি বটে এ সংসার মায়াময়,

দারা পুত্র কেহ কারু নয়!
আছে এই আজি নানা ভাবে সাজি,
এই চলে যায় যেন ছায়াবাজী প্রায়!
সবই বুঝি—সবই জানি,
তবু মন বারিবারে নারি;
চুরি করে আসে বারি নয়নের কোণে,
স্মরি তাহাদের মুখ—
জুড়াইত বুক যারা দুঃখের সংসারে!
জানি—
দীনবন্ধু দয়াময় উপায় সবার,
তবু প্রাণ করে হাহাকার;
ভেবে অকূলে যেতেছি ফেলে,
ছিল যারা
স্নেহের পুতলি মুখ চেয়ে মোর।
একি ঘোর মনের বিকার!
বুদ্ধি তর্কে না কুলায় আর;
পরমাত্মা সদা নির্ব্বিকার
তবে কেবা করে আকুল পরাণ?

চটু। আছে চিতের ভেতর চিত
গেড়ে মস্ত ভিত, করে বুদ্ধির উপর জিত।
এই হাড় আর মাসে ফেলে ফাঁদে
খানিক হাসে খানিক কাঁদে,
সেটা আর কেউ নয়—
তোর হৃদয় তোর হৃদয়!

তারে ফেলবার নয়—তোলবার নয়,
সে সকল কয়—সকল সয়,
সে একেই পাঁচ—একেই ছয়,
ওই তোর হৃদয় তোর হৃদয়!

গীত।

ওই বুদ্ধি ছাড়া আর কিছু কি।
ওরে সেই টুকুতে ঠেকে গেছি॥
ও সে তোর হৃদয় তোর হৃদয়!
শাস্ত্রতর্ক আর বিচারে,
প্রমাণ করি সব মিছারে,
তবু আর কেটাকে, কোথাথেকে
টানদে ধরে মনকাছি॥
ও সে তোর হৃদয় তোর হৃদয়!
জানে সবাই সব মায়া,
কায়াখানা কেবল ছায়া,
জায়া সুত ভগ্নী ভায়া
খালি ছবির খেলা. ছায়াবাজী।
একজন খালি হয়না রাজী॥
সে তোর হৃদয় তোর হৃদয়!
মায়ার জলে রান্নাবান্না,
মায়ায় খুঁজি হীরে পান্না, মায়ার দোরে দিয়ে ধন্না,
হন্তে হয়ে ঘুরতে লেগেছি. ঘোরাচ্চে যে কানামাছি।
সে তোর হৃদয় তোর হৃদয়।

তবু বুদ্ধি ছাড়া আর যে আছে,
বেঁধে রেখে মায়ার কাছে, পাক খাওয়াচ্ছে ঘানিগাছে,
এমনি সেটার কারসাজী।
সে বোঝেনাকো বুঝিসুঝি,
ভবের মেলা ভোজের বাজী॥
সেই পাজীটা তোর হৃদয় তোর হৃদয়!
যা' বলবার ছিল বল্লুম শেষে,
চটুসাঁই যে চল্লো দেশে,
কাজ ফুরুলো, গাছ মুড়ুলো, সাঁই গুড়ুলো মাটির কাজ।
আজ থেকে তাঁরি অনুদয়॥

[প্রস্থান।

দিন। ঠিক ঠিক, হৃদয়—হৃদয়!
দয় ব'লে নাম তার হয়েছে হৃদয়!
হৃদয়ইতো পিপাসা বাড়ায়,
আশারে তাড়ায়,
দেখাইয়ে প্রলোভন তখনি ভাঁড়ায়
হৃদয় আপন করে,
আপনে গোপন করে,
পর তরে অশ্রুধারে আঁখিরে ভাসায়।
মমতা-নেশায় আসন্ন সময়
মানবে মাঁতায়ে রাখে;
ধন্য ধন্যরে দণ্ডার!
জীবনের সাথী এ হেন হৃদয়ে
অনায়াসে দে'ছ বলিদান।

(পাহাড় সিংহ ও রক্ষীগণের প্রবেশ)

পাহাড়। সকলি প্রস্তুত,
প্রস্তুত—প্রস্তুত।

দিন। মুহূর্ত্তের তরে কর অপেক্ষা পাহাড়।
পারি নাই বিদায় হৃদয়ে নিতে
তব প্রভুর সমান,
তাই কেঁদে উঠে প্রাণ ;
সাবধানে শুন এক শেষ অনুরোধ,
দিও এই লিপি পৃথ্বীধর-করে—
একমাত্র বন্ধু যেই, তত্ত্ব লবে মোর।
মিনতি তোমায়,
যদি কভু দেখ পৃথ্বীধরে
ব'লো তারে,
দিনকর মরণের পূর্ব্বক্ষণে
করিয়াছে সখারে আশীষ।
আরও ব'লো—
নিশ্চিন্তে মরেছি আমি,
শান্ত মনে সুদৃঢ় বিশ্বাসে।
জানি বন্ধু [illegible] পিতৃভাবে
করিবে পালন [illegible] শিশুরে মোর
উদার হৃদয়—

নেপথ্যে পৃথ্বী। হঠ হঠ সেনাগণ,
অসম্ভব।

হত্যা করিবে তাহায়
আমা সনে আলাপের আগে ?

(পৃথ্বীধরের প্রবেশ)

পৃথ্বী। আত্মীয় কুটুম্ব বন্ধু সব আমি তাঁর,
হৃদয়ের ভাই,
আপন হইতে আপনার।
মৃত্যু আগে বলিবার থাকে যদি কিছু,
আমি মাত্র অধিকারী শুনিবারে তাহা ;
ছেড়ে দাও পথ।
হা দিনকর ! হা দিনকর !

দিন। শেষ বাঞ্ছা ছিল মনে দেখিব তোমায়,
কিন্তু—
কেঁপেছিল হৃদি ভেবে সাক্ষাতের ভয় ;
ধৈর্য্য ধর পৃথ্বীধর, পুরুষ আমরা—
পুরুষের রোদন না সাজে !

পৃথ্বী। দণ্ডাজ্ঞার সাথে সাথে মৃত্যু !
নাহি সহে মুহূর্ত্ত বিলম্ব ?
দিনকর ! কোন আশা নাহি আর,
সকলি কি অসম্ভব ?

দিন। আমার স্বপক্ষে অসম্ভব সব !
দণ্ডারের পক্ষে সকলই সম্ভব !
পড়িয়ে মায়ায়, বারেক জায়ায়
দেখিবারে হয়েছিল সাধ,

আনাইয়া তারে হেথা ;
তাই দ্বাদশ দণ্ডের তরে,
চাহিয়া সময় করেছিনু এই ভিক্ষা।

পৃথ্বী। দিলে না, দিলে না!

দিন। এক দণ্ড নয়!
কিন্তু আকুল হয়েছে প্রাণ
একবার
চুমিবারে স্নেহভরা সেই মুখ।
আহা! হবে অনাথিনী
আদরিণী প্রেয়সী আমার!
আহা!
অনাথ হইবে শিশু—বক্ষের পঞ্জর!
আহা! হ'ল না হ'ল না
নিরঞ্জন আগে আর একটী চুম্বন!
মুখে ভাষ নাহি আসে,
কণ্ঠে যেন বিঁধেছে কণ্টক ;
ছিছি হইয়ে পুরুষ
আজি কাঁদিলাম রমণীর মত!

পৃথ্বী। স্নেহ-প্রেমে গলা'য়ে হৃদয়,
যেই জন উথলে নয়নে
ভালবাসা জনার কারণ,
প্রতি বিন্দু তার পূরিত পৌরুষে ;
অমৃতের কণা ভেবে
দেবগণ চায় তার পানে।

বলিতে ছিলে না তুমি,
চাহ দেখিবারে একবার
বনিতায় বালকে তোমার,
চির বিদায়ের আগে ?

দিন। পৃথ্বীধর
যদি সহস্র বৎসর
হ'তো পরমায়ু মোর,
দিন দিন নব নব সুখ তায় ;—
সে সুখের সুদীর্ঘ সময়
হেলায় দিতাম ফিরে বিধাতায়,
মুহূর্ত্তের তরে—
যদি পারিতাম ধরিতে হৃদয়ে,
প্রাণের প্রিয়ারে, শিশু অংশু সহ !

পৃথ্বী। পাহাড় সিং,
ল'য়ে চল ভদ্র মোরে
এই দণ্ডে দণ্ডারের পাশে ;
উচিত মোর বলা মহারাজ,
নব অভিধান তাঁর ;
চল ল'য়ে রাজার নিকটে।
একি ! এই যে আসেন এইদিকে।

(রাজবেশে দণ্ডারসিংহ ও দুলাইয়ের প্রবেশ)

দেখ দেখ নবীন ভূপতি
চরণেতে পতিত তোমার আমি।

আদর্শ-বন্ধু।

যদি ভালবাস ভার্য্যারে তোমার,
যদি থাকে স্নেহ আপন সন্তান 'পরে,
যদি মায়াময় মনে
পার বুঝিবারে পতির পিতার মন,
শুন যোড়করে মম নিবেদন ;
দাও অনুমতি, ওহে মন্দাবতী-পতি
মরণের আগে
দিনকরে যাইতে ভবনে,
একবার দেখিতে বনিতা,
কোলে ল'তে স্নেহের পুতলি শিশু।
অষ্ট দণ্ড তরে প্রাণদণ্ড রাখ বন্ধ,
আমার চরণ করে
রক্ষিগণ পরাক শৃঙ্খল ;
মৃত্তিকার তলে—
ঘোর কারাগারে রাখুক আমায় ;
র'ব বন্দী বন্ধুর কারণ
যতক্ষণ ফিরে নাহি আসিবেন তিনি ;
দাও এই ভিক্ষা, শুধু এই ভিক্ষা দাও।

দণ্ডার। কি আশ্চর্য্য
বন্দী রবে পরের কারণ!
প্রাণদণ্ড প্রতীক্ষায়—
বন্দী তার বিনিময়ে!
কে তোমার—সহোদর?

পৃথী। না, না, ঠিক সহোদর নয়,

না—হ্যাঁ—

আমার—আমার প্রাণের অধিক ভাই।

দণ্ডার। দিনকর

পড়িয়া তোমার শাস্ত্র

বুঝি এই বাতুলতা!

দিন। নহে বাতুলতা,

নহে কোন আত্মীয় আমার,

যে ভাবে আত্মীয় লোকে বলে এ সংসারে।

ভালবেসে হৃদয়ে হৃদয়ে

হইয়াছি হৃদয়ের ভাই দুইজন।

দণ্ডার। (দিনকরের প্রতি)

তব অনুরোধে, আগ্রহে তোমার

ফেলিছে বিপদে আপনার শির।

পৃথ্বী। না, ঈশ্বর শপথ!

দণ্ডার। ভাল, শুনি তব সখার মিনতি।

(দিনকরের প্রতি)

যদি আমি মুক্তি দিই তোমারে এক্ষণে,

দিই অনুমতি যাইতে ভবনে,

বিনা রক্ষী

অথবা—

প্রহরী অলক্ষিতে রক্ষিতে তোমায়,

কিছু কি ভাবনা তব নাহি হবে মনে?

কোন বাধা ভয় এই বন্ধুর কারণে?

জান কি নিশ্চয়?

আসি ঠিক নির্দ্দিষ্ট সময়
আপন অদৃষ্ট-লিপি করিয়া পূরণ,
উদ্ধারিবে বন্ধুরে তোমার,
নিবারিয়ে প্রাণ-নাশ তার ?

দিন। নিশ্চয়—নিশ্চয়!
স্বর্গে বসি শুন দেবগণ,
আসিব সময়ে নিশ্চয় নিশ্চয়!
শূন্য-গর্ভ বস্তু করে শব্দ সমধিক;
দেখে সখার ব্যবহার
উথলিছে হৃদয় আমার,
নাহি শক্তি করিবারে বাক্য আস্ফালন।

দণ্ডার। ভাল রাখিলাম প্রার্থনা তোমার।
কত দূরে আছে তব পুত্র পরিবার ?

দিন। চারোয়ার গিরিধারে উপবনে মোর,
বার ক্রোশ হেথা হ'তে।

দণ্ডার। ভাল, পোনের দণ্ডের তরে
দিনু সময় তোমায়,
প্রাণদণ্ড বন্ধ রবে পঞ্চদশ দণ্ড।
মধ্যাহ্ন ভাস্কর মাথার উপর এবে,
যাও শীঘ্র—
পঞ্চদশ দণ্ড পরে,
ঠিক সন্ধ্যার সময়
উপস্থিত হইবে এথানে,
থাকে যদি ধর্ম্মভয়।

ইচ্ছা থাকে রক্ষিতে বন্ধুর প্রাণ।
যাও ল'য়ে যাও জামিনে কারায়। (দিনকরের বন্ধনমোচন)

দিন। আসি ভাই, কি কব তোমায়!

পৃথ্বী। কোন কথা না, কোন কথা না
যাও ভাই নিরাপদে
যেইখানে প'ড়ে আছে প্রাণ তব।
যাও দ্রুতগতি
একি আবার আঁখিতে জল!
ধৈর্য্য ধর ভাই।

দিন। ভাই ইচ্ছা ক'রে কাঁদি নাই,
কিন্তু
তোমা হেন বন্ধু,—এ হেন মহান্ প্রাণ!
বুঝি দেখে নাই দেবগণ অমরায়।

পৃথ্বী। আর কেন বিদায়—বিদায়!
এস হে নায়ক কর আবদ্ধ আমায়।

দিন। পাহাড় সিং,
দাও ভদ্র মোর সেই পত্রখানি;
পৃথ্বীধর, আর একবার
দাও কোল কর আলিঙ্গন। (আলিঙ্গন)
ভাই ভাই—
সত্বর আসিব, বিদায় এখন!

পৃথ্বী। যাও ঘরে গিয়ে দেখ সবে সুখী।

[দিনকরের প্রস্থান ও পৃথ্বীধরকে বন্ধন করিয়া রক্ষিগণের অপর দিকে প্রস্থান।

দণ্ডার। দুলাই দুলাই,
সত্য কি দেখিনু যাহা!
জাগ্রত কি আমি!
না—
দেখিলাম স্বপনেতে কোন দেবলীলা!
সত্য কি এ মাটির ধরায়
দেবের দুর্লভ এ হেন হৃদয়
ধরে নরকায়!

দুলাই। আশ্চর্য্য—আশ্চর্য্য!

দণ্ডার। আশ্চর্য্য!—আশ্চর্য্য কি হে?
মহাভারতের কথা, পুরাণ কল্পনা,
উপকথার ললিত রচনা
আদর্শ যা কিছু আছে,
এই বন্ধুত্বের কাছে সব পায় পরাজয়।
এনে দাও ছদ্মবেশ মোরে
আপনি ভেটিব পৃথ্বীধরে কারাগারে,
সময় মতন দেখাইব প্রলোভন;
যদি দেখি স্থির এই বন্ধু-বীর
রহিল অটল,
যদি জীবনের তরে
তা'র সত্য নাহি নড়ে,
ধিক তবে মুকুটে আমার!
তুচ্ছ গৌরবের রব—রাজত্ব অর্জ্জন!
তুচ্ছ সিংহাসন—শিশুর খেলানা।

ঐশ্বর্য্য—সুখের দারিদ্র্য ;
ধর্ম্মে, প্রেমে নাহি যদি শোভে নরকায়া,
রাজত্ব, ঐশ্বর্য্য সব ছায়া—ছায়া—ছায়া !

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

আশাবতীর বাটীর পশ্চাৎ।

(লট্‌কা ও দিনকর।)

লট্‌কা। এ মেরা রাজা—এ মেরা সর্দ্দার—এ মেরা বাপ—আরে জান বেঁচে গেছেরে বাপ্ জান বেঁচে গেছে।

দিন। বেঁচে গেছি, সেকি ?

লট্‌কা। আরে ঘোড়া ঘড়ি তো বেঁচিয়েছে, গোড়া ঘড়ি তো বেঁচিয়েছে ! আরে মেরা বাপ।

দিন। যাক, আমার ঘোড়া—আমার ঘোড়া—আমার ঘোড়া কোথায় ? ঘোড়া এখানে রেখেছ কেন ?

লট্‌কা। হামি জানলে সর্দ্দার ভুইংসিংজীর সাদিতে আসবো, নেওতা খাবো—সেই ঘোড়াটা এখানে রাখলো। উঃ ওঃ পিপড়কা পেড়ে বেঁধিয়ে দিয়েছে, ঘণ্টুয়া সাথে আছে ; তেজী ঘোড়া কচ্ছী কচ্ছী রে রাজা, তুহার বিজলী, নয়া মাঙ্গিয়েছিস যেটা, তীরেসা ছুটবে।

দিন। কি আমার কচ্ছী ? কি বিজলী ? লট্‌কা তোমার খুব খুব বুদ্ধি, ঠিক ঘোড়া প্রস্তুত রেখেছ, চল।

আদর্শ-বন্ধু।

(আশাবতীর প্রবেশ)

আশা। দিনকর সত্য কি যা' শুনি ?

দিন। আশাবতি ক্ষম মোরে ;
শুনিতেছি তব স্বর ডাকিছে আমায়,
তবু না সম্ভাষি
বাধ্য আমি হ'তে অগ্রসর ;
কয় দণ্ড মাত্র পাইয়াছি অবসর,
জীবন মরণ মাঝে অমূল্য এ দণ্ডচয় !
পলমাত্র অপচয় করিবারে নারি।

আশা। রাও দিনকর
দেহ উত্তর আমায়, সত্য কি যা' শুনি ?
না কি তব অভিমতে
প্রতিভূ রাখিয়ে প্রাণ,
আছে মম পৃথ্বীধর বদ্ধ কারাগারে,
আগমন প্রতীক্ষায় তব ?

দিন। বোঝ তুমি,—অন্যে গিয়ে অকস্মাৎ
জানাবে মরণ-বারতা মোর,
তা হ'তে নহে কি ভাল
নিজে আমি গিয়ে ঘরে,
বলি ধীরে ধীরে—
"হিরণ ! বিদায় দাও যাই মরিবারে ?"

আশা। না তা কেন ?
হেসে হেসে বল গিয়ে তারে
"দেছে প্রাণ পৃথ্বীধর তব বিনিময়ে"।

নগরে উঠেছে গোল,
পল্লীর সবাই বলিছে আমায়
"আশাবতী
ভাঙ্গিছে কপাল তোর, হওলো সাবধান।"

দিন। তোমার কি মনে হয়,
প্রতারণা আমি করিব সখায়!

আশা। মনে হয়?—
মন কোথা মোর, কে করিবে মনে?
কি সম্ভব অসম্ভব কিবা
কেমনে জানিব?
কে জানে অচিন্ত্য কোন্ দৈবের ঘটনা,
তিলমাত্র লঘুভারে
পারে পালটিতে অদৃষ্টের তুলাদণ্ড,
পণ্ড করিবারে
মানবের সকল সঙ্কল্প!
কি আর তখন?
পৃথ্বীর মরণে,
কেন নাহি সুখী তবে হবে দিনকর
বাঁচাতে ঘৃণিত প্রাণ!

দিন। আশাবতি
শপথ না করি;
যথা সন্দেহ আপন মনে
সেইখানে শপথের ঘটা,
কথায় কথায় দিব্য গুরুতর।

আমি যে আসিব ফিরি সখার সকাশে
অতি স্বাভাবিক কথা এই ;
সত্য প্রকৃতির নিত্য নিয়মের মত।
ইথে যদি করি দিব্য
পবিত্র বন্ধুত্ব নামে লেপিব কলঙ্ক।
ক্ষণকাল তরে বিদায় কল্যাণি !
(যাইতে উদ্যত এবং আশাবতী কর্ত্তৃক বাধা দেওন)
ছি ছি ধর'না আমায়।

আশা। এ হ'তে অধিক জোরে
ধরিবেন হিরণ্ময়ী,
কিন্তু তারে তুমি করিবে না মানা।
রাখিতে জীবন, ধরিয়ে চরণ
দুনয়নে ফেলিবে অশ্রুধার ;
হৃদয় বিদারি হাহাকারে—
বিঁধিবে অন্তর তব,
হইবে অস্থির তুমি ;
হেথা পৃথ্বীধর হারাইবে শির।

দিন। শান্ত হও, ছেড়ে দাও মোরে।

আশা। কর দয়া দিনকর দুঃখিনী বালায়।

দিন। সময় পলায়,—
অতি অনিচ্ছায় ছাড়াইনু তব কর।
বর্ব্বরতা ক্ষমা কর গুণবতি !

আশা। দিনকর—সখা দিনকর !
দয়া কর—দয়া কর।

দিন। দেবগণ করুন করুণা,
রক্ষুন তোমারে।

[দিনকরের প্রস্থান।

আশা। দিনকর, দয়া—দয়া—দয়া দিনকর!,
অবলারে ক'রোনা গো অনাথিনী;
ওহো বালিকার সর্ব্বস্ব যে ভেসে যায়!
গেলে?—গেলে?—
ওহো ঐ যায়, ছুটিয়া পলায়!
অন্তরের অন্তর হইতে মম
কে যেন বলিছে ডেকে,
"এই গেল ফিরিবে না আর,"
ফিরিবে না আর রাখিতে নাথের প্রাণ।
প্রাণের ব্যথায়
হিরণ্ময়ী লুটাইবে পায়,
জড়াইয়া গলা—
ফুকারিয়া রোদন করিবে শিশু,
জাগাইবে মানবের
সহজাত জীবনের আশা।
কে না চাহে রক্ষিতে আপন প্রাণ?
কিম্বা কোন দৈবের ঘটনা
রোধিবে তাহার পথ,
বাধা দিবে ফিরিতে সময়ে;
সেই বাধা পৃথ্বীরে বধিবে মোর!
ওহো কি করি—কি করি আমি!

ধাই পাছু পাছু,
বুঝাইব এই সব পায়ে ধ'রে তাঁর,
হৃদয় গলা'য়ে আনিব ফিরা'য়ে।
মগ্নপ্রায় ভগ্ন মন অভাগার মত,
প্রাণের আকুল আশায়
ধ'রে রব দিনকরে।
কিন্তু হায় হায় যাইব কোথায়!
ওহো! কত পথ গেছে,
কেমনে যাইব পাছে?
তুরঙ্গ কুরঙ্গ বেগে ধায়—
দ্রুত দূরে যায়;
ওহো! আমার কপালে বাজ
অশ্ব হ'ল পক্ষিরাজ,
চরণে পবন দলিয়া চলে।
পৃথ্বিধর পৃথ্বিধর!
এখনও চন্দন চর্চ্চা বসিয়ে কপালে
করিতেছে কপালেরে হেসে পরিহাস।

(বৃদ্ধ রাজকর্ম্মচারীবেশে দণ্ডারের প্রবেশ)

দণ্ডার। তুমি না গো আশাবতী?
পৃথ্বীধরে পতিত্বে বরণ তুমি না করিবে?

আশা। কি?—কি?—পৃথ্বীধর?
কি সংবাদ তার—কি সংবাদ তার?

দণ্ডার। বলি তুমি তো বিয়ের ক'নে,
পৃথিধর বর?

আশা। হ'য়েছিল সব আয়োজন,
উঠেছিল হুলুধ্বনি ভেদি চন্দ্রাতপ,
কিন্তু কালরূপী কাল ঘটালে জঞ্জাল!
দেখিতে দেখিতে——
নিভে গেল আনন্দের আলো।
নহে বাসরের দীপাবলি,
নাচে চিতা-অগ্নি নয়নে আমার!
ওহো! কখনও কখনও সে ফিরিবে না।

দণ্ডার। না, ফিরিবে না।

আশা। না!
সন্দেহ আমার প্রবল করিলে তুমি;
যথেষ্ট আঁধার আছিল হৃদয়ে!
কোন্ অন্ধকার হ'তে এলে তুমি,
পুনঃ শুনাইতে অমঙ্গল ভাব?
ওকি হাসি বদনে তোমার?
কি বিকট ভয়ঙ্কর হাসি!

দণ্ডার। শুন আশাবতি
পাষণ্ড দণ্ডার করেছে প্রতিজ্ঞা,
দিতে আজ্ঞা অনুচরে
দিনকরে রোধিতে রথ্যায়,
বারিতে প্রবেশ তায় সময়ে নগরে।

আশা। জগদীশ জগদীশ একি হ'ল!

দণ্ডার। এই অত্যাচারী পীড়কের গৃহে
আমি কর্ম্মচারী,

সেই সূত্রে জানিয়াছি গোপন মন্ত্রণা,
গূঢ় সাংঘাতিক অভিপ্রায়।

আশা। যদি করেছ এ দয়া
পূর্ণ কর পুণ্য তব;
খুঁজি মন্দাবতী ধাম
লও অবাধিক অশ্ব,
দ্রুত ধেয়ে ধর দিনকরে,
জানাও তাঁহারে এই জঘন্য জল্পনা;
জানি আমি সদাশয় তিনি,
আছে ধর্ম্ম-জ্ঞান প্রকৃতিতে কোমলতা,
জেনে শুনে বন্ধুরে বঞ্চনা
মনে হয় কভু নাহি করিবেন তিনি।
পিতৃসম তুমি
ধর গিয়ে তাঁরে, বাঁচাও পতির প্রাণ।

দণ্ডার। আগে হ'তে আমি এক করেছি উপায়
বাঁচাতে তাঁহার;
পৃথ্বীধর সনে তুমি
কর পলায়ন মন্দাবতী হ'তে।

আশা। কি বল কি বল!—আছে কি উপায়
বাঁচাইতে তাঁর প্রাণ?
দণ্ডার সর্পের দন্তে পেতে পরিত্রাণ?

দণ্ডার। নিরাপদে চিরদিন তরে,
কার্য্য কর যদি তুমি
পরামর্শ মত মোর।

আশা। আজ্ঞাধীন হব তব,

মাগিব কল্যাণ

দেব সন্নিধানে তব মঙ্গল কারণ।

দণ্ডার। এস তবে, এস মম সাথে।

আশা। দেখিব—দেখিব তাঁহায় পুনঃ?

চল— চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

(ভাগীরথীর প্রবেশ)

ভাগী। কই, নেই তো এখানে? ভ্যালা ভ্যালা, আশাবতী মেয়ে বটে, ক্ষেত্রীর ঝি কিনা? ঘোঁড়া চড়া খাঁড়া ধরা মেয়ে সব কিনা? তোর আজ বে—কত কাঁদবি, স্থাক্রা করবি; আমার বে দিন বে হয়েছিল কান্নার চোটে পাড়া থেকে লোক তাড়িয়ে ছিলুম, আমায় কি কেউ থামাতে পারে? ওমা তুই আজ কনে, পা পর্য্যন্ত ঘোমটা টেনে পিঁড়ির উপর বসে থাকবি, তা নয় কেবল ছুটোছুটি। আহা মনে ক'রেছিলুম আজ কত পুরী লাড্‌ডু খা'ব, ধনুয়ার মাকে ব'লে রেখেছিলুম তাকে কত দেব, ঐ জয়পুরী পাথরের লোটাটা কত দিন ধরে দেখছি; মনে করেছিলুম আজকের গোলমালে লুকিয়ে রাখবো, তা চুলোয় যাক—বাসরে কত ভাল ভাল গান গাইব নাচবো, তা কিছুই হ'লনা গা।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কারা-প্রাঙ্গণ।

(দণ্ডার সিংহ।)

দণ্ডার। রাখিয়াছ এই কারাগারে ?
অনর্গল কর দ্বার ;
থাকে যেন মনে বলিয়াছি যাহা,
আনহ বন্দীরে।

[একজন রক্ষীর প্রস্থান।

(স্বগত) ভাল ক'রে করিব পরীক্ষা ;
(প্রকাশ্যে) বীরবর পৃথ্বীধর !

পৃথ্বীধর নেপথ্যে—
কি আবার, কে ডাকে আমায় ?

(পৃথ্বীধরের প্রবেশ)

দণ্ডার। বন্ধু, হিতৈষী তোমার,
অমূল্য সময় নাহি কর ক্ষয়,
শীঘ্র এস, এস মম সাথে।

পৃথ্বী। কোথা যেতে হবে ?

দণ্ডার। কিছু উপকার করিতে তোমার,
দানিতে সাহায্য বিপত্তির কালে
আসিয়াছি আমি হেথা।

পৃথ্বী। কে তুমি ?
পার কিবা উপকার করিতে আমার ?

দণ্ডার। এই অত্যাচারী দণ্ডারের ঘরে
বসতি আমার ;
জেনেছি দৈবাৎ, বিষম উৎপাত
হবে যা তোমার পরে।

পৃথ্বী। কি—জীবনের শঙ্কা ?

দণ্ডার। হাঁ—জীবনের শঙ্কা।
এই পঙ্কিল কর্ম্মের তরে
বিংশতি নৃশংস সৈন্যে করেছে প্রেরণ,
রোধিতে মিত্রেরে তব আসিবার কালে ;
নিবারিবে উদ্ধার তোমার।

পৃথ্বী। সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ একি শুনি !

দণ্ডার। সময়েতে সখা তব
নাহি হ'লে উপস্থিত,
সে দণ্ডার পাথরের চিত,
লইবে তোমার প্রাণ ;
পরে—
পাঠাইবে দিনকরে শমনের ঘরে।

পৃথ্বী। বিষম এ সমস্যায়
হায় দিয়েছিনু প্রাণ বাঁধা !
ভেবেছিনু তুমি আমি—
দুজনার একজন যদি বাঁচি,
হয়—আমি পালিতাম পত্নী পুত্রে তব ;
নয়—তুমি পুত্রের সমান
সেবিতে পিতারে মোর,

সান্ত্বনা করিতে দান আশাবতী ধমে।
কিন্তু এবে দেখি
দোঁহাকায় ঘরে হরে হাহাকার,
কেহ না বাঁচিবে আর এ নীচ চক্রান্তে।

দণ্ডার। পৃথ্বীধর
আমি আসিয়াছি বাঁচাতে তোমায়।

পৃথ্বী। কোন পথে? কি আছে উপায়?

দণ্ডার। শুনি তব প্রাণের মহত্ব,
এই আদর্শ-বন্ধুত্ব,
বিশ্বাসে আশায়
হায় পিশাচ দিতেছে ছাই,
আঘাত লেগেছে মম হৃদয়ের তারে।
প্রাণ মোর নাহি চাহে আর,
রহিতে এ পাপের সভায়।
গোছেগাছে উৎকোচে
খুলিয়াছি কারাদ্বার;
তব জীবনের সাথী আশাবতী
হয়েছে সম্মত পালাতে তোমার সনে।
জনক তোমার——

পৃথ্বী। মহাশয়! মহাশয়!

দণ্ডার। শুন দিয়ে মন।
জনক তোমার,
প্রাচীন স্থবির জনক তোমার—
তুমি যাকে ভাব বকেন প্রলাপ,

না করে আলাপ
বহুদিন হ'তে অপরের সনে,
সেই পিতারে তোমার
আমি করিয়াছি নমস্কার ;
বুঝায়ে ব'লেছি ভাল ক'রে
সকল ঘটনা।
ক'রে প্রণিধান আমার বাখান,
আলিঙ্গন দান দিয়াছেন মোরে,
আপনি উঠিয়া
বিরামের শান্তি-শয্যা হ'তে তাঁর।

পৃথ্বী। অদ্ভুত ঘটনা তুমি করিছ রটনা।

দণ্ডার। না হও আশ্চর্য্য!
নিদ্রিত মস্তিষ্ক জেগে ওঠে
অকস্মাৎ প্রবল উচ্ছ্বাসে।
গোপনে গোপনে আমি রেখেছি গুছায়ে
তব যাত্রা হেতু যেবা কিছু প্রয়োজন।
সম্মুখে বন্দরে ঐ আছয়ে প্রস্তুত পোত ;
নাখোদা জনেক
বান্ধব আমার—অধিকারী তার।
অতি দ্রুতগামী পোত,—
পেয়ে অনুকূল বায়ু তুলিতেছে পাল,
এখনি নঙ্গর তুলি যাইবে গুর্জ্জরে ;
উঠ গিয়া পোতে আশাবতী সাথে,
পশ্চাতে মিলিব আমি

ল'য়ে পিতারে তোমার ;
পবিত্র দ্বারকা তীর্থে
হ'বে অন্তিম আবাস তাঁর।
এই যে সুশীলা বালা!
এস ত্বরা, এস সতী স্বামীর সকাশে।

পৃথ্বী। সত্য—সত্য—সত্য—সত্য!
একি দুর্ব্বোধ্য বিধির লীলা!
সত্য এল আশাবতী, সত্য তবে সব!

(আশাবতীর প্রবেশ)

আশা। প্রিয়তম পৃথ্বীধর
কৌমার লজ্জায় আমি দিছি বিসর্জ্জন,
আসিয়াছি বলিতে তোমায় ;—
এসেছিল শুভক্ষণ
হৃদয়ে ধারণ তুমি করিবে আমারে,
কিন্তু দৈবের বিপাকে—
এলে চ'লে দাসীরে ঠেলিয়া পায় ;
ক্ষমিয়াছি, ভুলে গেছি সেই হতাদর।
ভাব মনে, কত দিন উভয়ে উভয়ে
নিভৃত নিকুঞ্জে—
করিয়াছি প্রাণ বিনিময় ;
ভাব মনে, কত দিন হ'ল
ভালবাসা ভরা
এই ক্ষুদ্র হৃদয় আমার,

করি কৃতাঞ্জলি
দিয়েছে অঞ্জলি চরণে তোমার ;
ল'য়ে বালিকার রূপ
কত তুমি ক'রেছ বিদ্রূপ,
প্রেমে গ'লে ক্ষমেছি তোমারে সব !
সেই ভালবাসা বাসিব তোমায়
যতদিন রহিবে জীবন ;
প্রাণের প্রণয় দিব হে তোমায়,
রমণী ধরায় হৃদি-প্রতিমায়
বাসে নাই কভু হেন ভালবাসা !
চল নাথ মম সাথে সুদূর প্রবাসে।

পৃথ্বী। শুন আশাবতি বুঝ মম ভালবাসা,
নাহি কর উপহাস ;
জননীর কোলে শিশু—দুজনে ঘুমায়,
থেকে থেকে জেগে মাতা শিশুমুখ চায় ;
হ'লে ঘুমে অচেতন মুদিয়ে নয়ন,
কিছুক্ষণ সে বদন নারিবে দেখিতে
তাই করে প্রাণ কেমন কেমন !
রাখি চখে চখে মিলাইয়া বক্ষে
করে তারে গাঢ় আলিঙ্গন।
তাহার,অধিক প্রাণাধিকে মোর,
উচাটন হয় প্রাণ তোমার কারণ।
প্রিয়া মম চুরি ক'রে
হৃদয়ে হৃদয়ে বাঁধিয়ে দিয়েছ ডোর,

মনে ছিল—
ফুলের বাসর কভু না হইবে ভোর।
আহা আশাবতি
ভালবাসা সীমায় আমার,
উপমা কোথাও না মিলে!
ভারতের সমগ্র ঐশ্বর্য্য,
তব সৌন্দর্য্যের কাছে
বিলীন হইয়ে যায়।
কি মোহিনী নয়নে তোমার,
স্বর্গ মর্ত্ত্য ছার নিকটে তাহার!
কিন্তু তব রূপ তব গুণ
হ'ত যদি
লক্ষ লক্ষ গুণ অধিক উজ্জ্বল,—
আপনি মোহিনী
আসি যদি বসিত লো নয়নে তোমার,—
সৌন্দর্য্য হইতে সুন্দর হইতে যদি
ধরি কোটী কমলার
অতুল লাবণ্য সুন্দর বদনে তব,—
তথাপি তথাপি ওলো পতি-পাগলিনী,
করিয়াছি যেই সত্য—ধর্ম্মসাক্ষী করি,
প্রত্যক্ষ ঈশ্বর পদ করিয়া স্মরণ,
(জীবন অধিক মানবের মান)
নিজমুখে রাখি বাঁধা,
সেই সত্য কখন না হইবে খণ্ডন;

হইব না আত্মঘাতী
দিয়ে মানে বলিদান।

আশা। বুঝিতে না পারি কিবা বল তুমি!

দণ্ডার। সতী কিবা তব অভিপ্রায়?

পৃথ্বী। জাননা কি আশাবতী তুমি,
সেই দণ্ডার রাজন
দেছে অবসর দিনকরে,
জামিন রাখিয়ে জীবন আমার।

দণ্ডার। (স্বগত) আশ্চর্য্য! অদ্ভুত!
স্থির প্রতিজ্ঞার রেখা এখনও ললাটে,
অকপটে চাহে সত্য করিতে পালন;
নয়নে কুঞ্চন নাহি।

আশা। পৃথ্বীধর! হৃদয়ের দেবতা আমার—
প্রাণের প্রাণের নিধি প্রিয় পৃথ্বীধর,
আমি তবে নহে কেহ?
ঘৃণায় ঠেলিছ পায়!

দণ্ডার। কিন্তু সেই অত্যাচারী রাজা
নিজে নাশিছে বিশ্বাস,
গোপনে মন্ত্রণা করি।

পৃথ্বী। শুনিলাম বটে তব ঠাঁই।

আশা। পারিবে না দিনকর
রাখিতে তোমার প্রাণ আসিয়া সময়ে।

পৃথ্বী। প্রিয়তমে আশাবতী, শুনিয়াছি সব।

আশা। আর তুমি?—

ওহো ভগবান! ভগবান!
তুমি হারাইবে প্রাণ না আসিলে সেই!—

পৃথ্বী। তাও জানি আশাবতী—হিয়ার হীরক।

আশা। যদি জানহ সকল,
কেন তবে অচল এমন?
কেন নাহি পলাইছ
আমারে লইয়ে হৃদে?
দয়াগুণে
এ প্রাচীন করেছে উপায় যবে,
হায় হায় কেন নাহি চল?

পৃথ্বী। এই প্রলোভন শ্রবণ আমার
উচিত না হয় কদাচিত;
কিম্বা যদি পশে কাণে,
মিথ্যা বলি জানে যেন প্রাণ।
থরে থরে ঘটনার স্তরে
ঘুরিতেছে এই ধরা,
কেবা জানে কোন সূক্ষ্ম তন্ত্রে
মন্ত্রণার যন্ত্র তব করিবে বিকল!
কিবা সূত্রপাতে করিবে নিপাত!
কিন্তু জেন স্থির—নাহি হেন বুদ্ধিবীর,
সে টলাবে মম হৃদি
সত্য হ'তে এক পদ।
পুরুষ বলিয়া—
মনে মনে আছে যে সম্মান,

কার সাধ্য, কে করিবে আন ?
ধর্ম্মের দুয়ারে রাখিব পৌরুষ,
ভীরু নাহি হব আমি।
শুন আশাবতী,—
কোন মতে সখা মোর পারিবে ফিরিতে ;
কোন মতে—কোন মতে,
এই আশা—নিরাশা এ আশা !—
তবু করে বিশ্বাস তাহায় ;
এ প্রসঙ্গ সাঙ্গ কর সতী।
কালের বদন অতীব ভীষণ,
প্রজ্জ্বলিত চিতা-চিত্র অতি জ্বালাদায়ী !—
তথাপি—তথাপি—
নিশ্চয় (এ) মরণ প্রার্থনীয় শতবার,
সম্মানে কলঙ্ক রেখা সন্দেহের চেয়ে।

দত্তার। দেখ দেখ চেয়ে,
গড়ুরের পক্ষ সম
শ্বেত বক্ষ করিয়ে বিস্তার,
আনন্দে উড়িছে পাল অনুকূল বায়ে ;
কচ্ছ সাগরের সুনীল সলিলে
হিল্লোলে দুলিছে পোত।
আসে ক্ষুদ্রতরী তীরে
লইতে আরোহিগণে ;
নাহিক সময়,
এখনি—এখনি যাইতে হবে।

আদর্শ-বন্ধু।

চল পলাইয়ে কেহনা বলিবে কিছু ;
কর ধীর মতি স্থির;
নহে ত্যজি তীর যাবে তরী
করিয়া তরঙ্গস্তূপ ;
এখনও যদি না যাও যাবেনা কখন।

আশা। দেখ দেখ, তীর বেগে আসে তরী
আরোহি লহর-মালা,
শুন শুন ক্ষেপণীর ঘাতে
তালে তালে জলোচ্ছ্বাস রব ;
দেখ স্বাধীনতা সম্মুখে তোমার,
দেখ স্বাধীন তরণী ;
অনন্ত স্বাধীন সাগরের জল,
কলকলে ডাকিছে তোমায়
তরণীর নিরাপদ কোলে।
পৃথ্বীধর! ও আমার পৃথ্বীধর!
চল চল কালের কবল হ'তে,
হেসে ভেসে নাচিয়া তরঙ্গে রঙ্গে
পবিত্র দ্বারকা-দ্বীপে।

দণ্ডার। লাগিয়াছে তরী ঘাটে;
এখনও কি ইতস্ততঃ ?

পৃথ্বী। না—না—
ভগবান বড় প্রলোভন!
রক্ষা কর—রক্ষা কর মোরে;
আশাবতী কাঁদে, ধারা বহে মুখ চাঁদে,

"না" বলিতে ফেটে যায় প্রাণ,
ছিঁড়ে যায় হৃদী-গ্রন্থি।
যাক্—যাক্—
তবু না—না—দেখিব না মুখ;
কি করে বুকের মাঝে!
বুঝি বল হারাই হারাই,
জগদীশ দোহাই!—
দেহ বল অন্তস্থলে মোর,
রাখ পুরুষের মান,
পলাইছে জ্ঞান—আমি পালাই পালাই।

[বেগে কারাগারের ভিতর প্রস্থান।

আশা। ওরে আশা ফুরাইলি একেবারে,
হ'ল সর্ব্বনাশ।
দীননাথ! (মূর্চ্ছা)

প্রহরী। একি! একি! কে আছে।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

অন্তঃপুর।

(অরুন্ধতী।)

অরু। গোপীনাথ গোপীনাথ কি হ'ল! এমন সুখের সময় বিনামেঘে বজ্রাঘাত কেন হ'ল?

(কমলার প্রবেশ)

কমলা। ও মাসীমা, আমরা হাতাহাতি ক'রে হাজারের উপর

পাণ তো সেজে ফেলেছি, এখন সিন্দুকের চাবিটে দাও তার ভিতর রেখে দিই, আবার বাইরে রাখলে কেউ খেয়েটেয়ে ফেলবে।

অরু। আর পাণ কি হবে!

কমলা। ওমা সেকিগো! পাণ কি হবে?—বে-বাড়ীতে পাণের কি কম খরচ! হুদো হুদো সব নেমন্তন্নে লোক আসছে, তোমার সিন্দুকে না রাখ কোথায় তুলে রাখবো বল?

অরু। হ্যাঁলা কমলা, এত বড় মেয়ে হ'লি তবু কিছু জ্ঞান হ'লনা? মাথার উপর কি বিপদ পড়েছে বুঝতে পাচ্ছিসনি! বর কোথায় যে বে হবে?

কমলা। সে বাপু আমরা কি জানি, তোমরা গিন্নিবান্নী আছ তোমরা বুঝবে; আমাদের যা ক'ত্তে হয় আমরা কচ্ছি। মাসীর কথা শোন, বের আগেই অমন একটা গোলমাল হয়ই হয়, তা ব'লে কি বে বন্ধ থাকে।

অরু। আরে বাছা এযে বরের প্রাণ নিয়ে টানাটানি!

কমলা। প্রাণ নিয়ে টানাটানি, না হাতী নিয়ে টানাটানি; রাজা তো রাজা—বাদশা হ'লেও প্রাণে মারতে পারেনা, আমি জানিনি বটে বরের সাতখুন মাপ।

অরু। বাছা জন্ম জন্ম ছেলেমানুষ থাক, আমাদের মতন বুড়ো হ'য়ে কথায় কথায় যেন নির্ভরসা হ'তে না হয়।

(উদরায়ণ পুরোহিতের প্রবেশ)

উদ। গৃহিণী কস্বং, কস্বং গৃহিণী? তুমি কস্বং—অর্থাৎ কোথায়?

অরু। (স্বগত) মরছি একে আপনার জ্বালায়, আবার বুড়ো বামুন তার উপর এল জ্বালাতে।

উদ। বলি কেন বাক্‌রোধং ? আপনা আপনি কি বিজবিজং ?

অরু। হাঁ পুরুতঠাকুর, কি বিপদ হ'য়েছে বুঝছোনা ?

উদ। আমি বুঝছিনি ? বেদবেদান্ত, শব্দ ষড়যন্ত্র, ন্যায় অন্যায়, দর্শন অদর্শন, ষড়বিংশপুরাণ, অষ্টাবিংশমহাভারত, কোকিল, পাতরেঞ্জল সব আমি বুঝি, আর আমায় বলে "বুঝছনা" ! তবে আমি নির্ব্বিরোধ মুর্খ, অবজ্ঞান !

অরু। বিপদের সময় ভাল লাগেনা বাপু।

উদ। বিপদ !—কিসের বিপদ ! হনুমান পুরাণ পড়েছ ? তা যদি পড়তে, তা হলে বিপদকে এতক্ষণ আমার মতন চতুষ্পদে মথন ক'ত্তে পারতে।

(লীলাবতীর প্রবেশ)

লীলা। হাঁ ঠাকুরদাদা আপনি কি চতুষ্পদ ?

উদ। নয়তো কি ? আমি কি অসামান্য মানব যে সকলের সমপদ হ'ব ? আমি চতুষ্পদ, আমার পিতা ছিলেন ষট্‌পদ ; কথং কিবা চিন্তা করন্তি মনে মনে ? জানন্তি কেহং যে হতজ্ঞান করিস্ ! একাধিক্রমে বাইশ বৎসর নানাশাস্ত্রং ধৃতংময়া করবার পর অধ্যাপক আমার প্রশ্নিইলেন, "কি উপাধি ল'বে ?" আমি বল্লুম "বিদ্যারাসভঃ," নিষ্কাতরে বিদ্যার বোঝা বইতে পারি।

অরু। ঠাকুর এখানে না ব'কে ততক্ষণ দুটো তুলসীটুলসী দাওগে, যাতে আমাদের এই গেরোটেরো খণ্ডন হয়।

উদ। তা' কি বাকী আছে, যে কাজ করেছি তার জন্যে দুটী সুবর্ণ দক্ষিণা দিতে হ'বে। এ দক্ষিণাটা উদ্ভিদ বিবাহের বিদায়ের ভিতর ধরিতব্য নয়। বলছিলে দুটী তুলসীপাতা, এ শকট সংকট বিপদে ক্ষুদ্রমতি তুলসীপাতায় কি কাজ হয় ? আমি স্বচক্ষে

একশ একটা বড় বড় কচুপত্র উদ্‌ঘাটন করে ঘটে চড়িয়েছি, আর বীজমন্ত্রটন্ত্র নয়—শক্ত শক্ত শুঁড়ী মন্ত্র পাঠ করেছি; এতক্ষণ বর দেখগে বাসায় ব'সে নিপাত।

সকলে। বালাই! বালাই!

শীল্যা। হাঁ ঠাকুরদাদা ও কথা কি মুখে আনতে আছে, "বর নিপাত" কিগো?

উদ। ওরে শ্যালিকা অর্থাৎ মাদীশালী, সমসকৃষ্ট তো পড়লিনি, তা বচনের বাক্য বুঝবি কেমন ক'রে?—"বর নিপাত", কি না বরের বিপদ নিপাত; বি ধাতু পদপ্রত্যয়ের অনটের সঙ্গে নট্‌ঘট্ হ'য়ে ওটা গুহ্য হয়ে গেল; আমাদের সমসকৃষ্টের অনেক কথা গুহ্য হ'য়ে লোপ পেয়েছে।

(ভাগীরথীর প্রবেশ)

ভাগী। দাও দাও দাও—শিগ্‌গির দাও।

অরু। কি দেবলো, আর জ্বালাসনি বাপু এ সময়।

ভাগী। আমিত জ্বালাচ্ছিগো! তা মেয়ের বে দাও, জামাইকে নিয়ে খাও দাও শোও, তার পরে জ্বালাকে বিদায় দিও; আজত এখন দাও। মেয়েটা মেঝেয় প'ড়ে কাঁদছে, কত বোঝালুম—যাচ্ছেতাই বল্লুম, খোঁপাটা আলগা হ'য়ে গিয়েছিল ক'সে দিলুম, ফুলগুলোর ছিরিও নেই ছাঁদও নেই,—হ্যাঁগা একি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ব্যাজর ব্যাজর বক্‌ছ কেন? দাওনা—

উদ। কিং দত্তং কিং দত্তং?

ভাগী। ফড়িং কি গত্তং ফড়িং কি গত্তং; আমায় শ্রাদ্ধের মন্তর পড়তে এলে?

(কুম্ভসিংহের প্রবেশ)

কুম্ভ। কত বাজনা আসছে, বাঁশী বাজছে, রাঙ্গা কাপড় এয়েছে ; আজ বিয়ে—কার বিয়ে ? আমার—না আর একজন ? আমার। এই যে নাচঘর, ঐ যে বাইজী সব দাঁড়িয়ে আছে ; বাইজী বাইজী আমায় চিন্তে পার ? এই যে মুনীয়া এসেছ, সেবার আমার বিয়েতে নেচে ছিলে, বাবা তোমায় একখানা পান্না দিয়েছিল, কেমন মনে আছে ? এ কে দাঁড়িয়ে—গণশী ? তুমি এত ছোট হ'য়ে গেছ ? অনেক বয়স হ'য়েছে দেহ গুঁড়িয়ে আসছে কিনা!

ভাগী। ওরে বুড়ো কি ন্যাকামো কচ্ছিস ? এদিকে তোর ছেলে মরে, আমাদের খরচপত্তর করিয়ে সব মাটি করে।

অরু। ভাগী কি বলিস, তোর মুখের সামাই নাই ?

ভাগী। না আমার সামাইও নেই কামাইও নেই, তোমার জামাই এই ঢং ক'রে লেটা বাঁধাতে পারে আর আমি বলতে পারিনি ? আর এই বুড়ো মড়া—তোমার বেয়াই এসে ন্যাকাপনা কচ্ছেন, একে কেউ ধ'রে ঠাণ্ডা গারদে দেয়নাগা ? আমায় বলে কিনা বাইজী !

শীলা। ও ভাগী দিদি তোকে বলেনি তোকে বলেনি, আমাদের বাইজী বলছে।

ভাগী। হাঁ! তোমাদের বলেছে, খুঁড়িয়ে বড় হওয়াটা বুঝি যৈবনের দোষ ! আমার চোখ দেখে, হাত পা নাড়া দেখে মিন্সে বুঝেছে যে আমার ভাও বাতলান অভ্যাস আছে, তাই আমাকে বাইজী বলছে। আমি বাইজীই থাকি আর ধাইজীই থাকি তা ও মিন্সের কি ?

কুন্ত। ও বাঁদী কি বলছিস্, বাইজীদের পাখ্যা করনা। সারেঙ্গীওয়ালারা কোথায় গেল? ধর দেখি তান, "মেরে এজী এজী ভালা, রাম নাম সত্য হ্যায়।"

ভাগী। ঐ গান গেয়েই এবার তোমার বিয়ে হবে বটে বুঝলি মিন্সে? ছেলের যে প্রাণ যায়, তোমার ছেলে—তোমার ছেলে।

কুন্ত। এঁ্যা এঁ্যা আমার—আমার! আমার ছেলে, ছেলে!

ভাগী। হঁ্যা হঁ্যা তোমার ছেলে পৃথ্বীধর, মন কি পুড়িয়ে রেখেছ? পৃথ্বীধর—

কুন্ত। পৃ—থ্বী—ধর! পৃথ্বী—ছেলে?—আমার?—সেইতো—হাঁ, নাম রেখেছিল যে সেত অনেক দিন চ'লে গেছে, কোথায় সে?

ভাগী। ওগো তোমার ছেলে—আজকের যে বর, পৃথ্বীধর—পৃথ্বীধর—

কুন্ত। হঁ্যা—হঁ্যা—ঐ—ঐ—আমার ছেলে, আমার ছেলে—কোথায় গেল? দে দে এনে দে, দে—পৃথ্বীকে দে, আমার মা কোথায় গেল? আমার ছোট খাট মা—টুক্ টুকে মা, দুধ খাওয়ালে, ফুল দিয়ে ভুলালে, ঘুম পাড়ালে, কোথা গেল মা? মা আমার কেন লুকুলো? আপনি লুকুলো, আমার বাবাকে লুকিয়ে রাখলে—পৃথ্বীকে লুকিয়ে রাখলে!

শীলা। ও মামী দেখ দেখ, বুঝি মনে মনে বুঝতে পেরেছে, চোখ থেকে জল গড়াচ্ছে; মনের ভেতর বুঝেছে, আহা বাপের প্রাণ!

উদ। বাপস্ত প্রাণ তলয়ারস্ত খাপ, মনে মনে বোঝন্তি—খাপ লাগন্তি কাপে ক্লাপ।

কুন্ত। ওমা—মা তুই কোথায় গেলি? আমার টুক্ টুকে মা, বাবাকে নিয়ে আয়, দুজনে আয়।

অরু। দেখ গেরোর উপর গেরো দেখ, আহা বুড়ো মানুষ বুঝেছে, বুঝ্‌তে পাচ্ছেনা যে বুঝেছে—কিন্তু প্রাণ বুঝেছে, এই কাঁদতে লাগলো; লোকজন পোরা বাড়ী এখন কি করি?

কুন্ত। মা! গলা শুকিয়ে উঠ্‌ছে যাই দেখা মা—

কমলা। তোমার সে যার কাছে নিয়ে যাব—এস।

কুন্ত। যাবি? তুইও বেশ মা—এও বেশ মা—সব্বাই বেশ মা! গাছ পালাও মা, পৃথিবীটেই মা—মা মা চ'মা।

[ভাগীরথী ও পুরোহিত ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

উদ। কিমাশ্চর্য্য ধনুর্ধরম্! আস্তিকস্থ ভাগীরথী একি হ'ল, কস্তং?

ভাগী। আর কি হবে?—এখন পাঁজী পুঁথি বগলে নিয়ে গস্তং গস্তং।

উদ। এত পরিশ্রম, মন্ত্রপাঠ, দক্ষিণার কি?

ভাগী। ঐ যা বলছ কস্তং, কলাগাছে কাঁদী কাঁদী নস্তং।

উদ। ওরে আর্ব্বাচিনে পাষণ্ডী পাপিয়া! আমাকে পরিহাস?—বিদর্ভ?

(নেপথ্যে কোলাহল)

ঐখানে পাহাড়ের উপর, ঐখান থেকে দেখা যাবে।

চল চল শীঘ্র চল, চলতে পারনা? পাহাড়ে উঠবে কেমন করে?

(কমলার বেগে প্রবেশ)

কমলা। ও ভাগী ও ভাগী খিড়কী বন্ধ ক'রে ভিতরে আয় ভিতরে আয়, সহর শুদ্ধ লোক বেরিয়ে প'ড়েছে পাহাড়ের দিকে ছুটছে, দিনকর আসছে নাকি দেখতে।

ভাগী। আস্‌বে—আস্‌বে—মুখ পোড়া আবার আস্‌বে? চলতো দেখিগে।

[প্রস্থান

উদ। অয়ি প্রিয়ে চারু কদম্বশীলে—মুগ্ধময়ী খুদে অবলে, আমি পুরোহিত—রমণী বিশেষ, তোমাদের সহিত অবলুণ্ঠন দিয়ে অভিসার করবো—চল।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

চারয়ার উপত্যকা।

দিনকরের উপবন-বাটিকা।

(অংশু ও হিরন্ময়ী।)

অংশু। মা মা, দেখ দেখ আমি একটা—দুটো কি পেয়েছি

হিরণ। দেখি, ওমা এযে নিচু কোথায় পেলে?

অংশু। ঐ যে পড়েছিল, আমি কুড়িয়ে আন্‌লুম।

হিরণ। হুঁ, বুঝি বাদুড়ে—

অংশু। কে এনে দেছে মা?

হিরণ। তোমার শ্বশুর তোমার জন্যে এনে দেছে বাবা।

অংশু। মা, শ্বশুর কেমনতর পাখী? কোন্ গাছে থাকে? আমায় একদিন দেখাবে?

হিরণ। হাঁ, দেখাব, এখন যাও নিচুগুলো আর নেবুটা নিয়ে ঐ ঝুড়িটার ভিতর রেখে এসত বাবা;

অংশু। আমি রাখবো, আমি রাখবো (ফল লইয়া ঝুড়িতে

রাখিয়া) ওমা, আজ গাছ গুলোর কাছ থেকে সব ফল গুলো কেড়ে নিয়েছিস্ ? এ ডালাটা সব ভ'রে গেছে। ওমা, নানানস্‌টা পেড়ে ফেলেছিস্ ? তবে আমি "বন থেকে বেরুল টে,—সোণার টোপর মাথায় দে" কারে বলব ?

হিরণ। আরও আনারস আছে বাবা।

অংশু। হ্যাঁ মা, আজ এত ফল কেন তুল্‌ছিস্ ? আজ কি বাবা আস্‌বে ?

হিরণ। কি ক'রে বলব বাবা, কেশব নাথ জানেন।

অংশু। কেচ্ছব নাথ কেন আমায় ব'লে দেন না ; বাবাকে কদ্দিন দেখিনি, বাবা বড় দুষ্টু হয়েছে ; আমায় দেখতে আসেন না, আজ এলে বাবার কাছেত যা'বনা।

হিরণ। শুন বাবা, লট্‌কা বলেছিল এমনি সময় তিনি আসবেন ; তুমি যাওত ফটকের কাছে যাও, তাহ'লে এলেই তিনি তোমায় কোলে নেবেন, এই বাগানে আসতে আসতে তোমার মুখের রং কেমন সুন্দর হ'য়েছে, দেখে ভারি খুসি হবেন। দেখ বাবা রাস্তায় যেওনা, ফটকের কাছে আমগাছে যে দোলনা আছে তা'তে ব'সে দোলগে। কোলে উঠতে পারলে যেন আর কোন দিকে ভুলিয়ে নিয়ে যেওনা ; বুঝলে অংশু,—মায়ের ছেলে মার কাছে এস।

অংশু। তবে আমি যাই দোলায় দুলব, বাবা এলেই ঝাঁপিয়ে কোলে উঠবো ; বাবা আমার জন্যে কত কি নিয়ে আসবেন।

[অংশুর প্রস্থান।

হিরণ। চম্পকের কলি মোর !

প্রথম আদরে তাঁর
এবে তব অধিকার,
তুমি পাবে কোমল কপোলে
প্রথম চুম্বন ;
কেন নাথ হইয়ে নিঠুর
পাঠাইলে এ দাসিরে নির্জ্জন নিবাসে ?
সন্দেহ দোলায় সতত দুলিছে মন,
এই আশা—এই ভয় !—
নাহি জানি রমণীর মন
অকারণ কেন হয় সুচঞ্চল !
তাহার উপরে
আসিয়াছি দেখে তোমারে বিকল,
রাজ তন্ত্রে বিদ্রোহ সূচনা।
এস নাথ এস মম পাশে,
মিছা হাসি হেসে ভুলায়ো শিশুরে।
না দেখে তোমার মুখ শূন্য মোর বুক,
জগৎ বিষাদময় !

(অংশুকে কোলে লইয়া দিনকরের প্রবেশ)

অংশু। মা দেখ দেখ, বাবাকে ধ'রে এনেছি।
হিরণ। এঁ্যা এই যে এলে !
দিন। হিরণ্ময়ি সর্ব্বস্ব আমার !—
হিরণ। হৃদয়ের অধীশ্বর মোর,
দেখ ভালবাস ব'লে

তুলিতেছিলাম ফল তব তৃপ্তি হেতু ;
কিন্তু নাথ ! আসিবে আসিবে ব'লে,
গুণে পলে পলে
প্রতীক্ষায় কেটে যায় দিন ;
হৃদয়ে শুখায় আশা।
হয়তো আসিছ তুমি, এই ভাবি মনে
কতবার ঘর বার করিয়াছি ভুলে।
উত্থিত কুয়াশা ধূম উপত্যকা পথে,
আলয় আলোকহীন তোমার বিহনে।

দিন। তবে কি—তবে কি,
আমি না থাকিলে কাছে,
আপনায় ভাব তুমি এত অসহায়,
হৃদয়ের হিরণ আমার ?

হিরণ। কি করে আমার মন
জাননা কি মনে মনে ?
ওহে জীবন সর্ব্বস্ব
প্রাণাধিক প্রিয়তম দয়িত আমার,
যদি বলি খুলে—
থর থরি কত কাঁপে অন্তর আমার !
কি যে সন্দ হয় মনে, মন্দাবতী ধামে—
তুমি যবে থাকহ একাকী,
ব্যস্ত রাজ কাজে।
কি ! না শুনিতে চমকিলে কেন ?
পুরুষ বলিয়ে বড়ই পৌরুষ তব ;

কিন্তু যদি অবলা হিরণ
বলে তার মর্ম্মের কাহিনী,
পারে ছুটাইতে
অশ্রুধার নয়নে তোমার।
এই রহিলাম হাতে হাত,
বল সত্য ক'রে নাথ
আর নাহি ফেলিয়া রহিবে মোরে ?

দিন। বল দাও, বল দাও মোরে জগদীশ।

হিরণ। সত্য সত্য কর প্রাণেশ্বর,
আমি ধরিয়াছি কর ;
যদি না থাকিত অংশু সাথে,
সুধাংশুবদনে না শুনা'ত মোরে
মধুমাখা আধ আধ ভাষ,
যদি না বলিত ললিত বুলিতে
কত কি করিবে বাছা বড় হ'লে পরে,
অসহ্য হইত মম নিভৃত নিবাস !
আয় বাবুয়া বল,—যা বলিস মোরে
নিতি নিতি, শুনিবেন উনি।

দিন। হাঁ বাবা, হাঁ বাবা অংশু
বড় হ'লে কি হইবে তুমি ?

অংশু। তলয়ার বেঁধে করিব লড়াই।

দিন। না না লড়াই কি ভাল ?

অংশু। না আমি করিব লড়াই
কাকাজী পিথ্বীর মত

আমি হ'ব একজন,—
'একজন' কি বলে মা ?—
সেই যে—সেই যে—
হাঁ হাঁ যোদ্ধা !
কাকা যোদ্ধা, আমি যোদ্ধা।

দিন। বেঁচে থাক বাবা,
আছে বীরের লক্ষণ তো'তে !
যাও তো চাঁদ, যাও ঐ পাঁচিলের ধারে
আছে যে লতানে গাছ,
আন গুটিকত ফুল তুলি—
গেঁথে দিব মালা তোরে। (অংশু যাইতে উদ্যত)
শুন—শুন,
নন্দন লাঞ্ছিত হার
একবার পরারে গলায়,
বেড়ে ধর কণ্ঠ মোর সুকোমল করে ;
আহা হয়েছে—হয়েছে, জুড়াইল প্রাণ !
হবে একজন, বেঁচে থাক বাছা ;
যাও, আন ফুল দুলাল আমার।
(স্বগত) এইবার দয়াময়
জড়িত রসনা, কেমনে প্রকাশি। [অংশুর প্রস্থান।

হিরণ। দিন দিন কলা কলা
সুধাংশু পূরয়ে যথা,
অংশুর আমার
রূপের মাধুরী বাড়িতেছে সেই মত।

দিন। আদরের আদরিণী,
সংসারের জ্যোতিঃ সতী হিরণ্ময়ী মোর
করহ স্মরণ বিবাহের দিন হ'তে;
কখন কি ভুলে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়
বলিয়াছি কুবচন!
চাহিলে তোমার পানে,
কুপিত নয়ন দেখেছ কি কভু?

হিরণ। না—না জানেন ভবানী, কখনই না।
কত ভাগ্যবতী, তাই পাইয়াছি
শিবের সমান এ হেন সুন্দর পতি!

দিন। বল,—
হৃদয় হইতে বলিতেছ এই কথা?

হিরণ। সত্য সত্য নাথ!
তোমার শিক্ষায়
কপটতা শিখি নাই আমি।
পরিহাসে তব পাশে
মিথ্যা কভু কহি নাই;
জাননা কি নাথ তুমি?—
হৃদয় আমার,
দর্পণ সমান আছে বিদ্যমান
প্রাণের সম্মুখে তব।

দিন। শান্তি পেলে অশান্ত এ প্রাণ!
আহা স্নেহবতী সতী—
হৃদয় প্রাণের মোর

প্রেমের সলিল তায়
উছলিছে কানায় কানায়!
হ'লে মম দেহান্তর,
ও অন্তর ঢেলে দিবে নিরন্তর
সমুচয় সুধারাশি সন্তানে মোদের,
ডুবাইবে তারে জননীর অমৃত আদরে।

হিরণ। ছি ছি ওকি অলক্ষণ!
মরণের কথা এননাকো মুখে
যত দিন জীবে দাসী।
বল সর্ব্বস্ব আমার,
কিবা পুরস্কার আর্য্য-সতী চাহে আর
পতিকোলে পরলোক গতি বিনা?
নাথ নাথ! ওকি ভাব মুখে?
কেন পাংশু সুধাংশু অধর?
অঙ্গ যেন ভেঙ্গে পড়ে, কাঁপে থর থর!
পীড়িত কি তুমি?
কিম্বা কোন বিষয়ের শোকে
হইয়ে হতাশ হয়েছ উদাস!
বল কি ব্যথায় ব্যথিত হৃদয়?
বল, অন্তরের শান্তি হরিয়াছে কে?

দিন। শুন প্রাণের হিরণ,
যদি আমি শুনাই তোমায়
কেন ভয়ঙ্কর গুরুতর
বিষাদ সংবাদ,

পারিবে কি ধরিবারে ধৈর্য্য ?

হিরণ। সংসারের কি দুঃখের কথা নাথ
শুনাবে আমায়,
তব সহবাসে
পরিহাসে উড়াইতে পারি ;
আপনি হাসিয়ে হাসা'ব তোমায় ;
হইয়ে সেবিকা
শিখা'ব তোমায় হ'তে সুখী ; অদৃষ্টের ফেরে
বল খুলে কি বেদনা হৃদে ?

দিন। লিখেছিনু এই পত্র মিত্র পৃথ্বীধরে,
হয় নাই প্রয়োজন পাঠাতে তাঁহায় ;
কর পাঠ তুমি। (পত্রপ্রদান)
এই পত্রে
দুই তিন ছত্রে বুঝিবে সংবাদ ;
রসনা বিবাদ করে হৃদয়ের সনে,
মুখে না বলিতে পারি !

হিরণ। (পত্র পড়িয়া) একি—একি
কাল ভুজঙ্গের বিষে লেখা এ লিখন !
কুরে কুরে খায় প্রাণ মোর !
দিনকর !—মৃত্যু !—কখন !—কেমনে ?
কিছুনা বুঝিতে পারি !
মৃত্যু !—কোথায় !—কি দোষে ?

দিন। দণ্ডার হ'য়েছে রাজা,
আজ্ঞায় তাহার প্রাণদণ্ড মোর।

হিরণ। কিন্তু কষ্ট তুমি নহ কারাগারে,—
শৃঙ্খল নাহিক পায় ?
কি জানি, কেমনে পেয়ে অবকাশ
এসেছ হেথায়,—
একাকী ! একাকী ! নাহি কোন রক্ষী !
চল যাই পলাইয়ে রাজপুতনায়
অথবা গুর্জ্জরে ;
কোথাও—কোথাও
মন্দাবতী ছেড়ে হোক যেথানে সেথানে,
যেথায় সেথায়।

দিন। নহেক কোথাও !
লইয়ে বিদায় এইথান হ'তে
যাইব সটান
মন্দাবতী ধামে।
এতক্ষণ ফুরা'ত জীবন !—

হিরণ। না—না।

দিন। শুন বলি, এতক্ষণ ফুরা'ত জীবন !
কিন্তু হৃদয়ের সথা পৃথ্বীধর,
খসা'য়ে শৃঙ্খল মোর
প'রেছে আপন পায়,
মম আগমন প্রতীক্ষায়
নিজের জীবন দিয়েছে জামীন,
পায়ে ধ'রে পাপাচারে
মেগে নেছে অবসর,—

পাঠা'তে আমায় তোমার সকাশে
চির বিদায়ের তরে!

হিরণ। সকলি দৈবের লীলা!
দেব-দত্ত অবসর,
নাহি দিব যাইতে তোমায়;
এই ধরিলাম বুকে,
প্রেমমাখা ভুজে কঠিন বন্ধনে,
যাও দেখি?—দেখি হৃদয় ধরেছে হৃদি!

দিন। না—না।

হিরণ। কখন না—কখন না
থাকিতে জীবন, যেতে নাহি দিব কভু।
না—না!

দিন। না?—না?
না যাব ফিরিয়ে?
নাহি খসাইব সখার চরণ-শৃঙ্খল?
ওরে আপনি যে দিয়েছি পরায়ে তারে।

হিরণ। জীবন—জীবন—অমূল্য জীবন,
রক্ষিতে তাহায় যে কোন উপায়!
দুষ্কর্ম্ম সুকর্ম্ম হয়,
পাপ পুণ্যে পরিণত।
যেই জগদীশ করেছেন সৃষ্টি,
দেছেন চৈতন্য জীবে,
অহরহ তিনি বলেন সবায়,
প্রকৃতির বশে—মানসের রসনায়

"রক্ষ রক্ষ রক্ষ সবে, রক্ষ আপনায়।"
যদি ভালবাস মোরে,
ভালবাস প্রাণের বাছারে,
বলি জানুপাতি———(জানুপাতিয়া উপবেশন)
ওকি, কেন আগুন নয়নে!

(অংশুর ফুল লইয়া প্রবেশ)

ভাল ভাল নাথ নয়নে তড়িৎ তব,
বাকী কেন থাকে বজ্রাঘাত!
বধহ আমায়, নহে শ্লথ প্রাণ
আমাদের তরে।
আহা! দেবগণ সময় বুঝিয়ে
এনেছে তনয়ে;
ওরে হ'বিরে অনাথ!
তুলি ক্ষুদ্র দুটী হাত
জানু পাত মম পাশে,
বল মধুর বচনে বীণার রোদনে,
বল
শৈশবে অনাথ না ক'রে তোমায়;
(ওহো! শৈশবে—শৈশবে—
না বুঝিতে কিছু!)
করুণাসাগর প্রাণেশ্বর মোর
চেয়ে দেখ মুখ পানে,
পতি—দেখ প্রাণের দুর্গতি!

বনিতা-বালক লুঠায় চরণে তব।

দিন। দেখিয়াছি—দেখিতেছি সব,

দেবতা দানব

করিছে আহব হৃদয়ে আমার ;

শিরায় শিরায় অন্তর্ভেদী তড়িৎ-তাড়ন !

কিন্তু না—কিন্তু না—

যা'রে—যা'রে মুদে আঁখি,

হ'য়ে বধির শ্রবণ,

না দেখিস না শুনিস

এই কাতরতা !

মায়া মোহে দারাপুত্র দেখাইছে লোভ,

নাশিতে বিশ্বাস, হ'তে ধর্ম্মচ্যুত।

হিরণ ! হিরণ ! সহধর্ম্মিণী আমার,

হও ধর্ম্মেতে সহায় পতির তোমার।

কাঁদ—কাঁদ—কেঁদে কিন্তু দাওহে বিদায় !

(স্ত্রী-পুত্রকে আলিঙ্গন)

হিরণ। কেঁদেছি—কেঁদেছি—হৃদয় বেঁধেছি,

অন্তরে অন্তরে ফাটিতেছে হাড়ে হাড়ে,

আষাঢ়ের ধারা দুনয়নে না কুলায় !

ওহো পতি যায়—প্রাণ যায়—

যায় সর্ব্বস্ব আমার !

ওহো আমি কোথা আর,

কোথায়—কোথায়। (মূর্চ্ছা)

দিন। হিরণ!

জীবনের জীবন আমার,
খোল আঁখি দেখ চেয়ে;
জাগ জাগ হিরণ আমার,
পলায় সময়,
অন্তিম কালের কাল
আসিছে নিকটে মোর,
কর্ত্তব্যের কঠিন তাড়ন,
নাহিক অপেক্ষা
কথায় কথায় কাটা'তে সময়।
আহা! অচেতন মলিন বরণ,
দৃষ্টিহীন নাড়ী ক্ষীণ,
শবপ্রায় অবয়ব,
এই ভাবে হ'বে তোরে যেতে
সময়েতে হ'ত শব ভীষণ মশানে!

(দিনকর কর্ত্তৃক উচ্চ স্থানে শয়ন)

আহা হা রাখিব না মৃত্তিকায়;
আয়—আয়, চূর্ণ বিচূর্ণ এ হৃদে
একবার ধরি তোরে জনমের মত!
ওরে এই শেষ—এই শেষ!
বিদায়—বিদায় প্রিয়ে,
বিদায় জনম মত!
নিরঞ্জন আগে এই বিদায় চুম্বন,
ওহো পারিনারে, আর একবার!

অংশু। বাবা, মা কথা কইতে কইতে ঘুমিয়ে প'ড়ল কেন! তুমি কি বলচ, তুমি কাঁদ কেন বাবা?

দিন। ওরে অংশুরে আমার
ফেটে গেল—ফেটে গেল বুক!
আর নাহি সহে!
কুসুমের কলি হ'লিরে অনাথ;
বক্ষের পঞ্জর—
প্রাণ চেয়ে প্রিয়তর,
শৈশবের সুচিত্র সুখের,
প্রীতিমাখা প্রতিবিম্ব, মোর!
দীনবন্ধু দীনবন্ধু দেখিবেন তোরে!
থাক থাক বাবা ভোলাস মায়েরে,
গেল বাপ অকূলে ফেলিয়ে।

অংশু। ওমা—ওমা উঠ না মা।

[দিনকরের বেগে প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

পর্ব্বত পথ।

(লট্‌কা)

লট্‌কা। যাঃ—হুয়ে তো গেছে, কামতো সেরে দিয়েছে, রাজা মোর ফিরে সরতে যেতে পার্ব্বে না। এথন যা হোয় লট্‌কার লিলাটে হোবে। লেকেন বড়া খাপ্পা হোবে, হামার জানটী বি

দিতে পারে! লে, লেবে। তারপর ঠাণ্ডা হোলে লট্‌কা লট্‌কা বোলে বুক চাপড়াবে আর রোবে, তখন কেমন মজাটী হোবে! ঐ সর্দ্দার আসছে, এক থাপ্পড়ে হামাকে মারিয়ে ফেলবে। ভাগ ভিলের বেটা ভাগ; আরে ভাগ্, এই এসে গেল।

(দিনকরের প্রবেশ)

দিন। আর কি—যা হবার হ'য়ে গেছে! ব'লে ফেলেছি, জন্মের শোধ একবার দেখে নিয়েছি, জন্মের শোধ বুকে ধরিছি, চুমো খেয়েছি। আহা! মূর্চ্ছিতাবস্থায় ফেলে চল্লুম, শিশুর হৃদয়-বিদারণ ক্রন্দনে কাণ দিলুম না, কি নিষ্ঠুর—কি নিষ্ঠুর আমি! তা কি ক'রব, উপায় কি? ধর্ম্ম সত্য, দেবতুল্য নির্দ্দোষ প্রাণ! লট্‌কা শীঘ্র ভিতরে যাও, তোমার প্রভুপত্নী মূর্চ্ছিতা, অংশু কাঁদছে তাদের দেখগে, সান্ত্বনা করগে। ব'লো, আমার কি ভয়ানক অবস্থা! ব'লো, আমার হৃদয় চুরমার হ'য়ে ভেঙ্গে গেছে! ব'লো, ঘাতকের খড়্গে এ প্রাণ যাবার অনেক আগেই আমি মরেছি, যাও।

লট্‌কা। বাঁচ গিয়া রে বাপ। (যাইতে উদ্যত)

দিন। এই লট্‌কা শুন, আমার ঘোড়া কোথা রাখলে শীঘ্র এনে দে যাও; বিস্তর বিলম্ব করেছি—আর না। পবনদেব! আর অধিকক্ষণ আমার নিঃশ্বাস তোমায় কলুষিত কর্ব্বে না; এ জন্মের মতন আমায় সাহায্য কর। তোমার বলে বন্ধুর কাছে আমায় নিয়ে চল, আমার ধর্ম্ম রক্ষা কর। ওহো! দেখতে দেখতে এই যে সূর্য্য পশ্চিমাকাশে ঢ'লে পড়ছেন। ঘোড়া—ঘোড়া—লট্‌কা দাঁড়িয়ে কি ক'চ্ছ?

লটুকা। এ রাজা। (কম্পন)

দিন। কাঁপছ কেন? কেন মুখ চুন? স'রে যাও, মানুষের মত হও। চট্—চট্ ঘোড়া নিয়ে এস। যাবে আর আসবে, আমার প্রাণের অবস্থা বুঝছ না?

লটুকা। রাজা, রাজা——

দিন। গোলাম, আমার কথা শুনছিস কি না শুনছিস, নিয়ে আয় এখানে; ঘোড়া—ঘোড়া—আমার ঘোড়া? আমার এতক্ষণ অর্দ্ধেক পথ যাওয়া উচিত ছিল।

লটুকা। এ রাজা, এ অন্নদাতা, তু হামাকে মেরে ফেলবি?

দিন। ভীল, তুই কি পাগল হ'য়েছিস নাকি? না আমার এই ভয়ঙ্কর অন্তিম সময়ে বিদ্রূপ কচ্ছিস? কি, কথা কচ্ছিস না যে?

লটুকা। সর্দ্দার মেরা, রাজা মেরা, বাপ মেরা, তু কভি আমাকে কড়া কথাটী বোলিস না, ছেলিয়ার মত হামাকে ভাল বাসিয়েছিস।

দিন। ওসব কথা এখন কি আবশ্যক? ওরে শীঘ্র ঘোড়া এনে দে, সময় যায়—সময় যায়—না হয় কোথা আছে বল আপনি গিয়ে নিচ্ছি।

লটুকা। রাজা খুসিসে গিয়ে আপন মাথাটী দিবি, হামি এ দেখতে পার্ব্বে না, লটুকার প্রাণটী কেমন কেমন কোরতে লাগলো।

দিন। কি, বল—শীগ্গির বল।

লটুকা। (পদে পতিত হইয়া) বাপ! তুহার জান বাঁচাবার আশ কোরে হামি ঘোড়া—

দিন। কি?

লট্‌কা। মারিয়ে ফেলেছি, তোকে বাঁচাতে ঘোড়া মারিয়ে ফেলেছি।

দিন। জগদীশ! জগদীশ!!

লট্‌কা। মাপ কর রাজা, মাপ কর বাপ।

দিন। রাক্ষস, এখনও আমি কেন চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছি তা জানিস?—দেখছি—দেখছি, আমার প্রাণের প্রার্থনা শুনে দেবতারা তোর মাথায় বজ্রাঘাত করেন কি না দেখছি! এখনও হ'ল না—এখনও এক বজ্রপাতে দুর্জ্জনের মৃত্যু হ'ল না! ভাল থাক দেবতারা, আপন হাতে আজ পিশাচের ভয়ঙ্কর দণ্ডবিধান ক'রব। আয় প্রেত, তোর দেহ এখনি খণ্ড খণ্ড করি।

লট্‌কা। মারিসনি মারিসনি, প্রাণ দে রাজা প্রাণ দে। বাপ! হামি মরতে পার্ব্বে না, বাপ হামি মরতে পার্ব্বে না—বাপ হামি তুহার প্রাণ বাঁচিয়েছি, হামার প্রাণটী দে, হামার প্রাণটী দে।

দিন। সখা আমার, সখা আমার! উঃ কেন আমার হৃদয়ের অগ্নি শিখা তোকে ভস্ম কোচ্ছে না? পৃথ্বীধর প্রাণ হারা'ল, আমার জন্য প্রাণ হারা'ল! হায় হায়, পৃথ্বীর রক্তে আমার আত্মা কলুষিত হ'ল! মহাপাতকী আমি, আমিই তারে হত্যা করলেম; আহা—"দিনকর তুমি কোথায়" ব'লে, সখা আমার এতক্ষণ কাতরে ডাকছে। আর দিনকর, তুমি কোথায়! পাপিষ্ঠ দিনকর নিশ্চিন্তে দূরে দাঁড়িয়ে! ওহো—ঐ—ঐ ঘাতক খড়্গ তুলেছে, ঐ পৃথ্বীর কাতর চক্ষু, ঐ আশাবতী কাঁদছে, মর্ম্মের অভিশম্পাতে আমাদের দগ্ধ কচ্ছে। ঐ রক্ত স্রোত—ঐ রক্ত স্রোত—পৃথ্বীর রক্ত আমায় ডুবালে ডুবালে!

লট্‌কা। ওঃ বাপ, প্রাণদে—প্রাণদে—

দিন। কেবা ডাকে হৃদয়ে আমায়

প্রতিশোধ—প্রতিশোধ!

বলিদান—বলিদান!

তাই হবে, তাই ক'র্‌ব!

চল্‌ চল্‌।

লট্‌কা। কুথা—কুথা যাবে?

দিন। বৈতরণী পারে—কালের আঁধার দ্বারে!

মন্দাবতী বহুদূরে,

শমনের ঘর এই যে নিকটে!

ওই যে ওই পাহাড়ের পাশে

অন্ধকার গভীর গহ্বর,

ঘাড়ে ধ'রে ঘুমাইয়া তোরে

ফেলিয়ে অতলে,

সঙ্গে সঙ্গে নিজে দিব ঝাঁপ;

না—না, গোলাম, পালাবি কোথা?

কাতরে কাঁদিছে পৃথ্বীধর

বিশ্বাসঘাতক তরে।

বিশ্বাসঘাতক আমারে করিলি তুই!

ওই—ওই রক্তমাখা কবন্ধ তাহার

ছুটে আসে বধ্য ভূমি হ'তে,

রক্তমাখা—

শৃঙ্খলিত-করে করে আবাহন

ঐ লম্ব গিরি শৃঙ্গ হ'তে!

লট্‌কা। প্রাণ, প্রাণ, দয়া, দয়া—

দিন। চা'স্‌ দয়া প্রেত পিশাচের কাছে ?
দিনকর ভুলেছে করুণা !

[লট্‌কাকে টানিয়া লইয়া বেগে প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বধ্যভূমি।

(পাহাড় সিংহ ও দুলাই)

পাহাড়। বড়ই আশ্চর্য্য খেয়াল দেখি এ রাজার !

দুলাই। আশ্চর্য্য মনের গঠন তাঁহার,
হেন বিপরীত ভাব সমাবেশ
নাহি দেখা যায় বহু জনে !
উচ্চ হ'তে উচ্চতর হইবার আশ,
বিদ্যা বীরত্বের একত্র মিলন।
দুন্দুভি নিনাদে, রণের হুঙ্কারে
উন্মাদ যে প্রাণ,
সেই প্রাণ গ'লে যায় পুনঃ,
বাণি—বীণা মধুর ঝঙ্কারে !
দেখিয়াছ রণক্ষেত্রে নির্ম্মম হৃদয়
ভ্রুকুটি—কুটীল ভয়ঙ্কর রূপ
বিপক্ষে বিনাশ কালে,—
আবার দেখেছি আমি,

সঙ্গীত নায়ক বড় বড় কলাবতে,
রাগ রাগিণী আলাপে
করিবারে পরাজয় ;
মম মনে হয়, সে সময়
রণজয় ধ্বনি হ'তে, শ্রোতার "বাহবা"
মিষ্টতর লাগে তাঁর কাণে।

পাহাড়। উপস্থিত ক্ষেত্রে
মিত্রতার অপূর্ব্ব আদর্শ,
হৃদয়ের বিচিত্র বিকাশ,
আকর্ষণ করিয়াছে তাঁরে ;
চিরদিন বিশ্বাস রাজার,
শোণিত মাংসের দেহে
স্বার্থের প্রভুত্ব বড়ই প্রবল!
অন্যের কারণে, বন্ধুত্বের প্রয়োজনে
স্বার্থবিসর্জ্জন—
মন তাঁ'র না করে প্রত্যয়।
বোধ হয়
এইজন্য অদ্যকার অদ্ভুত পরীক্ষা।
কিবা মনে হয় আপনার,
দিনকর আসিবে কি ফিরে ?

দুলাই। শোনিতের সনে,
জীব মনে জন্মে সংস্কার
রক্ষিতে আপন প্রাণ ;
দূরে থাক জীবগণ কথা।

বাক্য-বুদ্ধিহীন তরুগুল্মলতা
রক্ষিবারে জানে নিজ উদ্ভিদ্ জীবন।
দেখ লজ্জাবতী লতা, হয় সঙ্কুচিত।
অঙ্গুলি হেলালে কাছে,
দেখ সদ্যজাত ছাগ-শিশু
জানেনা সে মগনের সাংঘাতিক ফল;
ল'য়ে গেলে নদীজলে তা'য়,
কাঁপিবে সে থর থর, চা'বে পলাইতে।
প্রাণ সনে দিয়াছেন বিধি
প্রাণের এ মায়া;
যত দিন রয় কায়া, এ মায়া না যায়!
তাই ভাবি অসম্ভব,
"দিনকর ফিরিবে আবার"!

পাহাড়। সত্য কভু না ফিরিবে সে?

দুলাই। বল কি?—বদ্ধপ্রাণ হয়েছে বিমুক্ত,
খসিয়াছে বন্দীর শৃঙ্খল,
স্বাধীনতা নিশ্বাস প্রশ্বাসে,—
মুক্ত সমীরণ খেলিতেছে অঙ্গে
বহি পর্ব্বত তরুর বাস,
অসীম জগৎ উদ্যান প্রফুল্ল চৌদিকে,
জীবন মরণ নিজ স্বেচ্ছাধীন;
হেন অবস্থায়, বাতুল না হ'লে
কে দেয় বাড়া'য়ে গলা জল্লাদের করে?

পাহাড়। কিন্তু তাই যদি হয়,

আদর্শ-বন্ধু।

রাজার সকাশে আছে কি ক্ষমার আশা
পৃথ্বীধর ভাগ্যে ?

ভুলাই। কিছুমাত্র না।

ল'য়ে এক মুহূর্ত্তের আয়ু,
জীবনের বায়ু
নাহি দিবে সেবিতে তাহারে রাজা।
দেখে এই উন্মত্ত হৃদয় বল,
গর্ব্বিত শিক্ষার ফল,
ক্রোধানল প্রজ্জ্বলিত তাঁর ;
দেখে এই উচ্চভাব, ভয়ের অভাব
মনে মনে ভেবেছেন আপনারে হীন।
দেখেছ অদূরে ঐ গিরিশিরে,
কাতারে কাতারে কত দাঁড়ায়েছে লোক ?

পাহাড়। উদ্‌গ্রীব নীবর সবে
উৎকণ্ঠা আবেগে !
দেখিতে শুনিতে এই
অপূর্ব্ব ঘটনাপূর্ণ নাটকের শেষ,
দেখ—
ছাদে ছাদে উঠিয়াছে কত নরনারী ;
হাজার হাজার চক্ষু
চেয়ে আছে পথপানে ;
দণ্ডকাল আগে—
অতি দূরে উঠেছিল কোলাহল,
সাগরের জল যথা চঞ্চল তরঙ্গে !

কিন্তু সময় হ'তেছে শেষ,
পরিশেষ—
দেখিবার আশে রব-হীন স্থির সবে ;
যেন ত্রিযামায় নগর ঘুমায়।

আশা। (নেপথ্যে) কা'র সাধ্য কে বারে আমায় ?
যদি মৃত্যু হয় তার
স্বচক্ষে দেখিব আমি
তার পর চিতায় যাইব সাথে।

(আশাবতী ও অরুন্ধতীর প্রবেশ)

অরু। মা আমার—মা আমার কি কর ?

আশা। আর না—
আর না শুনিব সান্ত্বনা তোমার ;
মমতার স্বরে আর নাহি প্রয়োজন !
শুনিব কেবল—
শ্মশানেতে প্রেতের চীৎকার।

অরু। ওমা আশাবতি ঘরে চল, লজ্জাসরম সব গেল, বড় ঘরের মেয়ে তুই এখানে আসতে আছে বাছা ?

আশা। আমা হেন অভাগীর তরে
কোন স্থান আছে আর শ্মশান সমান !
আমি পুত্রী তাঁর,
পত্নী ধর্ম্মের সমক্ষে ;
বহুদিন হ'তে হৃদিপুষ্পহার
হইয়াছে বিনিময় ;

পত্নী—পত্নী
বাকি শুধু সংস্কৃতে উচ্চারিতে
শাস্ত্রের শপথ গোটাকয়,
দুজনার কেহ কিছু না বুঝিব ;
পতি-পত্নী প্রাণে প্রাণে মোরা ;
জীবনে মরণে স্থান মম তাঁ'র পাশে।
ঐ ঐ ঐ বধ্য-মঞ্চ—
ভয়ঙ্কর বাসর আমার !
ঐ ঐ ঝুলিছে কৃপাণ !
দীনবন্ধু—দীনবন্ধু !

অরু। ওমা তুই কি করিস ! ঘরের ছেলে ঘরে আয় মা ; ও বাবা দুলাই রায় তুমি তো আমার ঘরের ছেলে এ কটু উপকার কর বাবা, আমার দুঃখিনী মেয়েকে ধ'রে ঘরে পাঠিয়ে দে বাবা। আমি দেখি কোথায় রাজা ; তাঁর পায় ধ'রে পৃথ্বীর প্রাণ ভিক্ষে নেব।

[প্রস্থান।

আশা। দিওনাক বাধা,
ভয়ঙ্কর আনন্দে আমার
ক'রোনা ব্যাঘাত ;
প্রাণভ'রে—প্রাণভ'রে যতক্ষণ পারে,
দেখিবে উন্মাদ প্রাণ বারেক সে মুখ !
শেষ দেখা লেখা ছিল ভীষণ মশানে !
কারে জান ? তারে—তারে—
যা'রে বরবেশে দেখেছি প্রভাতে.

যাঁ'রে, ভেবেছিনু দেখাব বাসরে
কৌমার সরমের সুধামাখা সমাদর।
যা'রে, এবে দিয়ে লজ্জা বিসর্জ্জন,
আসিয়াছি শেষ দেখা দেখা দিতে
বিপরীত স্থলে,—
ধরণীর যমালয় নৃশংস মশানে!
আর লজ্জা নাই—নাহি আর ভয়,
আছে শুধু ভালবাসা—
আর বিকট নিরাশ!
জ্বলন্ত আগুনে এক সঙ্গে জ্ব'লে,
হ'ব ভস্মরাশি।

(ছদ্মবেশে দণ্ডার ও গ্রহাচার্য্যের প্রবেশ)

এই যে তুমি!
তুমিই প্রথমে মোরে দেছ কুসংবাদ,
তোমারি কথায়
হৃদয়ের উত্তপ্ত শোণিত
হ'য়েছে তুষার জল।
ঠিক ব'লেছিলে তুমি
"ফিরিবেনা দিনকর"!
ওহো কপালে আমার
মিত্র হ'ল স্বার্থপর, প্রতারক রাজা!

দণ্ডার। শুন আশাবতি
মিথ্যা কথা ব'লেছি তোমায়।

আশা। কি ?

দণ্ডার। কোন নিগূঢ় কারণে,
উপকথা করিয়ে রচনা
গিয়েছিনু তব পাশে।

আশা। কি কারণ ?—জিজ্ঞাসায় নাহি প্রয়োজন ;
এবে ইচ্ছা ক'রে নির্দ্দয় হৃদয়ে
কেন হেন মিথ্যা কথা র'চে,
ক'রেছিলে প্রাণে মোর কশাঘাত ?
কি হ'বে জিজ্ঞাসি আর !
কিন্তু বালিকার মাথা খাও
একবার কহ সত্য কথা,
অভ্যাসের দোষে রসনা তোমার,
যদি না অশক্ত হয় সত্য উচ্চারণে ;
দাও সত্য প্রশ্নের উত্তর,
আছে কিগো আশা ?
পারে কিগো দিনকর ফিরিতে এখনো ?

দণ্ডার। পারে—যদি থাকে মন,
আসা বা না আসা
সম্পূর্ণ নির্ভর ইচ্ছায় তাহার ;
এখনও স্বাধীন সে সমীরণ সম।

আশা। রাখে নাই সৈন্য তবে দণ্ডার রাজন্
রোধিবারে পথ ?

দণ্ডার। না—না সত্য কথা।

আশা। যে হও সে হও তুমি,

এই একটী কথার তরে
দেবতার আশীর্ব্বাদ—
বর্ষু'ক তোমার 'পরে;
হও সুখী পুত্রপরিবার সনে।
আহা! এই ক্ষীণ আশার কিরণ
নবীন জীবন দিতেছে আমায়!
নবীন আলোক দেখিগো নয়নে!
অবিরোধে দিনকর পারে ফিরিবারে।
কিন্তু—কিন্তু—ওহো ভগবান,
এখানে যে কাল—
করাল বদন করিয়ে ব্যাদান
এসেছে শিয়রে!
ওহো দুয়ারে দাঁড়ায়ে যম!
কতক্ষণ আছেগো সময়?

দণ্ডার। সুধাও এ গ্রহাচার্য্যে।

আশা। হে আচার্য্য—

গ্রহ। চৈত্তিরির আজ ন'টী হীন।
সমান সমান নিশিদিন॥
ছ'টী কলা দিয়ে বাদ।
আকাশেতে উঠ্‌বে চাঁদ॥
ত্রিশ দণ্ড শূন্য পল।
রবি যাবে অস্তাচল॥
বাকি সিকি দণ্ড ছ' বিপল।
আসতে আঁধার ধরাতল॥

আশা। এই—এই—এইমাত্র আছে গো সময়!
ওহো! জ্যোতির্ম্ময় আলোক আধার—
জগৎ জীবন দিনকর!
"লক্ষ্মণে" দানিতে প্রাণ
বীবের কবলে আছিলে আবদ্ধ তুমি;
দুর্ব্বল অবলা—বাহুতে নাহিক বল,
আছে মাত্র ভক্তি বল প্রাণে,
করুণা নয়নে দেখ চেয়ে দাসী পানে।
পতির প্রাণের হইয়ে প্রয়াসী,
শ্মশানে সন্তাপে ডাকিছে তোমায় সে।
হে পিতা সবিতা! তনয়া হয়েছে ভীতা
বিবাহের আগে বৈধব্য শঙ্কায়,
রক্ষা কর তারে।
যাও মন্থর গমনে
পশ্চিম গগনে তব;
হে তিমির! ডুবাও না অনন্ত তিমিরে,
এক সাথে গাঁথা যুগল জীবন;
এস যদি সন্ধ্যাদেবী খুলে কাল কেশ
জীবনের অভিনয় হবে মম শেষ।

দণ্ডার। দেখ সময় পলায়,
ঐ ঘটিকায় বালু ঝ'রে যায়,
তথাপি না আসে ফিরে দিনকর রায়।
শুন শোকাকুলা বালা,
পলে পলে পল

তব আশা-তরুতলে করিছে আঘাত ;
ক্ষীণ রবিকর, উঁকি মারে রাত।

আশা। ওগো গ্রহবিপ্রবর
ভূত ভবিষ্যৎ গোচর তোমার,
বল খুলে তব জ্যোতিষের বলে
কত দূরে দিনকর ?
আছে কি আসার আশা ?

গ্রহ। আট্‌কা আছে দু'পা ব'লে,
চার পা পেলে আসবে চ'লে ;
দোরে এসে খাড়া ছ'পা,
বেঁচে যাবে খাঁড়ার ঘা।

আশা। একি প্রহেলিকা ভাষায় তোমার,
বুঝিতে না পারি কিছু।

গ্রহ। এসেছে যা মনে,
বল্লুম তা গ'ণে।
দাদার কড়ি দিদিকে দিস,
মধু ঢালতে ঢেলেছে বিষ ;
বাঁচতে বলে কাণে কাণে,
আপনি মরে ম'রতে টানে ;
বিষম গণ্ডী খণ্ডালে কি
হ'তে চা'বি রাজার ঝি ?

আশা। বুঝিলাম তুমি বচনের সার,
তোমা হ'তে উপকার
হবে না আমার কিছু।

সত্যের নিশান তুমি হে তপন!
জানে জগজন
প্রভাকর সত্যের আকর,
তব পবিত্র বিশ্বাসে
আজি যদি হয় সত্য নাশ,
যাও চির-রাহুগ্রাসে;
আকাশে প্রকাশ—
কভু নাহি আর তুমি হও হে ভাস্কর;
অনন্ত আঁধারে ঘেরুক অবনি,
পাপ পুণ্য যাক রসাতলে,
মানব সমাজ হইয়ে তস্কর
পরস্পরে করুক বিনাশ।
যদি দিনকর—
স্বার্থে ভুলি পদতলে দলে এ বিশ্বাসে,
পৃথ্বীরে আমার—
হেলায় ফেলায় কালের কবলে,
যদি ধর্ম্ম!—ওহো শৃঙ্খলের ঝিঞ্জন
পশিতেছে কাণে মম,
কারাগার খুলেছে দুয়ার,
আর এক দুয়ারের ধারে
আনিছে পতিরে মোর!

(কারাগার উন্মোচন ও বন্দীভাবে পৃথ্বীর প্রবেশ)

আশা। পৃথ্বীধর—পৃথ্বীধর—
ওহো এই কি হে বরবেশ!

পৃথ্বী। আহা আশাবতী এসেছ এখানে?
মমতা মাখান প্রাণ বালিকা আমার,
প্রণয়ের আদর্শ-প্রতিমা;
যূপের সম্মুখে প্রথমে তোমার
নয়নে নয়ন মিলেছে আমার,
চিতায় বিদায় সব শেষ লবে তুমি।
দুঃখের ধরায় ঘটনা নিচয়,
কেমনেতে হায় হয় বিপর্য্যয়!
কোথা আজি হবে মম পরিণয়,
কিন্তু আশাবতী তব সুখের আশায়,
হেন কাল-পরিণাম
কভু ভাবি নাই আমি!
ভেবেছিনু আজি নিশা আরামে ঘুমা'ব
তব সুকোমল বক্ষস্থল
করি উপাধান,
নহে করি আলিঙ্গন
রসহীন-দারু-জ্বালাময়ী হুতাশন!
ভেবেছিনু ভাষাহীন
প্রণয় সঙ্গীতে তব,
অলক্ষ্যে বাজিবে বক্ষে সুমধুর তাল,
সেই তালে হইয়ে বিভোর—
ঘুমঘোর ঘেরিবে আমায়,
স্বপনের নন্দন কাননে
তোরে ল'য়ে ভ্রমিব সোহাগে;

কিন্তু ফুরাইল সব,
ধূমাকার অন্ধকার দেখিছে নয়ন!
জীবনের আগে
ফুরায়েছে জীবন স্বপন!

আশা। ধৈর্য্য ধর প্রিয়তম
এখনো আছে গো আশা,
ফিরিবারে পারে দিনকর।

পৃথ্বী। না—না—আশাবতি
মুছে ফেল আশা।
নাহিক স্মরণ ওই বৃদ্ধের বচন?
নাহি জানি কবে কিবা করেছি রাজার,
সংকল্প তাঁহার, সুখের বাজারে
আগুণ লাগাতে মোর!
নগর দুয়ারে
মিত্রবরে না দিবেন করিতে প্রবেশ।

আশা। শুক্ল শ্মশ্রু এই বৃদ্ধ দুষ্ট মূর্দ্ধা হ'তে
সেই গল্প করেছে কল্পনা,
নিজ মুখে করেছে স্বীকার
মিথ্যা সে রটনা;
হউক রাজার জয়
কেহ নাহি দিবে বাধা।
ঋণ পরিশোধ সাধ
থাকে যদি সখার তোমার,
কণামাত্র ধর্ম্মজ্ঞান মনে যদি থাকে,

অনায়াসে আসিতে সে পারে
পবিত্র এ বন্ধুত্বের রাখিতে সম্মান।

পৃথ্বী। আসিতে সে পারে?
এখন(ও) সম্ভব!—একি কথা!
বল—বল আসা কি সম্ভব?
ওহো জীবন আশা! জীবন আশা!
ওরে প্রাণ একিএ কঠিন মায়া!
কায়া সনে কত তোর প্রেম!
অগ্রসর যতই শমন,
ততই সজোরে ততই আবেগে
কর এই রক্তমাংসে দৃঢ় আলিঙ্গন।

আশা। যে তুরঙ্গে করি আরোহণ
আসিছেন সখা তব,
দৈববলে হ'ক বলী পদ তার;
স্রোতস্বতী গতি বিজলীর জ্যোতিঃ,
ঝঞ্ঝাঝড়বেগ করি অতিক্রম,
আসুক সে পক্ষীরাজ;
কাজ নাই মাতা বসুমতী
কঠিনতা তব মৃত্তিকায়,
রোদন আমার গলিয়ে সলিল হ'য়ে,
স্রোতে ভাসাইয়ে
দ্রুত আনুক ঘোটকে হেথা।

পৃথ্বী। দেখ অস্তগামী তপন আভায়,
আকাশ ধরায় মিলেছে যেখানে,

হইয়াছে সুপ্রকাশ;
যতদূর দৃষ্টি যায়, কেহ আসিবার—
কোন চিহ্ন নাহি দেখা যায়;
কি,জানি যদ্যপি ?—
না—না—কভু নাহি সম্ভব তাহার !—
সেকি পারে হেন কার্য্য করিবারে ?
যদি পড়িয়ে মায়ায়—
না—না—অসম্ভব ! অতিশয় অসম্ভব !

আশা। অসম্ভব !—
ঘোর মিথ্যাবাদী সখা তব;
বিশ্বাসঘাতক—
নরহন্তা—মিত্রঘাতী—হত্যাকারী তব,
নীচের অধম নীচ প্রতারক,
রক্ষিতেছে ঘৃণিত জীবন আপনার
সত্য—ধর্ম্ম—বিশ্বাস—মিত্রতার প্রেম
এক সঙ্গে দিয়ে বলি;
কলঙ্কিত কলুষ-পূরিত প্রাণ !
আর একবার—শেষবার
হে ভাস্কর সাধিব তোমায়;
জগতের চক্ষু থাক উন্মীলিত,
ক্ষণেকের তরে, মেঘমালা সম
এই তরঙ্গিত পর্ব্বত-শিখরে
কর অবস্থান।
উজ্জ্বল আলোকে

আদর্শ-বন্ধু।

ইহলোক হ'তে নাথেরে আমার,
মিত্রতার স্বার্থশূন্য সত্য অপরাধে
কেহ না করিবে হত্যা ;
থাকিতে তোমার কর,
কারু না উঠিবে কর
দণ্ড দিতে ভণ্ড-প্রাণ-ত্রাণকারী জনে।
হায়—হায়
কেহ না শুনিছে উন্মাদ রোদন মোর !
কালের গভীর গহ্বরে
নিপাতন তরে,
ওগো আনে টেনে প্রাণধনে মোর !
পৃথ্বীধর ! প্রিয়তম পৃথ্বীধর—

পৃথ্বী। ওহো ভয়ে-দীন সৈন্য আমি !
রণক্ষেত্রে—
জীবন যাপন করিয়াছি চিরদিন,
হাসিতে হাসিতে
পারিতাম হেলায় মরিতে,
উপেক্ষিয়া দণ্ডারের পৈশাচ গরব ;
কিন্তু বেদনা বাজিছে প্রাণে,—
উদয় যখন মনে
নবীন জীবন আমার,
না পরিতে প্রণয়ের সুখ হেমহার,
হই'ছে আধার ছিন্ন,
অভিন্ন-হৃদয়

বান্ধবের স্বার্থপরতায়!
আমার মরণ সনে
সেই সুহৃদের কলঙ্ক রহিবে গাঁথা,
ভেবে প্রাণে লাগে ব্যথা!
ফুটিতে ফুটিতে, হায় হৃদয়-কলিকা
হইল দলিত,
ঝ'রে গেল সুশ্যামল পাতা
অবিশ্বাসে তার,
প্রাণ হ'তে শতগুণ
করিতাম বিশ্বাস যাহারে।
না—না—কেন এ কুচিন্তা?
দিনকর—দিনকর
সহোদর অধিক আমার;
ছদ্মবেশে এ সংশয়
এসেছিল চুরি ক'রে;
ধিক্ ধিক্ ধিক্ এ সন্দিগ্ধ মনে!
হবে আজিকার এ ঘটনা,
অবোধ্য রহস্যময় লীলা বিধাতার।
আছে—
স্নেহময় পুত্র, প্রাণের বনিতা তাঁর,
পালিতে তা'দের সখা বিনা নাহি কেহ;
কে জানে তা'দের মঙ্গল কারণ
কিবা দিয়ে বাধা,
অনিচ্ছায় রেখেছেন বেঁধে বিধি

আদর্শ-বন্ধু।

সখারে আমার,
বন্ধন-বিহীন মম প্রাণ
নিতে বিনিময়ে।
দিনকর পৃথ্বীধর দুজনার মাঝে
কা'র প্রাণ সমধিক মূল্যবান্?
ছিছি সখা সনে আমার তুলনা?
কমলের সনে শ্যাঁকুলের ফুল?

পাহাড়। চলে এস পৃথ্বীধর।

আশা। না—না—
কেন?—কেনগো এখনি?
এখনো সময় আছে;
দেখ দেখ অস্তাচলে
কিরণের রেখা এখনত দেখা যায়;
বিপ্রবর বিপ্রবর
কিছু কি—কিছু কি নাহিক সময়?

গ্রহ। উল্টে পাল্টে ছুটীবার,
ঝ'রে যাবে বালির ধার।
আসতে হয় আসবে সে,
পা ক'টাত পেয়েছে।

আশা। কেবল হিঁয়ালী-মাখান কথা,
মন্-ব্যথা কেহ নাহি বুঝে মোর!

পাহাড়। যে কাঁদে তোমার তরে
বল তারে বিদায় বচন,
জানাও জীবনের শেষ আকিঞ্চন।

অস্তগামী তপনের পানে
একবার শেষ চেয়ে লও ;
না কর বিলম্ব আর—
লম্ববান খড়্গ শিরে, এসেছে সময়।

পৃথ্বী। এস, কাছে এস—এস বক্ষের পঞ্জর ;
এক কথা গুণবতী, আশাবতী—
প্রণয়ের ডোরে বেঁধেছিরে যা'রে
শেষ অনুরোধ তার,
সখার আমার
যদি কভু পাওহে সাক্ষাৎ,
শম্পাত তাহারে কখন না দিবে ;
দৈবের নির্ব্বন্ধে ঘটিল যা ছিল ভালে।
সন্ধ ক'রে মন্দ তুমি নাহি বোলো তায়,
অভাগা ভাবিয়ে শান্ত ক'রো তাঁরে।
হৃদয়বাসিনি আদরিণি মোর !
নয়নে নয়ন জীবনে জীবন,
এ প্রাণের কোটীগুণ ধন,
শেষ ইচ্ছা—শেষ আশা—শেষ ভিক্ষা—
প্রেয়সী তোমার পাশে,
ভুলনা ভুলনা, রেখলো স্মরণ !

আশা। চুপ্ চুপ্ !
ওই—ওই—কি যেন—কি যেন
দাঁড়াও একটু স'রে—

পৃথ্বী। ছিল হৃদয়ে আমার, ফুরাইল হায় !

দীনবন্ধু লও কোলে,
এই ব্যাকুলিতা বালায় আমার ;
তুমি বন্ধু বন্ধু-বিহীনের,
শান্ত ক'রো কামিনীর প্রাণ,
বড় শান্ত শান্তকারিণী আমার।

আশা। আমি দেখছি—দেখতে পাচ্ছি—যেন—যেন—

পাহাড়। ল'য়ে যাও কেহ এরে
বধ্যমঞ্চ হ'তে দূরে।

(অরুন্ধতীর প্রবেশ)

অরু। কোথা গেল রাজা ? আমি পায়ে ধ'রব ব'লে খুঁজে বেড়াচ্ছি ; এই যে—এই যে,—
ওমা আশাবতী এখনও এখানে,
ঘরে যাবিনি কি বাছা মোর ?

পূর্ণ। জননী এসেছ ? বিদায় আমার ;
ল'য়ে যাও তনয়ায় তব ;
থাম আর একবার,
বিদায় দয়িতা মোর !
মলিন অধর তব—
দিতে বিদায়-চুম্বন,
অধর আমার কাঁপে ঘন ঘন !
বিদায়—বিদায়
বাল্যখেলা-সাথী প্রেয়সী আমার !
কোথায় ঘাতক হয়েছি প্রস্তুত।

আশা। এখনো—এখনো, করহ অপেক্ষা;
গ্রহাচার্য্য তব ঘটিকায়
আছে বাকী কয় পল হ'তে অবসান?
ঐ দেখ; দূরে—অতি দূরে—
আছে কার তীক্ষ্ণচক্ষু কর বিলোকন,
গোধূলি ধূসরে, আঁখির আসারে
দৃষ্টি নাহি চলিছে আমার।
ওহো কা'রু কি নয়ন নাহি!
তবু মম আঁখি দেখিতেছে দূরে,
বহু দূরে—চক্রসীমা পারে,
হাঁ হাঁ—ঐ আসে—কি যেন আসিছে—
আঁধারে চলিয়া আসে,
তবু যেন আছেগো আকার;
কিছু নয়, কিছু নয়—তবু যেন
আঁধারে আঁধার যেন আঁধারের ছায়া।

পৃথ্বী। হৃদয়ের মধু ধরায় আঁধার ঘোর!

ছুলাই। হে নায়ক কি করে ঘাতক?
স্বকার্য্য সাধনে কেন এ বিলম্ব?

(নায়ক ও ঘাতক অগ্রসর হওন।)

আশা। রহিলাম ধ'রে,
না ছাড়িব পতিরে আমার;
ডাকরে রাজায় তব।
কেহ কর সপ্রমাণ,
অদূরে যে ছায়া আমি দেখি বিদ্যমান,

নহে সে আমার আশার আশা?
কেহ আসে—কেহ আসে—
যতক্ষণ নাহি আসে
আশায় আমার দিবে যদি বলিদান,
এই আলিঙ্গনে রাখিব বেড়িয়া নাথে,
দেখি কেবা কাড়ি লয়?

তুলাই। সজোরে বিচ্ছিন্ন কর,
অরুন্ধতী লয়ে যাও কন্যারে তোমার।

অরু। ওরে একবার ব'লে দে রাজা কোথায়? রাজবাড়ীতে তো তাঁকে খুঁজে পেলুম না, একবার দেখা পেলে আমি তাঁর পাদু'টী জড়িয়ে ধ'রে চথের জল ধুইয়ে দি।

তুলাই। রাজার বিচার যা হবার তাই হবে,
কান্নার সময় নহে;—
কাঁদিলেত কিছু নাহি হবে;
লয়ে যাও।

আশা। ওগো দূর ক'রে দিওনা আমায়।
ওহো পৃথ্বীধর প্রাণেশ্বর!—
প্রণয়-তরুর শাখা
বাহুদুটী কোথায় তোমার?—
করহ বিস্তার রাখ মোরে।
ওই দেখ আসে—
এখনোত দূরে—তবু কি জানি কে আসে—
ওরেরে বর্ব্বরদল
মর্ম্মর পাথর হ'তে কঠিন অন্তর,

ওরে নরঘাতী মনুষ্য পিশাচ,
মুহূর্ত্ত—মুহূর্ত্ত—মুহূর্ত্তের তরে
করনা অপেক্ষা,
এক নিশ্বাসের দেহ অবকাশ;
আসে—আসে—মা ভবানী! (মূর্চ্ছা)

দণ্ডার। সসম্মানে লয়ে যাও বালিকারে,
করহ চৈতন্য সম্পাদন অন্য স্থানে!

পৃথ্বী। ওরেরে ঘাতক!
তোমার কুঠার ধারে নাহি হেন ধার,
তীক্ষ্ণধার বাজিবে যা গলাতে আমার
মর্ম্মঘাতী বিদায়ের আঘাত হইতে!
আয় আয়—শীঘ্র শীঘ্র—কেটে ফেল মোরে;
সখা দিনকর—
বাল্যের বান্ধব আমার,
চিতা পরে ফেল দুটী অশ্রুধার।

(নেপথ্যে কোলাহল)

(কে আসে—কে আসে?) এল—এল।
জগদীশ জগদীশ!
পর্ব্বত প্রস্তর চরণে করিয়া ভগ্ন
তুরঙ্গ আসিছে বেগে;
আছে—আছে যে আরোহী,
আছে ধ'রে ঘোটকের গলা;
নহে দুর্দ্দম এ বেগে
যেত প'ড়ে গড়াইয়ে।

নাগরীকগণ—

গিরিশৃঙ্গ 'পরে উড়াইছে উত্তরীয়,

অশ্বারোহী—

দিতেছে উত্তর আপন উত্তরী মেলি;

কিন্তু তবু চিনিতে না চিনিতে না পারি,

সবেগ গমনে—

অশ্ববক্ষ স্পর্শিছে ভূতল।

(নেপথ্যে পুনঃ কোলাহল) (সেই—সেই—এসেছে—এসেছে।)

কেবা ঐ অশ্বারোহী ?

কা'র আগমনে উঠে উল্লাসের ধ্বনি !

তাই কি ?—না—না—তবু অসম্ভব নয়,

এই যে—এই যে,

এই দেখি—দেখি—দেখি—

লুকাইল তুঙ্গের আড়ালে।

হারেরে জীবন আর কেন আশা তোর !

না না, যেন নাহি আসে দিনকর ;

আছে বিবাহিতা বনিতা তাহার,

আছে পুত্র প্রাণের পুতলি,

ভগবান্ সে যেন না আসে,

যায় যাক মম প্রাণ।

দিনকর (নেপথ্যে)—

কোথায় !—কোথায় !—আছে কি ?—

(দিনকর অতি বেগে প্রবেশ করিয়া স্থিরভাবে

দণ্ডায়মানপূর্ব্বক নিরীক্ষণ)

ওহো বেঁচে আছে বেঁচে আছে,
গলে নাহি খড়্গ রেখা!
হাঃ হাঃ হাঃ (বাতুলের ন্যায় হাস্য ও পতন)

পৃথ্বী। ভগবান ভগবান!
(দিনকরকে ক্রোড়ে লইয়া)
উঠ ভাই মোর, উঠ ধার্ম্মিক সুজন
মেল মিত্র পবিত্র নয়ন তব।
ওহো মূর্চ্ছাগত হায়!
ঘর্ম্মধারা ঝরিছে ললাটে,
ভিজেছে বসন,
কালিমা পড়েছে মুখে,
অতি বেগে আগমনে
ঘন গুরুশ্বাস তরঙ্গ তুলিছে বুকে।
ভাই ভাই দিনকর—
হৃদয়ের সহোদর
ডাকে তব পৃথ্বীধর,
না দিবে উত্তর তারে?—
কহিবে না প্রবোধ বচন?

দিন। এঁ্যা কোথায় আমি?
পড়েগেছি অশ্ব হ'তে;—
পতন আঘাতে হ'য়েছিল সংজ্ঞা লোপ।
ভার—বড় ভার, তুলিতে না পারি মাথা;
কি হ'ল, কি হ'ল আমার!
দেখেছি ভীষণ স্বপ্ন;

সব বিশৃঙ্খল—সব ভয়ানক ;
কি যেন কি হ'ল, ছিল কোথা গেল
কারে করিলাম হত্যা, কেবা হত হ'ল ;
এখনো এখনো দেখি ঐ মরে—ঐ মরে !
কে ধ'রে রেখেছ মোরে,
দয়া কর দাও ছেড়ে,
রেখ না রেখ না ধ'রে,
ওহো সে মরে সে মরে,—
পৃথ্বীধর সখা মোর !
হারে রে দুর্ব্বৃত্তদল দিবি নাক ছেড়ে ?
দেখিবি এ ভুজযুগে
আছে উন্মাদের বল।
একি ! কে এ ! তুমি ! তুমি
কথা কও,
কথা কও, শুনি তব কণ্ঠস্বর।

পৃথ্বী। সখা—সখা—ভাই—ভাই—

দিন। সেই স্বর—সেই স্বর—
শুনিয়াছি—পশেছে হৃদয়ে,
ওহো উঠিয়াছে ঝঙ্কন করিয়ে শির।
বুঝিয়াছি ঐ বধামঞ্চ,
ওই রক্তমাখা যূপ,
ওই দুলিছে কুঠার,
কালরূপী ঘাতক দাঁড়ায়ে ওই ;
আর সে আমার এখনো রয়েছে,

কে নে যাবে ?
এই ধরিলাম বুকে চেপে,
রাখিব অন্তরে পুরে।

পৃথ্বী। দিনকর দিনকর সখা !

দিন। হাঃ হাঃ হাঃ (হাস্য)
চুপ চুপ—
ওরে আমায় হাসতে দে ;
মুখে নাহি সরে ভাষ,
খালি হাসি—হাসি, পাগল হ'য়েছি আমি !
আয় আয় পূরিত পৌরুষে
পবিত্র হৃদয় তোর—
ধরি চেপে হৃদয়ে আমার ;
রেখেছি পবিত্র তাহা,
ভয় নাই
এ মিলনে ছোঁবে না কলঙ্ক তোরে ;
আছে ধর্ম্ম আছে মান।

পৃথ্বী। কেন নাহি মরণে আমার
রহিল না এ হেন বন্ধুর প্রাণ !

দিন। পৃথ্বীধর—কেমন ?—
হইয়াছি উপস্থিত ঠিক সন্ধিকালে
যেন চুলে ধ'রে ফিরাইতে কালে ?
সত্য—সত্য ভগবান্ !
যদি আসিতাম দুই দণ্ড আগে,
নাহি হ'ত অনুভব

উৎকট আনন্দের
এই তীব্রতর জ্বালা;
ওহো কি বিজয়—কি বিজয়,
দণ্ডারের কিবা পরাজয়.
না পারিবে সখারে বধিতে।
কিন্তু সত্য বল মিত্র মোরে,
সন্দেহ কি হয়েছিল আমার উপর ?
হাঁা—হ্যাঁ—হয়েছিল—
বল বল, কিছু না করিব মনে।

পৃথ্বী। একবার—
মুহূর্ত্তের তরে মাত্র সখা।

দিন। উঃ সেই বিশ্বাসঘাতক নফর,
পৃথ্বীধর
নীচমতি ভীল রক্ষিতে আমার প্রাণ
ঘোটকে আমার করেছিল বধ।
করিতাম বিনাশ তাহায়;
কিন্তু
অকস্মাৎ দেখিনু অদূরে,
পথিক জনেক আসে
চাপি বেগবান অশ্বে;
হতাশে হুতাশে হ'য়ে জ্ঞানহারা,
বিকট চীৎকারে
করিলাম আক্রমণ তারে,
উন্মত্তের ন্যায় করিনু হুকুম

ত্যজিতে পর্য্যাণ,
করিল সে অস্বীকার।
কিন্তু
স্বীকার বা অস্বীকার কে মানে তখন!
ক্ষুধার্ত্ত শার্দ্দূল যথা ধরে ক্ষুদ্র পশু,
সেইমত লম্ফ দিয়ে
আঁকাড়িয়ে ধরিলাম কণ্ঠ চেপে;
এইরূপে পৃথ্বীধর ধরিয়া তাহায়
"দে ঘোড়া—দে ঘোড়া—ঘোড়া তোর"
করিনু চীৎকার।

দণ্ডার। (অগ্রসর হইয়া) দিনকর দিনকর!

দিন। এই—এই আমি,
চেয়ে দেখ বধ্যমঞ্চ পানে;
দেখ—দেখনা আমায়,
সদর্পে দাঁড়ায়ে আছি নিজ সিংহাসনে।
দেখিতেছ ঐ উচ্চ গিরিশৃঙ্গ,
রঞ্জিত হ'য়েছে যাহা
অস্তগামী তপনের রাগে,
ও হ'তে উজ্জ্বল সিংহাসন মোর।
ওহে গিরি দেখিতেছ আমার গৌরব?
যাইতেছি যম জয় করিবারে
রক্তবস্ত্রে সাজাইয়া অঙ্গ;
বেঁচে গেছে পৃথ্বীধর,—
কি ভয় মরণে আর?

মরণ তো——

(নেপথ্যে কোলাহল)—জয় পৃথ্বীধর! জয় দিনকর!

একি! ছাড়িয়ে বসতি

সারা মন্দারবতী আজ চড়েছে পাহাড়ে,

কোটী কর তুলে দেয় আমারে বিদায়!

(নেপথ্যে কোলাহল)

(জয় পৃথ্বীধর, জয় দিনকর, "দোহাই রাজার দোহাই রাজার "।)

দিন। কোটী কণ্ঠে মন্দাবতী করিছে চীৎকার।

নেপথ্যে। জয়—জয়—জয়!

দিন। শোন্ শোন্ কত জয় জয়।

কোথায় দণ্ডার?

ধরিয়াছ রাজদণ্ড মুকুট মাথায়,

কিন্তু কবে—কোন্ দিন জীবনে তোমার

হেন জয়োল্লাস শুনিয়াছ কাণে?

কবে এত হৃদি এত কর

করিয়াছে আশীষ তোমায়?

পৃথ্বী। সখা সখা কর মতি স্থির,

নাহি হও জ্ঞানহারা এ হেন সময়

নেপথ্যে। জয়—জয়—জয়!

দিন। শুন আবার—আবার!

অধিত্যকায় উপত্যকায়

হয় প্রতিধ্বনি,

সাগর-কল্লোল দিয়ে কোলাহলে যোগ

কাঁপাইছে বসুমতী।

বল মোরে বল,
স্বদেশ-বিদ্বেষী,—
মাতৃদ্রোহী ক্রীতদাস দল,
বল, যা'রে মাতৃভূমি করেছ বিক্রয়
কোথা সেই দুর্দ্দান্ত রাজন্ ?
দেখিব তাহারে,
কেন—কি কারণ আসে নাই হেথা ?
কোথায় তোদের প্রভু ?
দণ্ডারের কি হ'ল এখন ?
দেখিবেনা এসে মরণ আমার !
বড় সাধ
একবার হাসিব তাহারে দেখে,
তার পর—তার—হাঃ—হাঃ—হাঃ !

(দণ্ডারের অগ্রসর হওন ও ছদ্মবেশ পরিত্যাগ দিন ও পৃথ্বী। এ কি হ'ল !

দণ্ডার। আশ্চর্য্য হ'তেছ ?—
ভাল ধৈর্য্য ধর ক্ষণকাল,
শুনিব যা আছে বলিবার তোমাদের।
আগে বিশেষ আদেশ কিছু
দিতে হবে অনুচরগণে ;
যাও শীঘ্র হে দুলাই,
বল গিয়ে রাজভাটগণে
ত্বরিতে করিতে সবারে প্রচার,
উচ্চকণ্ঠে জানাইয়া নাগরিকগণে,

পূর্ব্বে পশ্চিমে উত্তরে দক্ষিণে
নগরের
এক প্রান্ত হ'তে অন্য প্রান্ত শেষে
করুক ঘোষণা,
"দণ্ডার—অত্যাচারী দুর্দ্দান্ত দণ্ডার"
যা'রে বলিছে সকলে,
অযাচিত হ'য়ে
স্বেচ্ছায় সে দিনকরে দানিল জীবন।

পৃথ্বী। সে কি—কি বল দণ্ডার?
বল বল পুনরায়।

দণ্ডার। সব ক্ষমা—সব ক্ষমা,
বিনা বাক্যে সব ক্ষমা।

পৃথ্বী। ভগবান ভগবান একি শুনি!
তুমি—তুমি—তুমি দিলে দিনকরে প্রাণ?

দণ্ডার। সুধু প্রাণ নয়—পূর্ণ-স্বাধীনতা।

পৃথ্বী। মহাত্মা দণ্ডার
হে আমার রাজরাজেশ্বর,
সুধু প্রাণ নয়—পূর্ণ-স্বাধীনতা!
ক'রে নতজানু চরণে তোমার,
খুলি হৃদয়ের সকল দুয়ার,
ঢালি শতধারে নয়ন আসার,
কথঞ্চিৎ কৃতজ্ঞতা জানাই তোমায়;
তুমি রাজা বটে!
সুধু পদে নহে, মনে.

সখা—সখা দিনকর
কেন হেন শরীর নিথর ?

দণ্ডার। ধর্ম্ম ! তুমি সর্ব্বশক্তিমান,
এ বিশ্ব-বিজয় ক্ষমতা তোমার !
আজি হ'তে সেবক তোমার আমি
মর্ম্মে কর্ম্মে পূজিব তোমায়।
রাও দিনকর কি হয়েছে ?
কেন হেন ভাব ?
এস নেবে মৃত্যুর আবাস হ'তে,
সমাদরে মিলাইব
দুই আদর্শ-সুহৃদে।

পৃথ্বী। ওহো দিনকর ভাই।

দিন। পৃথ্বীধর এ মহান্ হৃদয় দণ্ডার !
না—না—হ'লনা—
কি বলিব ?—কিছু না বলিতে পারি ;
ধর পৃথ্বীধর ধর মোরে,
না পারি বারিতে,
জলধারা নয়নে আপনি আসে।
ওহো হ'ল দণ্ডারের জয়—
আমারে কাঁদালে শেষে।

দণ্ডার। দিনকর ! বিজয় তোমার,
জয়ী পৃথ্বীধর,
মানব হৃদয়ে দেখায়েছ
অমরার শোভা ;

এইজন্য নহে শুধু—
স্বার্থত্যাগ শিখিলাম তোমা দোঁহা দেখে ;
বুঝিলাম, ধর্ম্ম গৌরবের কাছে
অতি ছার রাজসিংহাসন !
হেয় কোটী মুকুটের মান !
সদাশয় মহাপ্রাণ
নাহি ভাব মন্দাবতী হেতু,
স্বদেশ রক্ষার হেতু
দৃঢ় মন একজন,
প্রধানের বড় প্রয়োজন ;
সভাতলে হইলে বিতণ্ডা
রাজদণ্ড দেখায়ে সে করিবে বারণ ;
নামমাত্র র'ব আমি রাজা,
হৃদয়ের রক্ত দিয়ে সেবিব স্বদেশে,
অসি হাতে হ'লে প্রয়োজন।
প্রজার কারণ নিত্য কার্য্য নির্দ্ধারণ
পূর্ব্বের মতন করিবে সকলে ;
দিনকর !
তুমি হবে আমার দক্ষিণ কর।
এস দিনকর
হও সুখী বন্ধুর সুখেতে।

দিন। রাজন্ ! হারিয়াছি আমি
দিনকরে করিয়াছ পরাজয়।—

পৃথ্বী। আশ্চর্য্য চরিত্র !

(নেপথ্যে জয়ধ্বনি) জয় মহারাজ দণ্ডারের জয় !

দণ্ডার। বল অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন !

আহা—আহা ! আবার ছুটিয়া আসে বালা,

সুকুমার মুখচাঁদ

কেঁদে কেঁদে হয়েছে মলিন।

(আশাবতীর প্রবেশ)

আশা। ও পৃথ্বীধর—ও আমার পৃথ্বীধর !

পৃথ্বী। আশাবতি প্রিয়তমে !

আশা। নাথ—পতি—স্বামী—প্রাণেশ্বর !

পৃথ্বী। শুনেছ সকল ?

আশা। শুনি নাই ?

নগরেতে নাই অন্যরব,

আনন্দে নাচিছে সবে—

খালি জয় জয়।

আদর্শ-বন্ধুত্ব,

হৃদয়ের প্রেম, নূতন জীবন

দয়া ধর্ম্ম কৃতজ্ঞতা,

এই কথা সকলের মুখে

রাজগুণ-গান সনে।

হে রাজন্ মহাত্মন্ !

দিয়ে এক প্রাণদান

করিয়াছ বহু প্রাণ রক্ষা ;

ক্ষুদ্রমতি দীনাহীনা প্রজা

করিতেছে নমস্কার, কর আশীর্ব্বাদ।

দিন। নিরাশ জীবন পুনঃ পেয়ে,
উঠেছিল
মস্তিষ্কে আমার প্রবল ঝটিকা,
অকস্মাৎ হ'য়ে আশ্চর্য্য অবাক,
বুঝি নাই
কত সুখের সাগর উঠিল উথলি
ক্ষমিলেন যবে মোরে রাজা।
কিন্তু এবে আনন্দের স্রোত,
অতল গভীর দুকুল প্লাবন করি
ছুটিছে হৃদয়ে মোর।

(লটকার প্রবেশ)

লট্‌কা। সর্দ্দার—সর্দ্দার—রাজা! মার মার, খুন কর মোকে, তখন পাহাড়থে গিরাতে গিছিলি—হামি কাঁদিয়েছেল, আর কাঁদবেনা; ভেইয়া কাঁদে, মা কাঁদে, হামিতো দেখতে পারবেনা লিয়ে এসেছে মায়, খুন কর মোকে, ঐ এসেছে তারা।

(হিরণ্ময়ী ও অংশুর প্রবেশ)

হিরণ। প্রাণনাথ! সত্য কি যা জনরব ?
রাজা করেছেন ক্ষমা!
অভাগীর সিঁথির সিন্দূর
র'য়ে গেছে ঘুচিতে ঘুচিতে!

দিন। যে রাখে সিন্দূর তোমার,
নমস্কার কর তাঁরে ;—

মন্দাবতী-রাজ উনি,
নহে শৌর্য্যে বা সম্পদে, হৃদয়-গৌরবে।
দিনকর আগে আর
কারু কাছে নোয়ায়নি শির।

দিন। পতি পাইলে জীবন,
কি হয় সতীর প্রাণ বুঝ কি রাজন্?
সেই প্রাণ—
হয় নত জীবন-দাতার পায়।

অংশু। বাবা বাবা! তোমায় কে মেরে ফেলছিলনা? তা'হলে নাকি তুমি আর আসতেনা, কোলে নিতেনা? আমি তা'হলে কা'র সঙ্গে ব'সে খেতুম?

দিন। বাবা বাবা কোথা যা'ব আমি, এই যে এসনা কোলে।

লটকা। রাজা মার মার—হামায় খুন কর, এতো পাহাড় ন ফেলিয়ে দিবি, ঐ একটা থাণ্ডা ঝুলছে যার বুকে।

দিন। লটকা! অংশু ছোট তুমি আমার বড় ছেলে, বন্ধুর প্রাণের আশঙ্কায় উন্মত্ত হ'য়ে কি করেছিলুম কিছু মনে ক'রনা।

হিরণ। আশাবতী বোনটী আমার,
তব পতিভক্তি গুণে,
নিঃস্বার্থ মহত্বে তাঁর,
আজি রহিনু সধবা আমি।
দুঃখিনী ভগিনী তোর কিবা দিবে আর!
জীবনের পারিজাত অংশু মোর,
সেই অংশু আজি হ'তে তোর।
যাও বাবা মাসীমার কোলে।

আশা। বল মা—মতে মা
কোলে নিব তবে।

অংশু। মা—মা সীতে মা—

দিন। সত্য বটে সত্য বলিয়াছে শিশু,
সীতা সম সতী আশাবতী ;
কিন্তু হও কমলা সমান সুখী !

পৃথ্বী। দেখ আশাবতী অংশু হয়েছে তোমার।

দণ্ডার। অংশু আমার।—
জান দিনকর
আছে একমাত্র শিশুকন্যা মোর ;
আগে যুদ্ধকার্য্য, রাজনীতি
শিখায়ে অংশুরে,
যথাকালে—
দিব পরিণয় কন্যা সনে মোর ;
মন্দাবতী সিংহাসনে
ভবিষ্যতে পুত্র তব লইবে আসন।
আশাবতী নাহিক জনক তব,
কিন্তু জানতো রাজা হয় সকলের পিতা,
সেই সম্বন্ধের বলে—
আজি আমি সম্প্রদান করিব তোমায়।
দিনকর পৃথ্বিধর !
পৃথিবীর সার পুরস্কার
দিলে মোরে দুইজনে।
দেখে নিস্বার্থ মহত্ব, আদর্শ-বন্ধুত্ব,

দেখে তোমাদের সত্যের আলোক,
পারি যেন চলিবারে আমি—
পুষ্পময় পুণ্যপথে।

(সকলের জয়ধ্বনি)

সকলে। জয় মহারাজ দণ্ডারের জয়!
জয় ধর্ম্মের জয়!
জয় বন্ধুত্বের জয়!

নাগরিকাগণ।— গীত।

মরি মরি কে মুছালে কে মুছালে আঁখিধারা।
বিষাদ পাথার মথি তুলিল সুধার ঝারা॥
নিয়ে পরের ব্যথা প্রাণটী পেতে,
আহা কে গেলরে সুখে মেতে,
রেখে প্রেমের গান, প্রেমিক-প্রাণ,
কে হ'লরে আত্মহারা।
সুখ নাচিয়ে বেড়ায়, সুখ লতায় পাতায়,
সুখসমীরণ বয়, ধরা করে মাতুয়ারা।
সখা সখী সবে সুখী দ্বার খোলে কারা॥

ঠিক করিতে পারেন না, সেই জন্য কঠোর কষ্টভোগ করেন, সৎপরামর্শ এবং অসৎ পরামর্শের তফাৎ বুঝিতে পারেন না তাই বিব্রত হইয়া দুঃখ পান।